চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 93 Sunday, 3 March, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৯৩ সংখ্যা ✱ ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩০, রবিবার, ৩ মার্চ , ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

শ্যামপুরের নারিকেল বাড়ে অনুষ্ঠিত হলো হাওড়া জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতা ও বডি বিল্ডিং প্রদর্শনী। শনিবার সকাল ১০টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয় হাওড়া জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতা ও বডি বিল্ডিং প্রদর্শনী। ... বিস্তারিত পাতা ৩

জল জীবন মিশনে সাড়ে ৬ কোটি খরচে তৈরি জলের ট্যাঙ্ক চালু করা হয়নি ৩ বছরেও! বন মিশনে সাড়ে ৬ কোটি খরচে তৈরি জলের ট্যাঙ্ক চালু করা হয়নি ৩ বছরেও! দেখুন কি হয় এর পর। .... বিস্তারিত পাতা ৫

সাধারণ মানুষকে মানসম্পন্ন পরিষেবা না দিয়ে বিপুল পরিমাণ ঋণের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম-এর বিরুদ্ধে একটি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সদর জেলা কংগ্রেস কমিটি রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে।... বিস্তারিত পাতা ৬

ঋষভ পন্থ গুরুতর গাড়ি দুর্ঘটনায় অসুস্থ হওয়ার কারণে ক্রিকেট থেকে দূরে ছিলেন। এ বার দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ৫ মার্চ এক সুখবর পেতে চলেছেন পন্থ।...বিস্তারিত পাতা ৮

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের অত্যাচারে বাংলার মা, মাটি ও মানুষ এখন কাঁদছে

প্রচুর সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ পেছনেই রয়ে গিয়েছে ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ২ মার্চ ঃ স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ যতটা পিছিয়েছে, ১০ বছরে সেই ক্ষতির ব্যবধান পূরণ করেছে কেন্দ্র। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বিদ্যুৎ ছাড়া কোনও জায়গাই উন্নতি করতে পারে না। বাংলা যাতে এই পরিসরে আত্মনির্ভর হয়, সে জন্যই একটা বড় পদক্ষেপ করা হল। শনিবার নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর থেকে একাধিক সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আরামবাগে সাত হাজার কোটি টাকার বিকাশ যোজনার প্রকল্পের শিলান্যাস এবং সূচনা করেছি, আজও ১৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস এবং সূচনা করছি। এর ফলে রোজগারের নতুন পথ খুলবে। বাংলার যুবক-যুবতীদের সহায়তা করবে।'' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ' পশ্চিমবঙ্গ আমাদের দেশের কয়েকটি রাজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ আমাদের দেশের পূর্ব প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করে। অগ্রগতির অপার সম্ভাবনা পূর্বের এই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। তাই আমাদের সরকার পশ্চিমবঙ্গে সড়কপথ, রেলপথ, আকাশপথ, মোটরওয়ের আধুনী কিরণের কাজ করছে। আজ ফরাক্কা থেকে রায়গঞ্জ পর্যন্ত জাতীয় সড়কের উদ্বোধন হল। ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। চার ঘণ্টা থেকে এখন অর্ধেক সময়ে দু'টি জায়গার মানুষ যাতায়াত করতে পারবেন।'' মোদীর কথায়, ' পশ্চিমবঙ্গের গৌরবের একটি অধ্যায়। কিন্তু ইতিহাসে বাংলা যা অর্জন করেছিল, স্বাধীনতার পর বাংলা আর সে রকম এগোয়নি। অনেক সম্ভাবনা থাকলেও বাংলা পিছিয়ে পড়তে থাকে। গত ১০ বছরে আমরা ওই ব্যবধানকে মেটানোর জন্য রেলের আধুনিকী করণে বেশি করে জোর দিয়েছি। এখন বাংলায় রেলের জন্য আগের চেয়ে দ্বিগুণ অর্থ খরচ করছে।'' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, বিদ্যুৎ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা অর্থনীতির প্রতিটি সেক্টরের উন্নয়নকে চালিত করে। আমরা পশ্চিমবঙ্গকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের শক্তির প্রয়োজনে স্বনির্ভর করার চেষ্টা করছি। রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভিত্তিপ্রস্তর সেই দিকেই একটি পদক্ষেপ।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায়, তৃণমূল সরকার মা, মাটি ও মানুষের কথা বলে ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু এই সরকারের অত্যাচারে বাংলার মা, মাটি, মানুষ এখন কাঁদছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, মোদীর গ্যারান্টি মানে, গ্যারান্টি পূর্ণ হওয়ার গ্যারান্টি। তৃণমূলকে আক্রমণ করে তিনি বলেছেন, বাংলার মানুষ বারবার বিশ্বাস করে তৃণমূলকে ক্ষমতায় এনেছে, কিন্তু তৃণমূল বিশ্বাসঘাতক আর অত্যাচারের দ্বিতীয় নামে

পরিণত হয়েছে। তৃণমূল মানে অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতক, পরিবারবাদ। শনিবার কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের মাঠে এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রথমে সরকারি অনুষ্ঠান থেকে বাংলার উন্নয়নের জন্য ১৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এরপর এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই পবিত্র ভূমি শ্রীকৃষ্ণের মহান প্রচারক চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভূমি। ঈশ্বর তুল্য জনতা জনার্দন আমাদের মা-বোনেদের সকলকে জানাই প্রণাম। আপনাদের জন্য ২২ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ জোর দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১৪টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ছিল। মাত্র ১০ বছরের সেটা বেড়ে ২৬ প্রায় দুই গুণ হয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, তৃণমূলের দুঃশাসনে মা, মাটি ও মানুষ সবাই কাঁদছে। সন্দেশখালির বোনেরা ন্যায়বিচারের জন্য অনুরোধ জানালেও তৃণমূল সরকার তাদের কথা শোনেনি। বাংলার অবস্থা এমন যে এখানে পুলিশ নয়, অপরাধীরা সিদ্ধান্ত নেয় কখন আত্মসমর্পণ করবে এবং কখন গ্রেফতার করবে। রাজ্য সরকার তো চায়নি সন্দেশখালির অপরাধীকে গ্রেফতার করা হোক। কিন্তু বাংলার নারী শক্তি যখন দুর্গা হয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং বিজেপি কর্মীরা তাদের পাশে দাঁড়ালো, তখন রাজ্য সরকার মাথা নত করতে বাধ্য হল। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছে তৃণমূল। প্রতিটি স্কিমকে কেলেঙ্কারিতে রূপান্তরিত করেছে তৃণমূল। তারা আমাদের স্কিমগুলিতে একটি স্টিকার লাগায় এবং সেটিকে নিজেদের বলে। তারা গরীবদের কাছ থেকেও ছিনিয়ে নিতে দ্বিধা করে না। বাংলায়র ৪২টি আসনে পদ্ম ফুটবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

সংক্ষিপ্ত খবর

টেলিমেডিসিন পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার আরও ৩ হাজার ৪০০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে টেলিমেডিসিন পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ বাড়ির কাছের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে. বড় হাসপাতালের চিকিসকদের পরামর্শ নেওয়া ছাড়াও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারবেন। উল্লেখ্য বর্তমানে রাজ্যে ৬ হাজার ৬ ৮০ টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৭৮০ টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৪৫০ টি পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টেলিমেডিসিন পরিষেবা চালু রয়েছে। এই দিকে রাজ্যের পঞ্চায়েত গুলির অধীনে থাকা ১ হাজার ২৫০ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আগামী সপ্তাহেই হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক ও ইউনানী চিকিৎসা বা স্মার্ট হেলথ কেয়ার সিস্টেম চালু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

শ্রমিকদের বকেয়া দিতে ৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার কেন্দ্রের একশো দিনের কাজ প্রকল্পে বকেয়া টাকা শ্রমিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক কাজে গতি আনতে আরও প্রায় ৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। রাজ্যের ৩ হাজার ৩৩৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে জব কার্ড থাকা শ্রমিকদের নথিপত্র যাচাই করা সহ তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ওই অর্থ খরচ করা হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এইজন্য ইতিমধ্যেই সব জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইদিকে গতকাল পর্যন্ত রাজ্যের বেশিরভাগ শ্রমিকের ব্যাংক একাউন্টে এই প্রকল্পে তাদের বকেয়া টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অর্থ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

বন্ধ কারখানার জমি শিল্পের কাজে ব্যবহার হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার অব্যবহৃত জমি নতুন শিল্পের কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি যে সব শিল্প সংস্থা জমি নিয়েও তার সবটা অংশ কাজে লাগাতে পারেনি নতুন শিল্প গড়তে সেই জমিকেও কাজে লাগানো হবে বলে শিল্প দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা, পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর, মঙ্গলপুর এর মতো বিভিন্ন জায়গায় বর্তমানে রাজ্যের হাতে এইরকম প্রায় ১ হাজার ৫৪ একর অব্যবহৃত জমি রয়েছে।

নন্দীগ্রাম দিবস থেকেই জেলায় জেলায় মেগা জনসভা অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে জোরকদমে ঝাঁপাচ্ছে শাসকদল তৃণমূল। আগামী ১০ মার্চ ব্রিগেড ময়দানে 'জনগর্জন সভা' দিয়ে তা শুরু করছে। সেই সভায় মূল বক্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ব্রিগেড থেকে লোকসভা ভোটের জন্য সর্বশক্তি সঞ্চয় করে নেওয়া লক্ষ্য ঘাসফুল শিবিরের। আর ব্রিগেডের পর পাঁচ পাঁচটি মেগা জনসভা করবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রে সেই সভার সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ১০ তারিখ ব্রিগেডের পর ১৪ তারিখ থেকে জেলা সফর শুরু করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই দিন তিনি জলপাইগুড়িতে সভা করবেন বলে খবর। এর পর ১৬ তারিখ পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে সভা সেরে ফের অভিষেক যাবেন উত্তরবঙ্গে। দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে জনসভা করবেন ১৮ মার্চ। সেখান থেকে ফের দক্ষিণবঙ্গে ভোটপ্রচার করবেন অভিষেক। ২০ তারিখ বসিরহাট এবং ২২ তারিখ পূর্ব বর্ধমানে জনসভা। উল্লেখ্য, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুরের দুটি লোকসভা কেঃদ্রই উনিশের লোকসভা নির্বাচনে গিয়েছিল বিজেপির দখলে। জলপাইগুড়ির সাংসদ হন জয়ন্তকুমার রায় আর বালুরঘাটে জয়ী হন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এদিকে, মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূলকে হারিয়ে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ জিতেছিলেন। ফলে এই তিন কেন্দ্রে এবার ঘাসফুল ফোটাতে ভোট প্রচারের শুরু হিসেবে বেছে নিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। পরের দুদিন অর্থাৎ ২০ মার্চ বসিরহাটে সভা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সম্প্রতি সন্দেশখালি ইস্যু গোটা রাজ্যে তোলপাড় ফেলে দেওয়ার পর এই জায়গায় অভিষেকের জনসভা অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ। বসিরহাটের বর্তমান সাংসদ অভিনেত্রী নুসরত। তবে আসন্ন নির্বাচনে তিনি ফের প্রার্থী হবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট হয়। অন্যদিকে, ২২ তারিখ পূর্ব বর্ধমানে সভা রয়েছে তাঁর। সেখানকার দুটি লোকসভা কেন্দ্রই উনিশে গেরুয়া শিবিরের দখলে গিয়েছিল। পরে বর্ধমান পূর্বের সাংসদ সুনীল মণ্ডল তৃণমূলে ফেরেন। ফলে এই এলাকায় তাঁর সভা গুরুত্বপূর্ণ বলাই বাহুল্য।

কুণালের লাগাতার তোপ প্রসঙ্গ এড়ালেন ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ দু'দিন ধরে পর্যায়ক্রমে তৃণমূলের দায়িত্বপূর্ণ দুটি পদ ত্যাগ করা কুণাল ঘোষের বিতর্কিত মন্তব্য আলো।ন তুলেছে। এক্স হ্যান্ডলে এবং সাক্ষাকারে তৃণমূলনেত্রীর পুরনো রাজনৈতিক সঙ্গী তথা সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অনুগামী বলে বর্ণিত কুণাল। এ সম্পর্কে হেঁয়ালি প্রতিক্রিয়া দিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন ফিরহাদ হাকিম। শনিবার দুপুরে কলকাতা পুরসভার টক টু মেয়র কর্মসূচিতে ছিলেন ফিরহাদ। ওই কর্মসূচির শেষে কুণাল-সুদীপ বিতর্ক নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে ফিরহাদ বলেন, 'এই বিষয়ে আমি কিছু বলব না। আমি বললে আবার বিস্ফোরণ হবে। কুণাল কী বলেছেন, আমি কিছুই শুনিনি। যদি কিছু শুনি, তখনই বলতে পারব।'' প্রচারমাধ্যমের ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এদিকে, শনিবার দুপুরে তৃণমূলের ব্রিগেডের প্রস্তুতি মিছিলে অংশ নিয়েছেন কুণাল। সেখান থেকে তিনি বলেন, 'তৃণমূল দলের কর্মী। কর্মী হিসাবে মিছিলে হাঁটছি। কর্মীরাই দলের আসল সম্পদ।'' এর আগে এদিন তিনি এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, পায়ে পায়ে উড়িয়ে ধুলো, ১০মার্চ ব্রিগেড চলো। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে অস্বস্তি বেড়েই চলেছে। কুণাল ঘোষের পর এবার কলকাতা উত্তরের সাংসদের বিরুদ্ধে শনিবার বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন বিধায়ক তাপস রায়। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের কলকাতা উত্তর কেন্দ্রে প্রার্থী করলে তিনি প্রচারে নামবেন না। এমনকি, খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেও তিনি নিজের সিদ্ধান্ত বদল করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন বরানগরের তৃণমূল বিধায়ক। শুক্রবারেই দলের অন্দরে সরব হন কুণাল। প্রথমে দলীয় পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করেন তিনি। এর পর কলকাতা উত্তরের সাংসদের বিরুদ্ধে সরব হন কুণাল। সুদীপের সঙ্গে বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যোগাযোগ নিয়ে অভিযোগ তোলেন তিনি। কুণালকে সমর্থন করে তাপস রায় বলেছেন, 'সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দল যদি ফের প্রার্থী করে আমি অন্তত প্রচারে থাকব না। এমন কি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে আমাকে অনুরোধ করলেও আমার অবস্থান বদলাবে না।'

লোকসভা নির্বাচনকে স্বচ্ছভাবে অনুষ্ঠিত করাই লক্ষ্য ঃ রাজীব কুমার

লখনউ, ২ মার্চ ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে অনুষ্ঠিত করাই লক্ষ্য। জানিয়ে দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। শনিবার লখনউতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছেন, আমাদের উদ্দেশ্য হল ভোট যাতে খুব স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয.তা নিশ্চিত করা। ৭টি রাজনৈতিক দল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল-এএপি, বিজেপি, সিপিআই (এম), কংগ্রেস এবং আঞ্চলিক দলগুলি থেকে- বিএসপি, সমাজবাদী পার্টি এবং আপনা দল। সকলেই বলেছেন এবং দাবি করেছেন, নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন যে উচ্চ মানদণ্ড তৈরি করেছে তা আরও কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে, পুলিশকে সবার জন্য সমান হতে হবে, নির্বাচনে অর্থ শক্তি ও পেশিশক্তি ব্যবহার করা উচিত নয়। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার আরও বলেছেন, প্রথমবারের মহিলা ভোটারদের সংখ্যা ৭,২৬,০০০ যা বেশ ভাল, প্রতিটি বুথে, সব ধরণের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের অভিজ্ঞতা যাতে ভালো হয়, তা নিশ্চিত করাই লক্ষ্য। কিছু বুথ সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হবে, যাদের বয়স ৮৫ বছরের বেশি তাঁদের নিজেদের বাড়িতেই ভোটাধিকার প্রযগেের সুবিধা দেওয়া হবে। আমরা চাই মানুষ নির্বাচনী ভূমিকায় অংশগ্রহণ করুক এবং তারপর ভোট দিতে আসুক। আজ তারা কলকাতায় আসবেন।

ফের কুণালের তোপ সুদীপকে, তাঁর বিরুদ্ধে আনলেন দুর্নীতির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ এখন তিনি আর তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র নন, সেই কুণাল ঘোষ ফের তোপ দাগলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। কোনও রকম রাখঢাক না করে সুদীপের নামে সরাসরি তোপ দেগেছেন কুণাল। সুদীপ ভুবনেশ্বরের হাসপাতালে থাকাকালীন কে হাসপাতালের বিল মিটিয়েছেন, তা তদন্তসাপেক্ষ বলে মন্তব্য করেছেন কুণাল। আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তিনি এ-ও জানিয়েছেন, সুদীপ কয়লা 'দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। তা যদি প্রমাণিত হয়, তবে তাঁকে গ্রেফতার করার দাবিও জানিয়েছেন কুণাল।

শনিবার মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ কুণাল লিখেছেন, 'সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং তাঁর হয়ে ভুবনেশ্বর অ্যাপোলো হাসপাতালের বিল মেটানোর নথি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তিনি যখন বন্দি ছিলেন, তাঁকে বড় অঙ্কের টাকা দেওয়া

হয়েছিল, না কি তাঁর হয়ে হাসপাতালের বিল কেউ মিটিয়ে দিয়েছিলেন, তদন্ত করতে দেখতে হবে। যদি প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে কয়লা 'দুর্নীতির সঙ্গে ওই টাকার যোগ থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে তদন্তের স্বার্থে সুদীপকে গ্রেফতার করা উচিত। যদি কেন্দ্রীয় সংস্থা এটি এড়িয়ে যায়, আমি আদালতের দ্বারস্থ হব।'' উত্তর কলকাতার সাংসদ তথা তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কুণালের উপর্যুপরি এই আক্রমণে এখনও 'নীরব' তৃণমূল কংগ্রেস।

৫৫ দিন সন্দেশখালিতে নিজের গড়েই ছিলেন শাহজাহান শেখ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ ৫৫ দিন নিজের গড় সন্দেশখালিতেই ছিলেন শাহজাহান। সিআইডি গোয়েন্দাদের জেরায় স্বীকার করলেন ধৃত শাহজাহান। শুক্রবার রাতভর জেরা করা হয় তাঁকে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার প্রথম দিকে তিনি যতটা অনমনীয় ছিলেন, পরের দিকে আস্তে আস্তে নরম হতে শুরু করেন। ভবানী ভবনে জেরা শুরুর প্রথম দিকে প্রতিমুহূর্তে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিলেন শাহজাহান শেখ। বারবার দাবি করছিলেন, প্রথম দফায় পুলিশকে যা বলেছেন, সেটাই শেষ কথা। বারবার এক কথা বলতে রাজি নন তিনি। খাওয়াদাওয়া নিয়েও বিভিন্ন দাবি করছিলেন। কিন্তু টানা জেরার মুখে বলেন, ৫ মার্চ ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলার পর বিভিন্ন দ্বীপে দ্বীপে অনুগামীদের বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে থাকছিলেন। যোগাযোগ রাখছিলেন অনুগামীদের সঙ্গে। তিনিই সকলকে শিখিয়ে দিচ্ছিলেন কোথায় কাকে কী বলতে হবে। কিন্তু এত পরিকল্পনা সত্ত্বেও অবশেষে ধরা দিতেই হল শাহজাহানকে। এদিকে যে ইডি কর্তা শাহজাহানের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন সেই গৌরব ভারিলকে তলব করেছে সিআইডি। তার বয়ানও রেকর্ড করা হবে বলে খবর।

মমতার জয়ের চার দশকপূর্তি যাদবপুরে এবারের প্রার্থী কে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ একেই কি বলে 'হোপ এগেইনস্ট হোপ ? তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা তৈরি। কেবল ঘোষণা বাকি। দুই অভিনেত্রীরই এখন দিবারাত্রির আশামিশ্রিত প্রবল কৌতূহল, শেষ পর্যন্ত কে হলেন যাদবপুরে দলের প্রার্থী? দুই অভিনেত্রীর একজন অবশ্যই মিমি চক্রবর্তী। '১৯-এর লোকসভা ভোটে যাঁকে যাদবপুরে প্রার্থী করে তাক লাগিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর, বিপুল ভোটে জিতে মিমিও তাঁকে ১০০ শতাংশ খুশি করেছিলেন। মিমি ছাড়াও আর এক নব্য অভিনেত্রী আরও অনেকের মত এবার যাদবপুরে তৃণমূলের টিকিটের প্রত্যাশী। চেষ্টাও করেছেন আদাজল খেয়ে। তিনি হলেন ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্দরের সর্বশেষ খবর, বড় অঘটন না ঘটলে ওঁদের

দুজনের বদলে এবার যাদবপুরে তৃণমূলের প্রার্থী হবেন তৃতীয় একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। কিন্তু কেন গতবার বিপুল ভোটে জিতেও এবার প্রার্থীপদের দৌড়ে পিছিয়ে পড়লেন মিমি? আসলে, দেবের পর রাজনীতি ছেড়ে আসার কথা বলেন তৃণমূলের সাংসদ মিমি। হরেক অভিমান আর ক্ষোভের কথা তিনি ১৩ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিত জানান। সূত্রের খবর, চিঠিতে মিমি জানিয়েছেন রীতিমতো মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন তিনি। কখনও মঞ্চে, কখনও ফোনে, কখনও অন্যভাবে তাঁকে অপমান সহ্য করতে হয়েছে। শুধু অপমান নয়, উপেক্ষাও সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। সেই যন্ত্রণার কথা বলে শেষ করতে পারবেন না, এমনটাও দাবি করা হয় চিঠিতে। শুধু তাই নয়, করোনা পরিস্থিতি যাদবপুর কেন্দ্রে কী কী কাজ করেছেন, সেই বর্ণনাও চিঠিতে দেন মিমি। জানা যাচ্ছে, মিমি তাঁর চিঠিতে জানিয়েছেন, মানসিক যন্ত্রণার কথা সামনা ৩ পাতায়...

সুকান্ত-শুভেন্দুর সঙ্গে একান্ত বৈঠকে মোদী

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ২ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটের প্রচারে বাংলায় এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার আরামবাগের পর শনিবার কৃষ্ণনগরে জনসভা করলেন তিনি। আর সেখানেই তাঁর সঙ্গে আলাদা করে দেখা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মোদী নিজে এক্স হ্যান্ডলে সেই ছবি পোস্ট করে যে বার্তা দিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট, বঙ্গ বিজেপিতে বার বার যে গোষ্ঠী কোন্দলের অভিযোগ উঠছে শীর্ষ নেতৃত্বের কানে, মোদির সফরে তা পুরোপুরি নির্মূল হওয়ার লক্ষ্যে এগোল দল। সোশাল মিডিয়ায় মোদির বার্তা, 'সমবেতভাবে আমরা পশ্চিমবঙ্গের জন্য এক উন্নততর ভবিষ্য গড়ে তুলব।' আরামবাগের সভামঞ্চে মোদীর একপাশে শুভেন্দু, আরেক পাশে সুকান্তকে দেখা গিয়েছিল। তাঁদের পাশে নিয়ে একতার বার্তাই দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আর শনিবার কৃষ্ণনগরের জনসভার পর তাঁর সঙ্গে আলাদা করেই দেখা করলেন বঙ্গ বিজেপির দুই নেতা। সূত্রের খবর, সন্দেশখালি নিয়ে তাঁরা মোদিকে নালিশ জানিয়েছেন। এছাড়া রাজ্যের আমলা

ও পুলিশকর্তাদের একাংশের 'নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে শুভেন্দু ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তাঁদের অভিযোগের তালিকায় ছিল ১০০ দিনের কাজ ও আবাস দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূল সরকারের বিরোধিতাও। তাঁদের কথা শুনেছেন মোদি। কিন্তু এসবের পরও তিনি বঙ্গের গেরুয়া ব্রিগেডকে একজোট হয়ে লড়াইয়ের বার্তা দিলেন। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সেই ছবি পোস্ট করেছেন মোদি। আর তাতেই স্পষ্ট বার্তা, বাংলায় ভালো ফল করতে হলে শুধু তৃণমূল বিরোধিতায় শান দিলেই চলবে না। নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপাতে হবে। এমনিতেই দলের মধ্যে সুকান্ত, শুভেন্দু, দিলীপ গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠকেও তা প্রকাশ্যে চলে আসে। আর এদিন শুভেন্দু, সুকান্তকে একসঙ্গে পেয়ে সেসব মিটিয়ে নিতে কড়া বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

মমতা এখন অস্বস্তির মধ্যে রয়েছেন, তাই সর্বত্র ছুটে বেড়াচ্ছেনঃ দিলীপ ঘোষ

খড়গপুর, ২ মার্চ ঃ রাজভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বৈঠক প্রসঙ্গে কটাক্ষ করলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। মমতাকে কটাক্ষ করে দিলীপ বলেছন, মমতা বন্দোপাধ্যায় এখন অস্বস্তির মধ্যে রয়েছেন, তাই সর্বত্র ছুটে বেড়াচ্ছেন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন না, তিনি নিজের দল এবং নেতাদের বাঁচাতে অনেক কিছু করছেন।শুক্রবার রাজভবনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। বৈঠক শেষে মমতা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতি এলে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েই থাকে। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া। আর এ প্রসঙ্গে শনিবার সকালে খ।গপুরে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, গতবার প্রধানমন্ত্রী এখানে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) কোনও কথা বলেননি। এখন কিসের বাধ্যবাধকতা? শাহজাহান শেখের মতো নেতারা ধীরে ধীরে ইডি-র নজরদারিতে আসছে এবং দল ভেঙে পড়ছে। এজন্য তিনি নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করতে গিয়েছেন।

অবসর নিলেন হাওড়া জেলা প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শক প্রবীর কুমার পাত্র

কলকাতা, ২ মার্চ ঃ অবসর নিলেন হাওড়া জেলার প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শক প্রবীর কুমার পাত্র। তিনি অবসর নিলেন হাওড়ার প্রাইমারি শিক্ষা দপ্তর নিত্যধন মুখার্জি রোডের কার্যালয় থেকে। তার দীর্ঘ ৩০ বছরের পরিক্রমা শুরু হযেছিল দক্ষিণ দিনাজপুর শিক্ষা দপ্তর থেকে। এছাড়া তিনি স্কুল পরিদর্শক হিসেবে কাজ করেছেন উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকেও। তাছাড়া কাজ করেছেন কলকাতার বিকাশ ভবনেও।মৃদুভাষী প্রবীর বাবু শিক্ষার সঙ্গে সারাটা জীবন জড়িয়ে থাকলেও তিনি ধর্ম সংক্রান্ত বই পড়তে খুবই ভালোবাসেন। চাকরিতে থাকাকালীন অবসর পেলেই তিনি ধর্ম সংক্রান্ত বই নিয়ে. পড়াশুনা করেছেন। এবার তিনি অবসরে চান ধর্ম সংক্রান্ত বই নিয়ে. ডুব দিতে। তাছাড়া তিনি খুবই ভ্রমণ প্রিয়মানুষ। তাই তিনি মাঝে মধ্যে ঘর ছেড়ে চলে যেতে চান বহু দূরে।

করিমপুরে ডালপুরি খেয়ে দিনের শুরু মহুয়ার, প্রধানমন্ত্রীকেও খাওয়ার আমন্ত্রণ তৃণমূল নেত্রীর

নদিয়া, ২ মার্চ ঃ শনিবার তাঁর লোকসভা কেন্দ্র, কৃষ্ণনগরে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর এদিন সকালে মহুয়াকে দেখা গেল নদিয়ার করিমপুরের এক দোকানে ডালপুরি খেতে। তাঁর প্রিয় ডালপুরি খেয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মহুয়া। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে মহুয়া লেখেন, ' করিমপুরের রমেন ঘোষের দোকানের ডালপুরি দিয়ে সকাল শুরু হল। আমার খুব প্রিয়। প্রধানমন্ত্রী মোদীজি আসুন না একটু খেয়ে যান।''শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ কৃষ্ণনগর পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর জনসভা উপলক্ষে মানুষের ঢল নামে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেঃদু অধিকারী প্রমুখ। কৃষ্ণনগরের

তিপ্রাসা' চুক্তি স্বাক্ষরিত হতেই বড়মুড়ার অনশনস্থলে খুশির জোয়ার, বিজয়োল্লাসে মাতাল তিপ্রা মথার 'যোদ্ধা'রা

আগরতলা, ২ মার্চ ঃ বহু প্রত্যাশিত পদক্ষেপ, যা ত্রিপুরার রাজনৈতিক দৃশ্যপটে এক নতুন ইতিহাসের সূচনা করেছে ' চুক্তি। দিল্লিতে ' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে ব।মু।ার হাতাই কতরে অনশনস্থলে খুশির জুয়ার বইছে। বিজয়োল্লাসে মেতে উঠেছেন তিপ্রা মথার 'ত্রিপুরার প্রধান বিরোধী দল তথা জনজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক দল তিপ্রা মথা, ত্রিপুরা সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা, সাংসদ (রাজ্যসভা) তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব, বিজেপির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রভারী সম্বিত পাত্রা, জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, তিপ্রা মথা-র প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যো কিশোর দেববর্মার উপস্থিতিতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জনজাতিদের রাজনৈতিক অধিকার, ভূমির অধিকার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিচিতি, সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে স্বাক্ষরিত হয়েছে ' চুক্তি মোতাবেক একটি জয়েঃট ওয়ার্কিং গ্রুপ বা ত্রিপাক্ষিক কমিটি গঠন করা হবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই কমিটির তদারকিতে চুক্তি বাস্তবায়ন করা হবে। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন ত্রিপ্রা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষেদর সদস্য প্রদ্যো কিশোর মাণিক্য দেববর্মা, ত্রিপ্রা মথার সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খল, বিরোধী দলনেতা তথা তিপ্রা মথার নেতা অনিমেষ দেববর্মা, ত্রিপুরা সরকারের মুখ্যসচিব জেকে সিনহা এবং কেংদ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব পীযূষ গোয়েল।এদিকে, চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার খবর আসতেই বড়মুড়ার হাতাই কতরে আমরণ অনশনস্থলে জমায়েত তিপ্রা মথার কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে খুশির আবহ তৈরি হয়। তিপ্রা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যো কিশোর দেববর্মা দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ' বলেছিলাম খালি হাতে ফিরব না। আজ একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। সুতরাং উদযাপন করুন, তবে এতটা নয় যে আমরা জিতেছি। আমাদের আসল জয় হবে আগামীদিনে, যখন আমরা আমাদের ভূমি, সাংবিধানিক, রাজনৈতিক, ভাষা, অর্থনৈতিক অধিকার পূরণ করব। আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্যই আমি সফল হয়েছি।'প্রসঙ্গত, তিপ্রা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যো কিশোর দেববর্মা ব।মু।া পাহা। তথা হাতাই কতরে আমরণ অনশনে বসেছিলেন বুধবার। অনশনে বসার কিছু সময় পরই দিল্লি থেকে ফোন আসার পর তাঁকে দিল্লি যেতে হয়েছিল। সেখানে যাওয়ার পর শুক্রবার সন্ধ্যায় জরুরি ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা, মন্ত্রী বিধায়ক সহ তিপ্রা মথার অন্য নেতাদের দিল্লিতে তলব করা হয়। শনিবার দিল্লিতে তিপ্রা মথা, ত্রিপুরা সরকার এবং কেংদ্রীয় সরকারের মধ্যে ' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এখন ত্রিপুরার জনজাতিদের জন্য ' চুক্তি কী ধারণ করে এবং এটি রাজ্যের রাজনীতিতে কী ধরনের নতুন মাত্রা নিয়ে আসে তা দেখার বিষয়, মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে

নয়াদিল্লি,২মার্চ ঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স(এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটো আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও হন্টারটারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটো সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিঃদরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটো ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটো কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েরই ইটারঃটারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চঃিদ্রকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনর্বন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে

ঝাড়খণ্ডের দুমকায় স্পেনীয় মহিলাকে গণধর্ষণ! আইনশৃঙ্খলা নিয়ে ক্ষোভ বিজেপির

রাঁচি, ২ মার্চ ঃএক বন্ধুকে নিয়ে ঝাড়খণ্ডে বেড়াতে এসেছিলেন স্পেনীয় মহিলা। মারধর করে বন্ধুর সামনে থেকেই তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে ৭-৮ মিলে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঝাড়খণ্ডের দুমকার এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। দুমকার পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, এক স্প্যানিশ মহিলা অভিযোগ করেছেন, শুক্রবার রাতে তাঁকে হাঁসডিহা থানা এলাকায় গণধর্ষণ করা হয়। ওই মহিলার ডাক্তারি পরীক্ষা-সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ। ৩ জনকে আটক করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।পুলিশ সূত্রে খবর, দিন কয়েক আগে স্পেন থেকে ভারতে এসেছিলেন ওই স্পেনীয় মহিলা এবং তাঁর বন্ধু। ওই দুই পর্যটক ঝাড়খণ্ডে এসেছিলেন বৃহস্পতিবার। শুক্রবার দু'জনে মিলে দু'টি বাইক নিয়ে দুমকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর হাঁসডিহা থানার কুরমাহাট এলাকায় রাস্তার ধারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। রাত তখন ১০টা। স্পেনীয় মহিলার বন্ধু দাবি, তাঁরা দু'জনে যখন রাস্তার ধারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, সেই সময় ৭-৮ যুবক আসেন। অভিযোগ, ওই যুবকেরা তাঁদের দু'জনকে মারধর করতে শুরু করে। তার পর তাঁর সঙ্গীকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। বাধা দিতে গেলে তাঁকে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয়। মহিলাকে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ।

ভাঙন কবলিত এলাকায় গিয়ে স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী

তনুজ জৈন,মালদা,২ফেব্রুয়ারীঃ ভাঙন কবলিত এলাকায় গিয়ে স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী। দ্রুত ভাঙন রোধের কাজ শুরু না হলে লোকসভার আগে ভোট বয়কটের হুশিয়ারি। এদিকে ভাঙন সমস্যা নিয়ে অব্যাহত রাজনৈতিক তরজা। কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী।পাল্টা রাজ্যকে তোপ বিজেপি সাংসদের।হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ফুলহর নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অসংরক্ষিত অঞ্চলের রশিদপুর গ্রামে ভাঙ্গন এলাকায় বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন রাজ্যের বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক তজমুল হোসেন এবং হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও তাপস পাল।দ্রুত ভাঙ্গন রোধের কাজের দাবিতে মন্ত্রীকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। বিক্ষোভের ঘটনাটি ঘটে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গোবরাঘাট এলাকায়। মন্ত্রী কোনক্রমে সেখান থেকে চলে গেলেও বিডিওকে ভাঙ্গন কবলিত

এলাকা ঘুরে দেখতে বাধ্য করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের রশিদপুরে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কয়েকটি বাড়ি। দুপুরে সেখানেই ত্রান নিয়ে যান রাজ্যের ক্ষুদ্র কুটির শিল্পমন্ত্রী তাজমুল হোসেন এবং হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও তাপস কুমার পাল।ফেরার পথে গোবরাঘাট এলাকায় ফুলহর নদীর ভাঙন কবলিত এলাকা ঘুরে দেখার এবং ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান তৃণমূল কর্মী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। এবং ভাঙ্গন রোধ করতে প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্য বিডিও এবং মন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দা ও তৃণমূল কর্মী সমর্থকরাও।স্থানয়. বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রতিবছর ফুলহর নদীর ভাঙ্গনের প্রভাবে রশিদপুর এলাকা ভীষণ ভাবে ক্ষতি-গ্রস্ত হচ্ছে।রশিদপুর গ্রামের অনেকটা অংশই ধীরে ধীরে নদীর গর্ভে চলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেক কৃষকের জমিও নদীর তলায়.চলে গিয়েছে বলে তাদের দাবি। প্রশাসন এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে রশিদপুর গ্রাম জলের তলায় চলে যাবে। সাথে তাদের দাবি লোকসভার আগে ভাঙন রোধের কাজ শুরু করতে হবে। না তো কোন নেতা মন্ত্রী সাংসদ বিধায়ক কে এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না।এলাকার মানুষেরা জানান নদীর জল কমতেই আবার ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। আর কিছুটা ভাঙ্গন হলেই তাদের বাড়িও ফুলহারের তলায় চলে যাবে।কিন্তু এদিন মন্ত্রী কে ভাঙ্গন এলাকা পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি রাখেন নি। তাই আমরা মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক কর্তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছি। আমাদের এখন জীবন মরন সমস্যা। কিন্তু প্রশাসন আমাদের ব্যাপারে উদাসীন।যদিও বিক্ষোভের কথা মানতে চাননি মন্ত্রী তজমুল হোসেন। তিনি বলেন কোন বিক্ষোভ হয়নি। এর আগে তিনি রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিককে এই এলাকার ভাঙ্গন নিয়ে অবগত করেছিলেন এবং তার জেরে ভাঙ্গন রোধে কিছু কাজও হয়েছিল। তিনি এ বিষয়ে আবার রাজ্যে সেচ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন।সাথে তিনি কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করেন।তিনি বলেন এই কাজ মূলত কেন্দ্রের। কিন্তু কেন্দ্র সেই কাজ করছে না। অন্যদিকে যদিও পাল্টা রাজ্যকে তোপ উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু।তার দাবি ভাঙন সমস্যা নিয়ে তৃণমূলেরই কোনো হেলদোল নেই।না নিজেরা কাজ করছে না কেন্দ্রকে করতে দিচ্ছে।

বেঙ্গালুরুর ক্যাফেতে বিস্ফোরণে এফআইআর রুজু, কারণ নিয়ে এখনও ধন্দ!

বেঙ্গালুরু, ২ মার্চ ঃ বেঙ্গালুরুর হোয়াইটফিল্ড এলাকার রামেশ্বরম ক্যাফেতে বিস্ফোরণের ঘটনায় এফআইআর রুজু করেছে পুলিশ। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ও ৪৭১ ধারা এবং ইউএপিএ-র অধীনে ১৬, ১৮ এবং ৩৮-এর অধীনে এফআইআর নথিভুক্ত করেছে, এফআইআরে বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৩ এবং ৪ নম্বর ধারাও যুক্ত করা হযেছে। এদিকে, বিস্ফোরণের কারণ নিয়ে এখনও ধন্দে পুলিশ।শনিবার সকালে এনএসজি, বোম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড এবং স্থানীয় পুলিশের একটি দল বেঙ্গালুরুর হোয়াইটফিল্ড এলাকার রামেশ্বরম ক্যাফেতে বিস্ফোরণস্থলে তদন্ত চালায়। বেঙ্গালুরু সিপি জানিয়েছেন, রামেশ্বরম ক্যাফের ঘটনার তদন্ত পুরোদমে চলছে। বেশ কয়েকটি দল এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত বিভিন্ন লিড নিয়ে কাজ করছে। মামলার সংবেদনশীলতা এবং নিরাপত্তার উদ্বেগের কথা মাথায় রেখে মিডিয়াকে জল্পনা-কল্পনায় লিপ্ত না হওয়ার এবং সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।বেঙ্গালুরুর দ্য রামেশ্বরম ক্যাফেতে বিস্ফোরণের বিষয়ে.কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ জি পরমেশ্বরা বলেছেন, আমরা বেশ কয়েকটি দল গঠন করেছি। আমরা সিসিটিভি ফুটেজ থেকে কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অভিযুক্তদের গ্রেফতার করব। আমাদের টিম দুর্দান্ত কাজ করছে। বিস্ফোরণের জন্য একটি টাইমার ব্যবহার করা হযেছিল, এফএসএল টিম কাজ করছে।

আচমকাই আবহাওয়ার পরিবর্তন দিল্লিতে, বৃষ্টিতে ভিজল জাতীয় রাজধানী

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃআচমকাই আবহাওয়া বদলে গেল রাজধানী দিল্লিতে। শনিবার ভোররাত থেকেই বৃষ্টিতে ভিজেছে রাজধানী দিল্লি। দিল্লির ইন্ডিয়া গেট, গ্রেটার কৈলাশ এলাকা, জনপথ এলাকা বৃষ্টিতে ভিজেছে। বৃষ্টির সৌজন্যে রাজধানীর আবহাওয়া হয়ে উঠেছে মনোরম। রাজধানী দিল্লিতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি বেশি।ভোররাত থেকেই জাতীয় রাজধানী দিল্লির নানা অংশ হালকা বৃষ্টিতে ভিজেছে, কখনও কখনও হালকা হাওয়াও বইতে থাকে। সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন ছিল দিল্লির আকাশ। যাইহোক হালকা বৃষ্টিতেই স্বস্তি ফিরে পেয়েছে রাজধানী দিল্লি।

ভূমিধসে অবরুদ্ধ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক, রাজৌরিতে সমস্ত স্কুল বন্ধ

জম্মু, ২ মার্চঃজম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের একাধিক স্থানে ভূমিধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে প।ল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক। অবিরাম বৃষ্টির জন্য একাধিক ভূমিধসের কারণে শনিবার অবরুদ্ধ রাখা হয়েছে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। বানিহাল এবং রামবান সেক্টরের মধ্যে অবিরাম বৃষ্টির কারণে একাধিক ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে, তাই জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ রাখা হয়েছে।শনিবার সকাল থেকে কোনও যানবাহনকেই যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফলে গুরুত্বপূর্ণ এই স।কের উভয় দিকে দাঁ।িয়ে পড়েছে অসংখ্য গাড়ি। এদিকে, শনিবারই জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় স।কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি তেলের ট্যাঙ্কার, উধমপুরের এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ওই তেলের ট্যাঙ্কারের চালকের। খারাপ আবহাওয়ার কারণে শনিবার রাজৌরি জেলায় সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে।

১ ফুট পর্যন্ত তুষারপাত গুলমার্গে, জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্রই ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা

শ্রীনগর, ২ মার্চ ঃ নতুন করে তুষারপাতের সৌজন্যে আবারও বরফের চাদরে ঢাকা প।ল গুলমার্গ, তুষারপাত হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের অন্যান্য অংশেও। শুক্রবার রাত থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের সমতলে বৃষ্টি ও পাহা।ে তুষারপাত হয়েছে। শ্রীনগরে শনিবার সকালেও হালকা বৃষ্টি হয়েছে। গুলমার্গে ১ ফুট পর্যন্ত তুষারপাত হয়েছে। শ্রীনগরে বৃষ্টি হয়েছে ২০.৫ মিলিমিটার, পহেলগামে ২৭.৫ মিলিমিটার, জম্মুতে ৬.৭ মিলিমিটার।বৃষ্টি ও তুষারপাতের পর জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্রই তাপমাত্রার পারদ চ।ছে। শ্রীনগরে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে মাইনাস ২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং জম্মুতে ১৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৩ মার্চ পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের নানা অংশে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

নজরে মলদ্বীপ,নতুন নৌঘাঁটি বানাবে ভারত, সাগরে নজর রাখতে এ বার লক্ষদ্বীপে যাচ্ছে

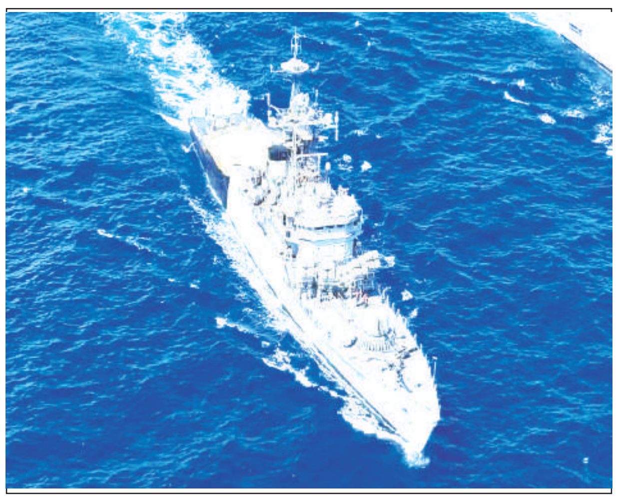

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মভারত মহাসাগরে নজরদারি আরও জোরদার করতে চাইছে নয়াদিল্লি। সেই ভাবনা থেকে লক্ষদ্বীপে নতুন নৌঘাঁটি তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এই লক্ষ্যে পরের সপ্তাহেই রণতরী, ' জটায়ু'.কে মোতায়েন করা হবে লাক্ষাদ্বীপে। লাক্ষাদ্বীপের মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জে এই নতুন ঘাঁটি তৈরি করবে নৌবাহিনী। এই নয়া নৌঘাঁটি মূল কাজ হবে, ভারত মহাসাগরে প্রতিপক্ষ নৌসেনার কার্যকলাপের উপর নজর রাখা। প্রসঙ্গত, অতি সম্প্রতি চিনের একটি গবেষণা জাহাজ মলদ্বীপের রাজধানী মালেতে এসেছিল। সেই জাহাজটি এখনও মলদ্বীপের জলসীমার মধ্যেই রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর আগে, শ্রীলঙ্কায় আসতে চেয়েছিল জাহাজটি। কিন্তু, ভারতের পরামর্শ মেনে এই বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিল কলম্বো। নৌবাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, হাতো গোনা কয়েকজন নৌসেনা কর্তা এবং কর্মীদের নিয়ে এই ঘাঁটি চালু করা হবে। পরে, ধীরে ধীরে এর ক্ষমতা বাড়িয়ে এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ নৌঘাঁটিতে পরিণত করা হবে।ভএই নৌঘাঁটি ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ভারতীয় নৌসেনার উপস্থিতি জোরদার করবে বলে আশা করা হচ্ছে। পরের সপ্তাহেই ভারতীয় নৌসেনার দুই বিমানবাহী রণতরী, আইএনএস বিক্রমাদিত্য এবং আইএনএস বিক্রান্তে নৌসেনা কমান্ডারদের এক সম্মেলন হওয়ার কথা। সেই সম্মেলনেই নয়া নৌঘাঁটি স্থাপনের বিষয়টি নিয়ে আলোতনা করা হবে। জানা গিয়েছে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে ভারতীয় নৌসেনার যে আইএনএস বাজ ঘাঁটি রয়েছে, প্রাথমিকভাবে আইএনএস জটায়ুও ভারত মহাসাগরে ওই ঘাঁটির মতোই ক্ষমতা দেবে ভারতীয় নৌসেনাকে। একইসঙ্গে, লাক্ষাদ্বীপের কাছে টহল দেবে বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রমাদিত্য এবং আইএনএস বিক্রান্ত। এই প্রথম, আইএনএস বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে আইএনএস বিক্রমাদিত্য টুইন ক্যারিয়ার অপারেশনে অংশ নেবে। মলদ্বীপ থেকে মাত্র ৫০ মাইল দূরে তৈরি হবে এই ঘাঁটি। ফলে, এই ঘাঁটির কৌশলগত অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।ভ আগামী সপ্তাহে কেরলের কোচিতে একটি অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী এমএইচ-৬০ রোমিও মাল্টিরোল হেলিকপ্টারকে মোতায়েন করবে বাহিনীতে। ৪ মার্চ, গোযার নৌযুদ্ধ কলেজ ভবনের উদ্বোধন করা হবে। এর আগে, বিশাখাপত্তনমে এক্সারসাইজ মিলানে অংশ নিয়েছিল আইএনএস বিক্রমাদিত্য এবং আইএনএস বিক্রান্ত। বঙ্গোপসাগরে, ভারতের নেতৃত্বে ৫০টি দেশের নৌবাহিনী অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে বেশ কিছু বাহিনী রণতরী নিয়ে যোগ দিয়েছিল, বাকিরা রণতরী ছাড়াই যোগ দিয়েছিল। এই অনুশীলনের মূল লক্ষ্য ছিল, ভারত মহাসাগর অঞ্চলে চিনের সম্প্রসারণবাদকে রুখতে সমমনস্ক দেশগুলির নৌবাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সাধন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩মার্চ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৯ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদে৪শঃ১৯ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৯ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার চারপাশের মানুষের সম্প্রসারিত সমর্থন আপনাকে খুশি করবে। অর্থ-সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে আপনার স্ত্রী স্ত্রীর সাথে আপনার বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **বৃষভ রাশিঃ**অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা আপনার জীবনকে রসকষহীন করে তুলতে পারে। এগুলির হাত থেকে মুক্তি **মিথুন রাশিঃ**সীমাহীন শক্তি ও উদ্যম আপনাকে চেপে ধরবে এবং আপনি যে কোন প্রদত্ত সুযোগ আপনার সুবিধামত কাজে লাগাবেন। আপনার ভ্রমণ হবে। **কর্কট রাশিঃ**আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় .রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান **সিংহরাশিঃ**কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিযোগ করে থাকেন **কন্যারাশিঃ**আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন **তুলারাশিঃ**মেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে **ধনু রাশিঃ** আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ **মকর রাশিঃ**সুখী জীবনের স্বার্থে নিজের একগুঁয়েমি দূর করুন, এরফলে নিছক সময় নষ্ট হয়। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। **মীন রাশিঃ**প্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হয়ে যাওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে। কোন দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের

রাতের শহরে বাঁকড়ায় ভয়াবহ আগুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চঃ রাতের শহরে বাঁকড়ায় ভয়াবহ আগুন। হাওড়া বাঁকড়ার দোতলা এলাকার একটি কারখানায় শুক্রবার রাতে ভয়াবহ আগুন লাগে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন যায় ঘটনাস্থলে। জানা গেছে, হাওড়া আমতা রোডের উপর কারখানায় অফিস রুমে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলের আশপাশে বেশ কিছু কারখানা ও বাড়ি থাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয়রা তড়িঘড়ি দমকলে খবর দেন। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রায় আধ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকল সূত্রের খবর, হতাহতের খবর নেই। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগুনে ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

রেশন-দুর্নীতি মামলায় দ্বিতীয় চার্জশিট দাখিলে উদ্যোগী ইডি

কলকাতা, ২ মার্চ ঃ রেশন দুর্নীতি মামলায় দ্বিতীয় চার্জশিট দিতে চলেছে ইডি। আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবার চার্জশিট দেওয়ার সম্ভবনা। বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান শঙ্কর আঢ্য এবং তাঁর বিভিন্ন ফরেক্স সংস্থার বিরুদ্ধে চার্জশিট দেবে ইডি। শঙ্কর ছাড়াও, তাঁর পরিবারের আরও কয়েকজনের নাম চার্জশিটে উল্লেখ থাকার সম্ভবনা। নাম উল্লেখ থাকার সম্ভবনা ফরেক্স ছাড়াও শঙ্কর ও তাঁর পরিবারের আরও কয়েকটি কোম্পানির। সূত্রের খবর, রেশন দুর্নীতির টাকা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হাত থেকে কীভাবে শঙ্করের মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়েছে তাঁর উল্লেখ থাকছে চার্জশিটে।

উল্লেখ থাকবে দুবাইতে যে সংস্থায় রেশন দুর্নীতির টাকা লগ্নি করা হয়েছে তাঁর নামও। এর আগে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং বাকিবুর রহমানের বিরুদ্ধে রেশন দুর্নীতিতে চার্জশিট দিয়েছে ইডি। রেশন দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বাকিবুর রহমানের বিরুদ্ধে প্রথম চার্জশিট জমা দিয়েছে ইডি। সেখানে অন্তত ২০ হাজার কোটি টাকা রেশন দুর্নীতি মামলায় বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলে ইডি চার্জশিটে উল্লেখ করেছে। ইডি-র দাবি, সেই টাকা শঙ্কর আঢ্য নামে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। সেই সূত্রেই শঙ্করকে গ্রেফতার করা হয়।

লকআপের মধ্যে বান্ধবীকে টেনে সপাটে চড় মারলেন কোন্নগরের শিশু খুনে অভিযুক্ত শান্তা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২ মার্চঃ লকআপের মধ্যে বান্ধবীকে টেনে সপাটে চড় মারেন শান্তা। আর তা থেকেই তদন্তকারীরা মনে করছেন, সন্তান খুনে অভিযুক্ত মা শান্তার কোনওভাবে বিরক্তি জন্মেছে তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী-প্রেমিকা ইফফাত পারভিনের ওপর। সেটা হতে পারে সন্তানকে খুনের নৃশংসতা দেখে। কোন্নগরে শিশু খুনে অভিযুক্ত মা ও বান্ধবীর ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল শ্রীরামপুর আদালত।

ন'দিনের পুলিশ হেফাজত শেষে শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হয় শিশুর মা ও তাঁর বান্ধবীকে। শিশুর মা শান্তা শর্মা দাবি করেন, তিনি কিছু জানেন না। বান্ধবী তাঁর সন্তানকে খুন করেছে কিনা সে প্রশ্নেও নিরব থাকেন। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, থানা লকআপে বান্ধবী ইফফাত পারভিনকে সপাটে চড় মারেন শান্তা শর্মা। কোন্নগর কানাইপুরে একটি দু কাঠা জমি কিনেছিলেন শান্তা। সেই জমি বিক্রি করে ফ্ল্যাট কিনে দুজনে থাকার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। স্বামী পঙ্কজের মাথার টাক পছন্দ ছিল না শান্তার। বান্ধবী ইফফাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বাধা হচ্ছিল সন্তান। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোককে শিক্ষা দিতে সন্তানকে খুনের পরিকল্পনা করে মা, এমনই মনে করছে তদন্তকারীরা। আর বান্ধবী ইফফাতকে দিয়ে সেই পরিকল্পনার রূপ দেন। তবে শিশু খুনে যে নৃশংসতা দেখা গিয়েছে, তাতেই হয়ত প্রিয় বান্ধবীর প্রতি বিরক্ত শান্তা। লকআপে তার আচরণে তেমনই মনে হয়েছে তদন্তকারীদের। কোন্নগর আদর্শ নগরের পঙ্কজ ও শান্তা শর্মার আট বছরের শ্রেয়াংশুকে নৃশংসভাবে খুন করা হয় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়িতে কেউ ছিল না। টিভি দেখছিল শ্রেয়াংশু। মাথায় থান ইট দিয়ে আঘাত করে মূর্তি দিয়ে মেরে ছুরি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। ঘটনার চার দিন পর গ্রেফতায় হয় শিশুর মা ও বান্ধবী। অভিযুক্তদের আইনজীবী সৈকত মন্ডল বলেন, যেহেতু ৩০২ ধারায় খুনের মামলা। তাই শ্রীরামপুর আদালত জামিন দেয়নি।

আইনজীবীর দাবি,অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি পুলিশ। ফোন আর সিসিটিভি দেখিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে যে অভিযুক্তরাই দোষী। সরকার পক্ষের বিশেষ আইনজীবী অরুণ আগরওয়াল বলেন, ''তদন্তকারী অফিসার সঠিক তদন্ত করছেন। মামলাটার জন্য প্রচুর খেটে তথ্য প্রমাণ জোগাড় করেছেন।দু বছর আগের কল রেকর্ড,পিসির সময় একটা রক্তমাখা রুমাল পেয়েছেন।আরও অনেক কিছু সিজ করেছেন।সঠিক দিশায় আছে এই তদন্ত। মামলার সরকারি আইনজীবী সুদীপ সরকার জানান, অভিযুক্তদের পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন একটি রক্তমাখা রুমাল পাওয়া গিয়েছে ঘটনাস্থলের কাছে। ইফফাত পারভিনের দেখানো জায়গা থেকে। এছাড়া বেশ কিছু জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।সিআইডি ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করেছিল আদালতে অভিযুক্তদের আঙুলের ছাপ নিয়ে তা মিলিয়ে দেখা হবে। সিসিটিভি তে ইফফাত পারভিনকে হেঁটে যেতে দেখা গিয়েছে।সেটাও দেখা হবে। ওই দিন কোন্নগরে এসেছিলেন ইফফাত। তদন্ত এখনো চলছে।

জয়নগরে উদ্ধার বোমাগুলি নিস্ক্রিয় করলো বোম স্কোয়াডের টিম

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২ মার্চঃ বেশ কিছু দিন ধরে জয়নগর থানা এলাকাকে অপরাধ মুক্ত করার কাজ করে চলেছে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল।আর এই কাজ করতে গিয়ে কিছু দিন ধরে বেশ কয়েকটি বোমা ও উদ্ধার হয় থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে। আর শনিবার দুপুরে বোম স্কোয়াডের টিম এসে সেই উদ্ধার হওয়া বোমা গুলি নিস্ক্রিয় করে জয়নগর থানার ময়লাপোতা সংলগ্ন নির্জন এলাকার একটি মাঠে গিয়ে।আর এদিন এই কাজে বোম স্কোয়ার্ডের কর্মীদের সাথে ছিলেন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিক, জয়নগর মজিলপুর দমকলের কর্মীরা, পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ আরো অনেকে।পুলিশ সূত্রে জানা গেল, এদিন উদ্ধার হওয়া মোট ১৬ টি বোমাকে নিস্ক্রিয় করে বোম স্কোয়ার্ডের কর্মীরা। আর এদিন এই কাজের সময় যাতে কোনো অঘটন না ঘটে সেই কারনে বুড়োরঘাট ময়দা রোডে পর্যায়ক্রমে যান নিয়ন্ত্রন করে জয়নগর থানার পুলিশ। তবে দূর থেকে বোম নিস্ক্রিয় করার কাজ দেখতে উৎসুক ছিলো সাধারন মানুষ।

১২ হাজার মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ ঠিক করতে শনিবার বসল আদালত, নজিরবিহীন

কলকাতা, ২ মার্চ ঃ ১২ হাজার মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ ঠিক করতে নজিরবিহীনভাবে শনিবার বসল আদালত। কলকাতা হাই কোর্ট। বেলা দুটো থেকে বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরির ডিভিশন এই মামলার শুনানি করতে শুরু হয়। রাত পোহালে রবিবার মাদ্রাসা বোর্ডের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা দেওয়ার কথা ১ লক্ষ ৭৪ হাজার প্রার্থীর। নানান রকম ত্রুটি দেখিয়ে প্রায় ১২ হাজার শিক্ষক পদপ্রার্থীর পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ কেড়ে নিয়েছে মাদ্রাসা নিয়োগ বোর্ড। বোর্ডের এই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছেন কয়েকশো প্রার্থী। সেই আবেদন শুনানির জন্য এদিন ডিভিশন বেঞ্চ বসে কলকাতা হাই কোর্টে। রবিবার পরীক্ষা হয়ে গেলে এই মামলার আর কোনও যৌক্তিকতা থাকবে না বলেই জরুরি ভিত্তিতে এই শুনানির ব্যবস্থা। কেন বাতিল হয়েছে ১২ হাজার আবেদন? কমিশনের তরফে ২৭৩ পাতার এক বিজ্ঞপ্তিতে মাদ্রাসার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকস্তরে আবেদনকারী প্রার্থীদের নাম, আবেদন আইডি এবং আবেদন বাতিলের কারণও কী, তা জানানো হয়েছে। চারটি কারণে আবেদনপত্র খারিজ করা হয়েছে, প্রথমত, একজন নিয়োগের একাধিক আবেদন করেছেন। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা স্নাতকস্তরের নম্বর উল্লেখ করেননি। তৃতীয়ত, মাদ্রাসায় যে ভাষায় পড়ানো হয়, সেই মাধ্যমের সঙ্গে প্রার্থীদের ভাষাই নাকি ম্যাচ করেনি। চতুর্থত, প্রার্থীদের স্নাতকে প্রাপ্ত নম্বর ৫০ শতাংশের কম এবং বিএড-এর তারিখ অবৈধ। যদি কমিশনে এহেন দাবি নিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের আপত্তি রয়েছে। তা নিয়েই মামলা হয় হাই কোর্টে। এদিন সেই আর্জিরই জরুরি শুনানি হয়।

জরাজীর্ণ বাড়ির মধ্যে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২ মার্চঃ কালনা থানার অন্তর্গত বড় মিত্র পাড়া এলাকায় একটি জরাজীর্ণ বাড়ির মধ্যে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। এদিন শনিবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ কালনা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে কালনা হসপিটালে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে আসে। জানা গিয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম নারায়ন ভট্টাচার্য্য। স্থানীয় এলাকার নিজেরই একটি জরাজীর্ণ বাড়ির মধ্যে থাকতেন। তার মানসিক একটু সমস্যাও ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে এদিন শনিবার বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত কালনা মহকুমা হসপিটালে তার পরিবারের কেউই হাজির হয়নি। স্থানীয় এলাকাবাসীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি ওই বাড়িতে একাই থাকতেন, কখনো স্থানীয়দের কাছ থেকে চেয়ে খাবার খেতেন কখনো বা নিজে কোন কিছু কিনে খেতেন। গত দুদিন ধরে তার খোঁজ না মেলায়, স্থানীয় বাসিন্দারা ওই বাড়িতে উঁকি মেরে দেখতেই তাকে অসার অবস্থায় সেখানে পড়ে থাকতে দেখেন। এরপরই পুলিশ দেহ উদ্ধার করে কালনা হসপিটাল নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে তাকে। শারীরিক অসুস্থতা থেকেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের।

ফারাক্কা আঞ্জুমান এসলাহুল মোসলেমিন সমিতির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে শনিবার একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন সাঁকোপাড়া হল্ট সংলগ্ন অর্জুনপুর প্রোগ্রেসিভ কোচিং সেন্টারে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে ১১ জন মহিলাসহ মোট ১৬৫ জন রক্তদান করেন। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কা আঞ্জুমান এসলাহুল মোসলেমিন সমিতির সম্পাদক লাল মহম্মদ বিশ্বাস, ফরাক্কা থানার আইসি নীলোৎপল মিশ্র, অর্জুনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিনা বিবি, চিকিৎসক মহম্মদ মনিরুদ্দিন, সমবায় সমিতির ম্যানেজার মোশাররফ হোসেন, প্রধান শিক্ষক সোহরাব আলি, অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মোসারাফ হোসেন সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনের।

হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী ঘোষিত হল রথীন চক্রবর্তীর নাম

দুরন্ত বার্তা,হাওড়া ২ মার্চঃ হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে ঘোষিত হলো ডাঃ রথীন চক্রবর্তীর নাম। ২০২৪এর লোকসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপি তাদের প্রার্থীদের যে প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্র থেকে ডাঃ রথীন চক্রবর্তীর নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। ডাঃ রথীন চক্রবর্তী একজন স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। তিনি ২০১৩ সালে রাজনীতিতে আসেন এবং একই সময়ে ২৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনে জয়ী হন। তিনি পুরসভার মেয়র নির্বাচিত হন। তিনি ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন। গত ২০২১এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তবে তৃণমূল প্রার্থী মনোজ তিওয়ারির কাছে তিনি পরাজিত হন। ডাঃ রথীন চক্রবর্তী জানান, এবার তিনি জনতার মন জয় করার চেষ্টা করবেন। তিনি হাওড়ার শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কারখানার অবস্থার উন্নতির জন্য আরও প্রচেষ্টা করবেন।

নারিকেল বাড়ে অনুষ্ঠিত হলো হাওড়া জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ মার্চঃ শ্যামপুরের নারিকেল বাড়ে অনুষ্ঠিত হলো হাওড়া জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতা ও বডি বিল্ডিং প্রদর্শনী। শনিবার সকাল ১০টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয় হাওড়া জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতা ও বডি বিল্ডিং প্রদর্শনী। প্রতিযোগীতার উদ্বোধন করলেন হাওড়া জেলা পরিষদের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ শ্রীধর মন্ডল, উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন শরীর গঠনের জন্য যোগাসন ও বডি বিল্ডিং এর বিকল্প নেই, শ্যামপুরের নারিকেল বাড় বিবেকানন্দ যোগ শিক্ষা আরোগ্য নিকেতন নিরলসভাবে শরীর শিক্ষার কথা মাথায় রেখে এলাকায় যোগশিক্ষার প্রসারিত করে চলেছেন, এবং হাওড়া জেলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার জন্য আগামী দিনে আরো বেশি করে এলাকায় যোগশিক্ষার প্রসারিত হবে। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্যা মন্দিরা মন্ডল,শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃন্ময় মান্না, নারিকেল বাড় বিবেকানন্দ যোগশিক্ষা আরোগ্য নিকেতনের সম্পাদক সমরেশ পাল,অমিত মান্না মনোরঞ্জন অধিকারী প্রমুখ।

নতুন রূপে সুসজ্জিত শরৎ সদন প্রাঙ্গনের শিলান্যাস করলেন মন্ত্রী অরূপ রায়

দুরন্ত বার্তা,হাওড়া ২ মার্চঃ রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়ের বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থানুকূল্যে এবং হাওড়া পুরনিগমের উদ্যোগে নতুন রূপে সুসজ্জিত হাওড়া শরৎ সদন প্রাঙ্গনের শুভ শিলান্যাস হলো শনিবার সন্ধ্যায়। শরৎ সদন প্রাঙ্গনে এই কাজের শিল্যান্যাস করেন মন্ত্রী অরূপ রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার পুর প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী, উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী, প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য বাপী মান্না, মনজিৎ রাফেল, অনুপ চক্রবর্তী, দিলীপ ঘোষ, পুর কমিশনার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। কার্যত মেট্রো চালু হলে কার্যত চেহারা বদলে যাবে হাওড়া ময়দানের। বিভিন্ন গাছের বাগান, ঝরনা, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো এবং ওপেন এয়ার থিয়েটার থাকবে হাওড়া ময়দান এলাকায়। অরূপ রায় বলেন, এদিন এই কাজের শুভ শিলান্যাস হলো। আগামী দিনে সৌন্দর্য্যায়ণের কাজ সম্পূর্ণ হলে হাওড়া ময়দান শরৎ সদন প্রাঙ্গনের চেহারা বদলে যাবে।

যাদবপুরে এবারের প্রার্থী কে

প্রথম পাতার পর

সামনি হয়ে বলতে পারতেন না, তাই চিঠিতে লিখেছেন এ সব তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী ১৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা ভবনে দেখা করতে বলেন। সূত্রের খবর, সে দিনও তারকা সাংসদের গলায় ছিল ক্ষোভের সুর। সাংসদ থাকাকালীন দিনের পর দিন নাকি অপমানের শিকার হয়েছেন তিনি। তাঁকে ভুগতে হচ্ছে মানসিক যন্ত্রণায় সরাসরি তিনি সে কথা জানান মুখ্যমন্ত্রীকে। মিমির সমালোচকদের কথাও বিশদে শুনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মিমির বক্তব্য অনেকটাই সঠিক দলেরই একাংশ সেভাবে সহযোগিতা করেননি তাঁর সঙ্গে। যদিও তাঁর দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহার নিয়ে এলাকায় উল্লেখযোগ্য অভিযোগ ওঠেনি। যেটা উঠেছে অনন্যা ব্যানার্জিকে নিয়ে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাত্ করে সুসম্পর্ক তৈরি করেছেন অনন্যা। রাজপথে মিছিলের প্রায় পুরোভাগে হেঁটেছিলেন একসময়ের 'মিস ক্যালকাটা'। সম্প্রতি দুটি ছায়াছবিতে অভিনয়ও করেছেন। সূত্রের খবর, তাঁর প্রার্থীপদের যৌক্তিকতা বিবেচনা হচ্ছিল কিন্তু অনন্যার বিভিন্ন ভাবে উপার্জনের অভিযোগ নানা সূত্রে গিয়েছে কালীঘাটে এলাকাতেও যা ছড়িয়েছে বিশেষভাবে। বিষয়টি ভালভাবে নেয়নি দলীয় নেতৃত্ব। এ রকম একটা অবস্থায় গত ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতা পুরসভার বাজেট অধিবেশনে বিরোধীদের আক্রমণ করতে গিয়ে অনন্যার বিরুদ্ধে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ঠ হইচই হয়। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তৃণমূলেরও এক কাউন্সিলর। ক্ষুব্ধ হন খোদ দলনেত্রী। তিনি এই ক্ষোভের কথা জানান মেয়রকে। মেয়র তা সংবাদমাধ্যমের কাছে শিকার করেন। এর ঠিক পরেই প্রকাশ্যে আসে মিমির প্রার্থী না হওয়ার সম্ভাবনার কথা। তা জেনে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য এক্স হ্যান্ডলের লেখেন, অনন্যা ব্যানার্জি কোনও সাধারণ কাউন্সিলর নন তিনি ২০১৯ সালে যাদবপুর লোকসভা আসনে প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। মিমি চক্রবর্তী স্থানীয় টিএমসি সমর্থকদের কাছ থেকে হয়রানির অভিযোগে পদত্যাগ করার পরে ২০২৪ সালে অনন্যা প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পছন্দ হতে পারেন। তাঁর ঘৃণ্য বক্তব্য টিএমসি নেতৃত্বের মনের প্রতিফলন বেশ কয়েকটি জাতীয় মেধাবৃত্তির অধিকারী- শুভম নামে এক নেটনাগরিক এক্স হ্যান্ডলে এর প্রেক্ষিতে ভিডিও দাখিল করে লেখেন। অনন্যা ব্যানার্জি বারবার অপরাধ করেন। এর আগে তিনি ১০০ ঘন্টা বিদ্যুত্ বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রতিবাদী এক যুবককে চড় মেরেছিলেন। এখানে তার ভিডিওটি তাঁর অশ্লীল মন্তব্য প্রমাণ করে। তবে বিশ্বাস করুন যে তিনি আবার কলকাতার একজন মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হওয়ার জন্য লোকসভা টিকিট দিয়ে পুরস্কৃত হবেন। সমাজমাধ্যমে অনন্যা সম্পর্কে এই সব মন্তব্যে অস্বস্তিতে পড়ে তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও অনন্যা-অনুগামীদের দাবি, রাজনীতিতে নাম করলে এসব অভিযোগ উঠবেই। সূত্রের খবর, যাদবপুরে এর আগে তৃণমূলের সৌজন্যে কৃষ্ণা বসু, সুগত বসুর মত ব্যক্তিত্বরা লোকসভায় প্রার্থী হয়ে জিতেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষ দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তোলেননি। কিছু বিতর্ক যদিও হয়েছিল কবীর সুমন সাংসদ হওয়ার পর। এবার তাই লোকসভা ভোটে যাদবপুরের প্রার্থী নির্বাচনে বাড়তি সতর্কতা নিতে চায় তৃণমূল। এই কেন্দ্র থেকেই সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মত ওজনদার সিপিএম নেতাকে লোকসভা ভোটে হারিয়ে ১৯৮৪ সালে রাজনৈতিক জয়যাত্রা শুরু করেছিলেন তত্কালীন কংগ্রেসের আনকোরা নতুন মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৪-এ তার চার দশক পূর্ণ হল । এই চার দশকে তাঁর জয়যাত্রা অব্যাহত যাদবপুরের গণ্ডী ডিঙিয়ে হারিয়ে উঠেছেন জাতীয় নেত্রী। এই অবস্থায় সব মিলিয়ে, মূলত ভাবমূর্তির প্রশ্নে মিমি এবং অনন্যাকে প্রার্থী না করার পথেই এগোতে চায় তৃণমূল। কারণ, এখনও তৃণমূলনেত্রীর মনের মণিকোঠায় রয়েছে যাদবপুর তাঁর প্রার্থীচয়ণ মানুষকে আঘাত দিলে সেটা ভুঝি ফিরে আসে তাঁরই কাছে।

ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র প্রতীক্ষালয় ও জনসংযোগ সহায়তা কেন্দ্র উদ্বোধন

নববারাকপুর, ২ মার্চ ঃ শনিবার বিকেলে ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে উদ্বোধন হল জনসংযোগ ও সহায়তা কেন্দ্র তৎসহ রবীন্দ্রনাথ প্রতীক্ষালয়। ফিতে কেটে প্রতীক্ষালয় উদ্বোধন করেন সাংসদ সৌগত রায়। সাংসদ বলেন বিডিও অফিসে বিভিন্ন পঞ্চায়েতের মানুষ নানাবিধ পরিষেবা সুবিধা পেতে অংশগ্রহণ করেন। নতুন নতুন প্রকল্প চালুর সরকারি পরিষেবা পেতে মানুষ ভীড় জমায় বিডিও অফিসে।সাধারণ মানুষের বসার কোন নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে সুযোগ সুবিধা সহজে পৌছে দিতে রবীন্দ্রনাথ নামাঙ্কিত প্রতীক্ষালয় উদ্বোধন হল।বড় ভূমিকা পালন করল ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা।বিভিন্ন পঞ্চায়েতের গরীব মানুষের সুবিধা হবে সহায়তা কেন্দ্র থেকে পরিষেবা পেতে। একশ দিনের কাজে পিছিয়ে পড়া মহিলারা ও সহজেই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে এই সহায়তা কেন্দ্র থেকে। বাঙালির তিনজন আইকন। রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। এই সব মহান মনীষিকে শ্রদ্ধা জানান জীবনাদর্শ ভাবনা চিন্তা তুলে ধরা আমাদের সকলের দায়িত্ব কর্তব্য। গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের দন্ডায়মান মূর্তি বসানো হয়েছে। আজ রবীন্দ্রনাথের নামে প্রতীক্ষালয়। এর থেকে ভালো কাজ আর কিছু হতে পারে না। ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরে বিডিও অফিসের চেহারা পাল্টে দিয়েছে।পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত সমিতি গঠন হবার পর প্রথম বোর্ড মিটিং এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামবাসীরা রোদ জল ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে সরকারি পরিষেবা নিতে ভীড় করত। ছিল না কোন বসবার জায়গা। তাদের কথা চিন্তা করে আজ উদ্বোধন হল রবীন্দ্রনাথের নামে প্রতীক্ষালয়। এর ফলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন। খুব শীঘ্রই বিডিও অফিস লাগোয়া জরাজীর্ণ উদ্যানের নবরূপে সুসজ্জিত আধুনিকিকরন ও সৌন্দর্যায়ন করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হবে। বাচ্চাদের দৃষ্টিনন্দন ও মনোরঞ্জন পার্কের উদ্বোধন হবে। মুখ্যমন্ত্রী বার বার প্রমাণ করেছেন কথা দিয়ে কথা রাখেন। কর্মীরা সেই কথাই বাস্তবায়িত করলাম। জনসংযোগ ও সহায়তা কেন্দ্র চালু করা হল। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা গ্রামবাসীদের অভাব অভিযোগ শুনে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে।দোরগোড়ায় লোকসভা নির্বাচনে একটাই কাজ ২০১১-২৪ পর্যন্ত জঙ্গলমহল থেকে পাহাড় পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর জনমুখি বাস্তবায়িত প্রকল্প গুলির পরিষেবা সুবিধা মানুষের কান অবধি পৌঁছে দিতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর ২ উন্নয়ন ব্লকের আধিকারিক সারওয়ার আলি, যুগ্ম বিডিও ইন্দ্রজিৎ মন্ডল,পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি জনাব সুকুরালি পুরকাইত,জেলা পরিষদের সদস্য পংকজ বিশ্বাস, বন্দিপুর পাতুলিয়া, মোহনপুর, শিউলি, বিলকান্দা ১ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উপপ্রধান সহ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জেলা পরিষদের সদস্যরা।

গ্রাম সভায় ১০০ দিনের বকেয়া মজুরি প্রাপকদের শ্রমের সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা,হুগলি ২ মার্চঃ কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের বকেয়া দুই বছরের মজুরি জব কার্ড ধারীদের না দেওয়ার ফলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজস্ব তহবিল থেকে ৩৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। ইতিমধ্যেই জব কার্ড ধারীদের অ্যাকাউন্টে সেই টাকা পৌঁছতে শুরু করেছে। যারা ইতিমধ্যেই ওই টাকা পেয়েছেন তাদের সাথে নিয়ে শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এক বিশেষ গ্রাম সভার আয়োজন করে। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন হরিপালের

হুগলি

বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না, জেলা পরিষদ সদস্য ফিরদৌসী বেগম, শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান যথাক্রমে অর্চনা কোলে এবং সঞ্জয় ধারা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে আদায়ের জন্য দীর্ঘ আন্দোলনের পরেও কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দেয়ায় মুখ্যমন্ত্রী তার নিজস্ব তহবিল থেকে বকেয়া টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। আজ সেই টাকা পেয়ে মানুষ অত্যন্ত খুশি তাই তাদের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর দেয়া শ্রমের সম্মানপত্র তুলে দেয়া হলো। জানা গেছে এই পঞ্চায়েতের ৫৪৩ জন শ্রমিক তাদের বকেয়া ১০০ দিনের কাজের মজুরি পাচ্ছেন।

শ্যামপুর ২ নং ব্লক অফিসের অডিটোরিয়াম হলে শুরু হল ২৬ তম তপোবন উৎসব- ২০২৪

দুরন্ত বার্তা,হাওড়া, ২ মার্চঃ হাওড়া জেলার একেবারে শেষ তথা দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত শ্যামপুরকে সংস্কৃতি মুখর তথা শ্যামপুর থানার নব প্রজন্মকে কলা বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রামনগর তপোবন বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার প্রাক লগ্ন থেকে বিভিন্ন ধরনের কলা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে একের পর এক নতুন ধারার প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে শ্যামপুরকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ করে এসেছে এই তপোবন বিদ্যালয়। প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও গত ২ রা মার্চ শ্যামপুর ২নং ব্লক প্রশাসনের অডিটোরিয়াম হলে পতাকা উত্তোলন, উদ্বোধনী সংগীত, ও মঙ্গল দ্বীপ প্রজ্বলনের

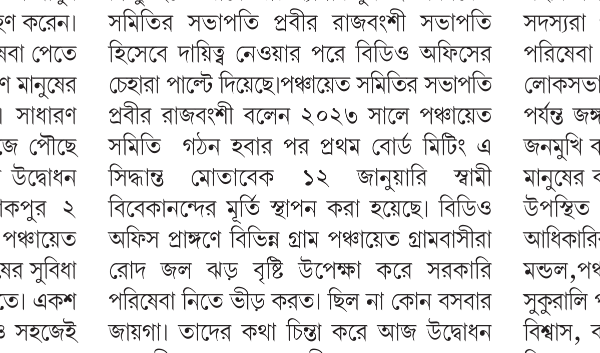

মধ্য দিয়ে শুভ সূচনা ঘটলো ২৬ তম তপোবন উৎসবের। সেই সঙ্গে উদ্ধোধন ঘটে তপোবন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা অলঙ্কিত বিশাল আর্ট গ্যালারির।উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর ২নং ব্লক প্রশাসক সঞ্জু গুহ মজুমদার, স্থানীয় পঞ্চায়েতে উপপ্রধান আশীষ কাপরী সহ একাধিক সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজন। অঙ্কন, আল্পনা, সঙ্গীত, নৃত্য আবৃত্তি,হস্তাক্ষর, প্রবন্ধ, ওপেন কুইজ, সেরা মা, সেরা শিশু প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ২দিন ব্যাপী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ নৃত্য নাট্য, নাটক, নাটিকা, একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা।

এই প্রসঙ্গে তপোবন উৎসবের বর্তমান সাংস্কৃতিক সম্পাদক তরুণ কুমার বায়েন বলেন আজ থেকে ২৫ বছর আগে আমরা যখন নাটকের প্রতিযোগিতা শুরু করেছিলাম তখন মাত্র তিনটি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল।

গত বছর ২৫ তম বর্ষে ২৫ টি নাটকের দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল এই বছরও অনেক গুলো নাট্য প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছে এটা শ্যামপুর থানার মানুষের জন্য সুখবর কারন এই স্মার্ট ফোনের যুগেও শ্যামপুরের তরুণ প্রজন্ম পুনরায় সংস্কৃতিমনস্ক হয়ে উঠছে।

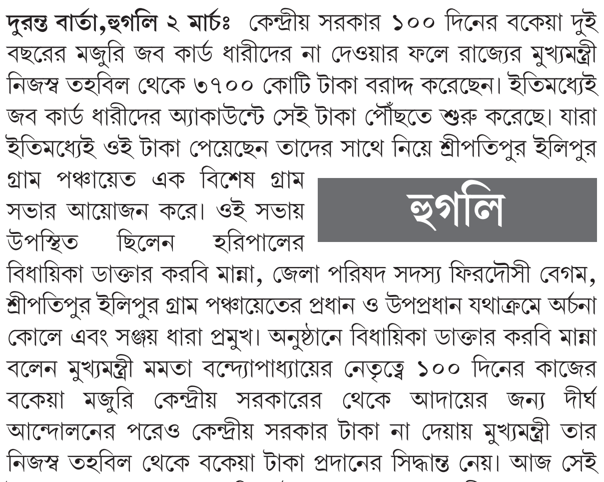

আগামী ১০ই মার্চ তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ব্রিগেডে জনগর্জন সভার সমর্থনে শনিবার উলুবেড়িয়ার একাধিক অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সভায় উপস্থিত রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নেতা সেলিম মোল্লা, মধুসূদন বাগ প্রমুখ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৯৩ সংখ্যা, রবিবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩০

প্যালেস্টাইন স্বীকৃতি

হামাসের নিন্দা করে প্যালেস্টাইনকে সমর্থন করলো ভারত। ভারত এখন পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে যে ভারত যে দ্বিজাতিতত্ত্বকে গ্রহণ করেছিল তার পক্ষে রয়েছে। সেখান থেকে ভারত পিছু হটছে না। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগের প্রস্তাবকে ভারত আগে সমর্থন করেনি। নিরব থেকে গিয়েছিল। এবারে ভারত ইজরায়েল এবং প্যালেস্টাইন নীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখলো। গাজার প্যালেস্টাইন শরনার্থীদের মানবিক সাহায্য পাঠাতে শুরু করে দিয়েছিল ভারত। তার সেই মানবিক সাহায্য গাজায় উপস্থিত হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের কর্মীরা ভারতের মানবিক সাহায্যকে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এ ব্যাপারে ভারত বিরোধী কথা বলেনি। উল্টে ভারতকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু আজকে সারা বিশ্ব বলতে শুরু করে দিয়েছে যে ইজরায়েল প্যালেস্টাইন নীতিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। যার ফলে গাজা অঞ্চল উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে। সেখানকার পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে শুরু করে দিয়েছে। বহু শিশু এবং নারী মারা যেতে শুরু করেছে। গাজার উত্তর দিকে প্রায় বারো লক্ষ শরনার্থী তাঁবু খাটিয়ে বসে রয়েছে। সেখানে পানীয় জল থেকে শুরু করে শিশু পথ্য নেই। এমনকী মহিলাদের নিরাপত্তা পর্যন্ত নেই বলা যেতে পারে। এদিকে রাশিয়া এবং চিন এ ব্যাপারে চুপ করে বসে রয়েছে। তারা একটি কথাও বলছে না। ভারত তো বারবার বলতে শুরু করে দিয়েছিল ইজরায়েলের উচিত হচ্ছে যুদ্ধ বন্ধ করে প্যালেস্টাইন নীতির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না গ্রহণ করে আলোচনার ভিত্তিতে তার সমাধান করার। কিন্তু ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বারবার বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে তিনি হামাসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলতে থাকবেন। বিশ্বে যে কোনও রাষ্ট্র যদি হামাস জঙ্গিদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেয় তাহলে তারা ইজরায়েলের শত্রু দেশ বলে পরিগণিত হবে। হামাস আগে ইজরায়েলকে খতম করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। সেই কারণে ইজরায়েল এত ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে। ইজরায়েল থেকে বলা হয়েছে প্যালেস্টাইন নাগরিকেরা হামাসকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ফলে গাজার বহু গভীর সুড়ঙ্গ তৈরি করে। সেই সব সুড়ঙ্গগুলিতে আত্যাধুনিক অস্ত্র এনে রাখা হয়েছিল। নিষিদ্ধ অস্ত্রও রাখা হয়েছিল বলে ইজরায়েল বলতে শুরু করে থাকে। ইজরায়েল আগে গাজা আক্রমণ করতে যায়নি। গাজা থেকে হামাস আগে ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ইজরায়েলের পাল্টা আক্রমণে এখন প্রথম জঙ্গিরা গা ঢাকা দিতে শুরু করেছে। গাজার হাসপাতালগুলিকে হামাস জঙ্গিরা ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছিল। বহু প্যালেস্টাইন নিরীহ নাগরিকেরা হামাসকে বাধা দিলে তাদেরকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছিল বলে ইজরায়েল দাবি করতে থাকে। হামাসরা প্যালেস্টাইন নাগরিকদের হুমকি দেখিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে। তবে ভারত থেকে বলা হয়েছে যেভাবে সেখানে নিরীহ লোকেরা মারা পড়তে শুরু করেছে তাকে সমর্থন করা যায় না। ইজরায়েলের উচিত হচ্ছে দ্বিজাতিতত্ত্বকে মেনে নিয়ে প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান করা। রাষ্ট্রপুঞ্জের জেনিভা পরিষদে ভারতের প্রতিনিধি অরন্দিম বাগচি বলেছেন যে ভারত প্যালেস্টাইনীদের সমর্থন করবে দ্বিপাক্ষিক উন্নয়নমূলক অংশীদারির মাধ্যমে। দ্বিরাষ্ট্রিক সমাধানের মধ্যে গিয়ে প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান করা উচিত। ভারত সব সময়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে রয়েছে। ইজরায়েল হামাস যুদ্ধে যারেকে অপহরণ করা হয়েছে তাদের এবারে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। বন্দিদের মুক্ত দাবি করে আসছে ভারত। তবে প্যালেস্টাইন নীতিকে গ্রহণ করার ব্যাপারে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এখনও তার মত ঠিক করতে পারেননি। এদিকে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সালিভান ভারতে আসছেন। তবে ভারত এ ব্যাপারে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে যে ইউক্রেন ইজরায়েল যুদ্ধ বন্ধ করা উচিত বিশ্ব নাগরিক সুরক্ষার প্রশ্নে। বিশ্ব নাগরিকেরা এখন ক্রমশ নিরাপত্তাহীনতার আতঙ্কে ভুগতে শুরু করে দিয়েছে। একটি ভয়াবহ আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছে নিরীহ নাগরিকদের। তাদের নিরাপত্তা দেওয়াটা রাষ্ট্রের কর্তব্য। যুদ্ধ যদি এই ভাবে বছরে বছর ধরে চলতে থাক তাহলে শান্তি বলে আগামি দিনে কিছুই থাকবে না বলে মনে করে ভারত।

ভারতীয় সেনারা লাদাখে

আন্তর্জাতিক মঞ্চে চিন বিশাল ধাক্কা খেয়েছে। চিনের ভাবমূর্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। সেই নষ্ট হয়ে যাওয়া ভাবমূর্তি থেকে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে চিন। সেই কারণে এখন মহাযোগাযোগ প্রকল্পকে চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মহাযোগাযোগ প্রকল্পকে চালু করতে পারলে সেটা চিনের লাভ পরিষ্কার করে বুঝতে পারা গিয়েছে। কয়েকটি দেশের সঙ্গে প্রযুক্তি ভাগ করে নেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে চিন। এখন যা পরিস্থিতি তাতে আগামি সীমান্ত বৈঠক ছাড়া সেনা সরানোর কোনও ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। প্রায় দুশো কিলোমিটার দূরে বিপুল সংখ্যক চিনা সেনা সরানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। চিন সেনা না সরানোর ফলে ভারতও সেনা সরায়নি। ভারতও সেনা মোতায়েন রেখে দিয়েছিল সীমান্ত এলাকায়। চিনের মতো ভারত সেনা মোতায়েন পরিকাঠামো উন্নত নয় বলে জানতে পারা গিয়েছে। তবুও ভারতীয় সেনারা চিনের সঙ্গে চিনা সেনাদের সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় মোকাবিলা করতে ভয় পাচ্ছে না। সাহসের সঙ্গে ভারতীয় সেনারা চিনদের সঙ্গে মোকাবিলা করছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

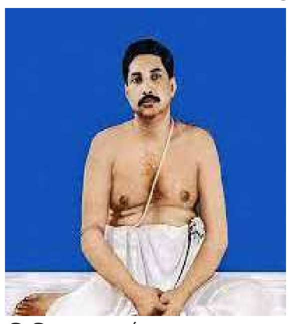

জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সত্যিকারের সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। শক্তির প্রকাশ করতে হবে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

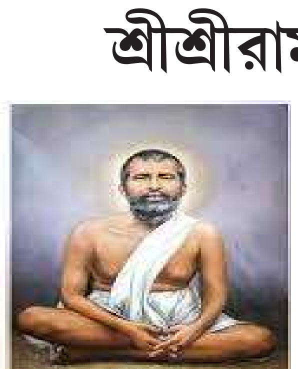

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরে শক্তি রয়েছে। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহির্প্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা মা শ্যামার একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে মা শ্যামা সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারেন। আসলে মা শ্যামাই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তিনি ধ্যান। তিনি ধারনা। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তি আধার। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা শ্যামা। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মা। জীবনে চলতে গেলে আদ্যামায়ের শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। আদ্যাশক্তির বলেও চলাফেরা করা সম্ভব।

দেশিয় পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জাতীয় চেতনার উন্মেষে ব্রিটিশ বিব্রত

রবীন্দ্র কুমার শীল

ভারতের দেশিয় পত্রপত্রিকার ওপরে ব্রিটিশ সরকার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদী কণ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন দেশিয় পত্রিকাগুলি আজকের মতো এত শক্তিশালী ছিল না। তখন বাংলার সংবাদপত্রগুলি স্থানীয় গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকতো। স্থানীয় লোকেরা বেশি করে এই সব সংবাদপত্র পড়ে প্রভাবিত হতো। তবে কলকাতার সংবাদপত্রগুলি বেশ শক্তিশালী ছিল। তবে সেই সময়ে অল্প সংবাদপত্র থাকলেও তারা সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করলে তা দেশের জনগণ পড়তো এবং তারা সেই বিষয় নিয়ে চর্চা করতো। তবে সেই সময়ে সংবাদপত্র সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সেই সব সংবাদপত্র ঘোরাঘুরি করতে থাকে। সংবাদপত্র সর্বজনীন হতে বেশ সময় লেগেছিল। ইংরেজি পত্রিকা 'স্টেটসম্যান' সেই সময়ে ইংরেজি জানা মহলে জনপ্রিয় সংবাদপত্র ছিল। তবে 'হিন্দু প্রেটিয়ট' পত্রিকা বেশ সুনাম অর্জন করতে শুরু করে। ইংরেজদের সঙ্গে কলকাতার উচ্চ শিক্ষিত সমাজের মধে যে মিলন সেতু তৈরি হয়েছিল সেখানে এই 'হিন্দু প্রেটিয়ট' প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। সেই সময়ে কলকাতার ধনী পরিবারদের বাড়িতে বিশেষ করে শিক্ষিত পরিবারদের সদস্যরা এই পত্রিকার গ্রাহক ছিল। দেখতে পাওয়া গিয়েছিল সেই সময়ে কলকাতার ব্রাহ্মরাও 'হিন্দু প্রেটিয়ট' পড়তো এবং তা নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতো। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র ছিল এই 'হিন্দু প্রেটিয়ট'। এই পত্রিকা সেই সময়ে ভারতবাসীর কাছে বিশেষ করে সরকারের কাছে বেশ খ্যাতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। তখন এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কৃষ্টদাস পাল। তিনি যেভাবে দাপটের সঙ্গে এই পত্রিকার সম্পাদনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাতে শিক্ষিত সমাজ খুবই উৎসাহিত হত। কিন্তু ইংরেজ সরকার এই পত্রিকাতে তাদের সমালোচনা যাতে না করতে পারে এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহমত পোষন করে পাঠক সমাজে মধ্যে বিস্তার লাভ করুক সেটাই আশা করতো। কিন্তু তখন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে ব্রিটিশ সরকারকে অন্ধভাবে সমর্থন করাটাকে শিক্ষিত বাঙালি সমাজের পাশাপাশি ব্রাহ্ম সমাজ বেশ বিব্রত বোধ করতে থাকে। তখন একেবারে ব্রিটিশ শাসন হঠাও অভিযান তখনও শুরু হয়নি বটে। তবে জাতীয় চিন্তার ভাবনা বাংলা ভাষায় প্রকাশ পত্রিকাগুলিকে স্থান লাভ করতে থাকে। সেই পত্রিকার নাম হচ্ছে 'বেঙ্গলি' পত্রিকা। এই পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন বাবু বাচারাম চট্টোপাধ্যায়। তিনিই ছিলেন এই পত্রিকার মালিক। সেই সময়ে এই পত্রিকা অতি সামান্য লোকেরা পড়তো। বেশি পাঠক ছিল না। এই পত্রিকাকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ আগ্রহী ছিলেন। তিনি চাইছিলন 'বেঙ্গলি' পত্রিকাটি সাধারণ মানুষের হাতে গিয়ে পৌঁছাক। সাধারণ মানুষকে 'বেঙ্গলি' পত্রিকার গ্রাহ করার ব্যাপারে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। বাবু রামনাথ লাহা ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা আইনজীবী। তিনি সলিসিটর হিসাবে কাজ করতেন। তাঁর মাধ্যম দিয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেঙ্গলি পত্রিকার সম্পাদক এবং মালিক হলেন। বাবু বাচারাম চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বেঙ্গলি' পত্রিকাটিকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে উপহার হিসাবে দান করে দেও.ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তবুও সুরেন্দ্রনাথ তাঁর হাতে দশটি টাকা দেন অনুদান স্বরূপ। বাবু বাচারাম চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন যে তিনি এই পত্রিকাটিকে ঠিক মতো পরিচালনা করতে পারছেন না। সঠিক ব্যক্তির হাতে যদি এই পত্রিকাটি গিয়ে উপস্থিত হয় তাহলে এটি আবার নতুন করে বাঁচতে পারবে। সেই আশা রেখেই তিনি এই পত্রিকাটিকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেন। সুরেন্দ্রনাথ যেদিন এই পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সেই দিনটা ছিল ১ জানুয়ারি ১৮৭৯ সাল। সেই সময়ে যে প্রেসে 'বেঙ্গলি' পত্রিকা ছাপা হতো তারা বেশ কিছু বকেয়া টাকা পেত। সেই টাকার পরিমান ছিল ১,৬০০ টাকা। সেই বকেয়া টাকা সুরেন্দ্রনাথ দিয়ে দেন। 'হিন্দু প্রেটিয়ট' পত্রিকাটি অভিজাত সম্প্রদায়েদর পত্রিকা ছিল। বিশেষ করে এই পত্রিকার পাঠকেরা বলতে গেলে অধিকাংশই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিল। তখনকার সময়ে এই সংস্থার সদস্য সাধারণ লোকেরা হতে পারতো না। অভিজাত শিক্ষিত সম্প্রদায়রা এই সংস্থার সদস্য ছিল। তার ফলে 'হিন্দু প্রটিয়ট' এর একটি উচ্চ সামাজিক মর্যাদা বহন করতো। কিন্তু 'বেঙ্গলি' পত্রিকার অধিকাংশ পাঠকেরা ছিলেন ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন-এর সদস্য। তারা বলতে গেলে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণি। 'ভারত সভা' ছিল একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। তার সঙ্গে পত্রিকাকে জড়াতে চাইছিলেন না রাষ্ট্রগুরু। তিনি 'বেঙ্গলি' পত্রিকাকে 'ভারত সভা'র বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যদিও 'ভারত সভা'র উদ্দেশ্য এবং বিধেয়কে এই 'বেঙ্গলি' পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করতো। ভারত সভা কেন গঠিত হল তার লক্ষ্য কি তাও প্রকাশ লাভ করতো এই বেঙ্গলি পত্রিকাতে। যদি 'হিন্দু প্রেটিয়ট' সমাজের উচ্চবিত্তদের কাছে জনপ্রিয় ছিল তবুও 'বেঙ্গলি' পত্রিকা তারা কিনতো এবং পড়তো। একেবারে অবজ্ঞা করতো না। ১৮৭৯ সালে যখন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি 'বেঙ্গলি' পত্রিকার মালিক এবং সম্পাদক হলেন তখন এটা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। তবে সেই সয়ে আর একটি শক্তিশালী স্যাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামে। 'বেঙ্গলি' পত্রিকা সুনাম অর্জন করার পিছন অনেক পরিশ্রম দিতে হয়েছিল রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আশুতোষ বিশ্বাসকে। সুরেন্দ্রনাথ এবং আশুতোষ দুই জনে মিলে শুক্রবার সারা রাত ধরে লেখাগুলির ভুলকে সংশোধন করে শনিরাব সকালে প্রকাশ করতো। সেই সময়ে আশুতোষ বিশ্বাস আবার 'গার্ডিয়ান' পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে শুরু কবে দিয়েছিলেন। ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে 'বেঙ্গলি' পত্রিকা প্রকাশ করতে সাহায্য করেছিল আশুতোষ বিশ্বাস। আশুতোষ বিশ্বাসের সঙ্গে রাষ্ট্রগুরুর পরিচয় হয়েছিল কলকাতার লণ্ডন মিশনারি স্কুলে। সুরেন্দ্রনাথ সেখানে গিয়েছিলেন 'চৈতন্য' সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে। সেই সময়ে 'চৈতন্য' বক্তৃতা শুনে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ছিলেন আশুতোষ বিশ্বাস। তারপর থেকে রাষ্ট্রগুরুর সঙ্গে আশুতোষের নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আলিপুর বোমা মামলাকে কেন্দ্র করে যে সব সংবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশ লাভ করতো সেগুলি আবার বাংলার জনগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

'বেঙ্গলি' পত্রিকা' বাংলা একটি সাড়া জাগানো পত্রিকায় পরিণত হতে থাকে

আলিপুর বোমা মামলার বিবরণ প্রকাশ লাভ করার সঙ্গে 'বেঙ্গলি' পত্রিকা বেশ সুনাম অর্জন করতে শুরু করে দিল। আলিপুর বোমা মামলার অভিযুক্তদের হয়ে যখন 'বেঙ্গলি' পত্রিকা লিখতে শুরু করে দিল তখন বাংলার মানুষ উপলব্ধি করতে পারলো যে কেন বিপ্লবীরা দেশের জন্য লড়াই করেছিল গোপেনে।

ইংরেজ সরকার এই সব বাংলা পত্রিকার ওপরে বেশ খানিকটা ইবরক্ত প্রকাশ করতে থাকে। মজফফরপুরে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকির ঘটনা ফলাও করে প্রকাশ লাভ করতে থাকে। মজফফরপুরে 'বেঙ্গলি' পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন উপেন্দ্রনাথ সেন। তিনি মজফফরপুরের আদালতের আইনজীবীও ছিলেন। 'দ্য বেঙ্গলী' পত্রিকার সাংবাদিক উকিল উপেন্দ্রনাথ সেন ক্ষুদিরামে ফাঁসির দিন মজফ্ফরপুরে জেলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'দ্য বেঙ্গলী' পত্রিকায় ক্ষুদিরামে ফাঁসি দিন উপস্থিত থেকে সংবাদ প্রকাশ করেছিলেন। সেই সংবাদ সারা বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি লিখেছেন, '' ভোর ছ'টায় ফাঁসি হবে। ভোট পাঁচটায় আমি গাড়ীর মাথায় অত্যবশ্যকীয় সৎকার বস্ত্রাদি লইয়া জেলের ফটকে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম নিকটবর্তী রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। ফুল লইয়া অনকে দাঁড়াইয়া আছে। সহজেই আমরা দুইজনে জেলের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দ্বিতীয় লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইলে আমরা জেলের আঙিনায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ডানদিকে একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে ফাঁসির মঞ্চ। দুইদিকে দুটি খুঁটি আর একটি মোটার লোহার রড আড় দ্বারা যুক্ত। তারই মধ্যস্থানে বাধা মোটা একগাছি দড়ি ঝুলিয়া আছে। তাহারই শেষপ্রান্তে একটি ফাঁস। একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম ক্ষুদিরামকে লইয়া আসিতেছে চারজন পুলিশ। ক্ষুদিরাম আগে আগে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাহীদের টানিয়া আনিতেছে। আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল।.. মঞ্চে উপস্থিত হইলে তাহার হাত দুইখানি পিছন দিকে আনিয়া রজ্জুবদ্ধ করা হইল। একটা সবুজ রঙের পাতলা টুপি দিয়া তাহার গ্রীবামুল অবধি ঢাকিয়া দিয়া গলায় ফাঁসি লাগাইয়া দেওয়া হল। ক্ষুদিরাম সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রইল। এদিক ওদিক একটু নড়িল না। উডম্যান সাহেব ঘড়ি দেখিয়া একটি রুমাল উড়াইয়া দিলেন। এক প্রহরী মঞ্চে একপ্রান্তে অবস্থিত একটি হ্যাণ্ডেল টানিয়া দিল। ক্ষুদিরাম নীচের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া ওপরের দড়িটি নড়িতে লাগিল। তারপর সব স্থির।...কর্তৃপক্ষের আদেশে আমরা নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়া শ্মশানে চলিতে লাগিলাম। রাস্তার দুইপাশে কিছু দূর অন্তর পুলিশ প্রহরী দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে শহরের অগণিত লোক ভিড় করিয়া আছে। অনেকে শবের ওপরে ফুল দিয়া গেল। শ্মশানেও অনেক ফুল আসিতে লাগিল। ...আমরা শ্মশান বন্ধুগণ স্নান করিতে নদীতে গেলে পুলিশ প্রহরীগণ চলিয়া গেল। তখন আমরা সমস্বরে 'বন্দেমাতরম' বলিয়া মনের ভাব লঘু করিয়া যে যাহার বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সঙ্গে লইয়া আসিলাম একটা টিনের কৌটায় কিছু চিতাভস্ম, কালিদাসবাবুর জন্য। ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলায় সে পবিত্র ভস্মাধার কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। ইহার পর ৩০ বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি কিছুই ভুলি নাই। ক্ষুদিরামের উত্তপ্ত দেহভস্ম দগ্ধ শ্বেতচিহ্নটি আমার বুকের উপর এখনও রহিয়াছে, আর বুকের ভিতরে অম্লান আছে তাহার হাসোচ্ছ্বল কচি মুখখানি।'' 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নাট্যকার গিরিশ ঘোষ। ১৮৬২ সালে এই পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন এবং বাংলার সংস্কৃতিতে সবার সমানে তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়েই নাট্যকার গিরিশ ঘোষ এই সংবাদপত্রটি প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৩১ সালে 'ক্যালকাটা ইভিনিং নিউজ' নামে একটি সন্ধাকালীন পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে কলকাতা থেকে। তবে মফস্বল সংখ্যা হিসাবে 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা নামেই পরিচিত ছিল। ১৯৩২ সালে এই দুটি পত্রিকা এক করে নুতন নাম দিয়ে 'স্টার অব ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হতে থাকে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করে সংবাদ প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি মনে করতেন বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা সঙ্গে বাংলার জনগণের পরিচয় থাকাটা খুবই জরুরী। এই ব্যাপারে ইংরেজ সরকার বেশ কিছুটা 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকার ওপরে বিরাগ ছিল। কিন্তু করার কিছুই নেই। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে ইংরেজ সরকার সমর্থন না করলেও সেটা কিন্তু রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তার ফলে বাংলার প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনের খবর তিনি গুরত্ব দিতেন। 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা ১৯ শতকেরগোড়ার দিকে এবং ২০ শতকের গোড়ার দিকে সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশ লাভ করতে থাকে। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসের সময়ে এই পত্রিকা কংগ্রেসের মধ্যপন্থী আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করলে এর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে শুরু করে। ১৯৩১ সালে এই পত্রিকাটির দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সকাল বেলায় যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো তাঁর নাম ছিল 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা। আবার সন্ধ্যা বেলায় যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো তার নাম 'ক্যালকাটা ইভিনিং নিউজ'। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মুখপাত্র হিসাবে এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার তথা ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের খবর বেশি করে প্রচারিত করতেন। তিনি চাইতেন ভারত জুড়ে যে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্রোত দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে তার খবর যাতে সবাই পেতে পারে। সবার কাছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংবাদকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রসর হতে শুরু করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অন্যতম সেরা নেতা ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে বাংলার অগণিত মানুষ রাস্তায় নেমে এসে বাংলা ভাগের বিরোধিতা করতে

শুরু করে দিয়েছিল। রাখি বন্ধন উৎসব থেকে শুরু করে বাংলা জুড়ে বঙ্গভঙ্গ এর বিরোধিতা করে একদিন অরন্ধন পালন করা হয়েছিল। সেই খবরও 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। বাংলা পত্রপত্রিকার ওপরে ক্রমশ ব্রিটিশ সরকার নজরদারির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে দিল। ১৯০৮ সাল থেকেই বাংলার পত্রিপত্রিকা কি কি সংবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে তার দিকে লক্ষ্য রাখতো গোয়েন্দা বিভাগ। সেই খবরের ওপরে ভিত্তি করে চলাতো পুলিশি গ্রেফতার।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিশ্বকর্মা বলতে একজনের নামই স্মরণীয়- বংশী চন্দ্রগুপ্ত

সুজাতা সাহা

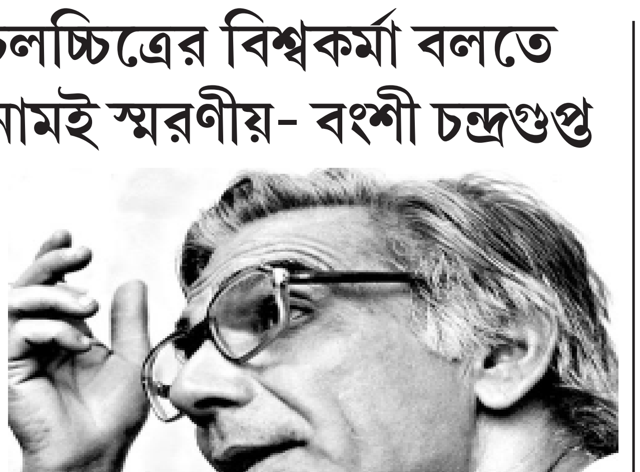

থিয়েটার কিংবা চলচ্চিত্রশিল্পের শিল্প নির্দেশনা সম্পর্কে যেখানে আমাদের এখনও তেমন কোনও পরিষ্কার ধারণাই নেই সেখানে তার রূপকার অর্থাৎ শিল্পনির্দেশক সম্পর্কে জানা বা চর্চা করার উৎসাহ উদ্যোগ যে কতখানি হতে পারে এই দেশ অথবা দেশের সিনেমা চর্চায় তা সহজেই অনুমেয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে শিল্পনির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত-এর মৌলিক অবদান থাকা সত্ত্বেও কয়েকজন পরিচালকের কথা এবং কাজের প্রসঙ্গ-আলোচনায় তাঁর নামের উল্লেখ ছাড়া সার্বিক ভাবে এই শতবর্ষীয়ান (জন্ম ১৯২৪) শিল্পী মানুষটির সৃষ্টির মূল্যায়ন আজও হলো না । ছোটো ছোটো কয়েকটি পত্রিকা সংখ্যা এবং পুস্তিকা বাদ দিলে তেমন কোনও বড়ো উদ্যোগও নেই। 'না দেখলে যে দেখানো যায় না'--- এই ভাবনা এই দর্শনকে পুঁজি করে প্রায় চার দশক ধরে তিনি কাজ করে গিয়েছিলেন । যখন ভারতীয় চলচ্চিত্রের দর্শকরা সিনেমার পর্দায় যা দেখছেন তার রচনা অনেকটাই বাস্তব জগতের চেয়ে আলাদা, অর্থাৎ স্টুডিও কেন্দ্রিক আর্টিফিসিয়াল একটা পরিবেশ। এই রকম একটা সময়ে বংশী তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পর্দায় ফুটিয়ে তুললেন বিশ্বাসযোগ্য এক জগৎ। জীবনটা যেমন ঠিক তেমনটাই তিনি দেখালেন পর্দার উপরে। ভারতীয় সিনেমায় দৃশ্যপট রচনায় শুরু হলো বাস্তবধর্মী চলচ্চিত্র অবলোকনের নতুন দৃষ্টিকোন । এই কাজে সত্যজিৎ রায়, সুব্রত মিত্র, দুলাল দত্তের সঙ্গে হাতে হাত রেখে মিলিত ভাবে তিনিও কাজ করে চললেন। এখানে গোটা সৃষ্টিটাই মিলিত অংশগ্রহণের। কোন একজন একক ব্যক্তির নয়। একে একে মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার, নিত্যানন্দ দত্ত, হিন্দি ছবিতে রাজেন্দ্র ভাটিয়া, বাসু চট্টোপাধ্যায়, অবতার কাউল, রবীন্দ্র ধর্মরাজ, শ্যাম বেনেগল থেকে অপর্ণা সেন (ইংরেজি ভাষায় নির্মিত) প্রমুখ পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন ১৯৪৯ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত। এর মধ্যেই কয়েকটি তথ্যচিত্র পরিচালনাও করেছেন। ১৯৮১ তে তিনি বিদেশ ভ্রমণ কালে মারা যান। ২০০৯ থেকে শুরু করে ২০১২ পর্যন্ত সময়কাল ধরে অতিদুষ্প্রাপ্য নথিপত্র জোগাড় এবং তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন বা বন্ধুত্ব ছিল যেমন মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার, অপর্ণা সেন, সৌম্যেন্দু রায়, দুলাল দত্ত, পূর্ণেন্দু বসু, সুরেশ চন্দ্র চন্দ্র, কার্তিক বসুদের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে একটি ৫০ মিনিটের তথ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি তাঁর জীবন ও সৃজন বিষয়ে জীবনস্মৃতি আর্কাইভে একটি বিভাগও গড়ে তোলা হয়েছে। এই বিভাগে বংশী চন্দ্রগুপ্তের শিল্পনির্দেশনায় সমৃদ্ধ চলচ্চিত্রের একটা বড় ডিজিটাল সংগ্রহ যেমন রয়েছে, তেমনি তাঁকে নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা লেখা, সাক্ষাৎকার, আলোকচিত্র এবং তাঁর হাতে আঁকা ছবিরও সংগ্রহ করা হয়েছে । এই বছর বংশী চন্দ্রগুপ্তের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে জীবনস্মৃতি আর্কাইভ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁর সৃষ্টির ভুবনকে স্মরণ এবং চর্চা করছে। পরিচালক সত্যজিৎ রায় সব সময়ে বংশী চন্দ্রগুপ্তের নাম করতেন। তিনি না থাকলে ছবি সম্পাদনা থেকে শুরু করে ছবির দৃশ্য গ্রহণ করা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে থাকতো। এতটাই ভরসা ককরতেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তাঁর হাত দিয়ে তৈরি হয়েছে নায়ক ছবিটি যেটি সত্যজিৎবাবুর চোখে সেরা ছবি বলে পরিচিত হয়েছিল। উত্তম কুমার ছাড়া আর কাউকে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের নায়ক হিসাবে গ্রহণ করা যায় না সেটা বংশী চন্দ্র গুপ্ত এবং সত্যজিৎ রায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিয়ে ছিলেন আগেই। তারপরে উত্তম কুমারের কাছে অভিনয় করানোর ব্যাপারে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল তা উত্তম কুমার গ্রহণ করেন।

বাংলার হেরিটেজ ঃ বারাসতে হেস্টিংস ভিলা ইতিহাস প্রসিদ্ধ

ব্রিটিশ শাসনের সিংহভাগ সময়ে রাজধানী ছিল কলকাতায়। কলকাতায় থাকাকালীন লাগোয়া বারাসতকেও মনে ধরেছিল ব্রিটিশদের। বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস বারাসতে ব্রিটিশদের রাত্রিযাপনের জন্য গড়ে তুলেছিলেন বিশাল দোতলা বাড়ি। যা পরে হেস্টিংস ভিলা নামে পরিচিতি লাভ করে। বারাসত একটি আরবি শব্দ। অর্থ অ্যাভিনিউ। বাংলার বারো জন শেঠের বসতি ছিল বলেই এলাকার নামকরণ হয় বারাসত। কলকাতার রেসকোর্সের কথা গোটা দেশ জানলেও, ঘোড়দৌড় কিন্তু আগেও শুরু হয়েছিল বারাসতে। হেস্টিংস আমলে ব্রিটিশদের আনাগোনা বারাসতে আরও বৃদ্ধি পায়। বারাসতের উত্তরে বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস সুন্দর একটা ভিলা নিনর্মাণ করেন। জেলায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম এই হেস্টিংস ভিলা। ইংরেজ শাসনের প্রতীক হিসেবে আজও বারাসত শহরের রয়েছে।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাড়িটির বর্তমান অবস্থা বড়ই করুণ। সংরক্ষণের অভাবে ধুঁকছে। আনুমানিক ১৭৭৩ সালে তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস আমোদ প্রমোদের জন্য এই ভিলা বানিয়েছিলেন। দোতলা সুন্দর ছিমছাম বাড়িটির উত্তরের সদর দরজার দিকে এখনও একটি ফলক দেখা চোখে পড়ে। যে ফলকে লেখা রয়েছে 'ইন দিস হাউস লিভ লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস।' বড়লাটের ভিলার মেঝে ওক কাঠ দিয়ে তৈরি। একতলা-দোতলা মিলিয়ে আটটি ঘর। এক তলার ভিতর দিয়েই ওপরে ওঠার সিঁড়ি। দেওয়াল জুড়ে ব্রিটিশ স্থাপত্যের নিদর্শন। রয়েছে বলরুম। বারবনিতারা এখানে নাচতেন বলেও শোনা যায়। সপ্তাহান্তে আনন্দ ফুর্তির জন্য এই হেস্টিংস ভিলাতেই আসতেন। বিশাল বাড়িটি জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে স্থাপত্য, শৈলির অপূর্ব নিদর্শন। হেস্টিংস ভিলা থেকে প্রশাসনিক ট্রেজারি ভবন পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ ছিল। সেই সুড়ঙ্গ এখন আর নেই। নানা ঐতিহাসিক ঘটনার নিরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে হেস্টিংস ভিলা। নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গের উর্বরা কৃষি অঞ্চল বারাসত। চাষিদের বহু আন্দোলনের আঁচ এসে পড়েছে এই হেস্টিংস ভিলায়। কৃষক নেতা তিতুমিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এই বাড়ি থেকেই করেছিল ব্রিটিশরা। আবার চাষিরা নীলচাষ করতে বাধ্য নয়, এমন ঐতিহাসিক আদেশও সম্ভবত এসেছিল এই ভিলা থেকেই। এই ভিলা ঘিরে ইংরেজ বসতিও গড়ে উঠেছিল। হেস্টিংস ভিলার অদূরেই ছিল নীল পুকুর। নীলকর সাহেবদের বাংলো, চাকরদের থাকার বন্দোবস্ত সবই ছিল। কাছাকাছির মধ্যেই ছিল ইংরেজদের রক্ষিতাদের থাকার ঘর। শোনা যায় নীলকর সাহেবদের প্রিয় দুই রক্ষিতার এক জন চাঁপা। অপর জন ডালি। বলা হয় ওই দু'জনের নাম থেকেই চাঁপাডালির মোড়। দেশ ভাগের পর হেস্টিংস ভিলাকে জেলার কালেক্টর অফিস বানানো হয়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উত্তর চব্বিশ পরগনার ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে দু'বার বারাসতে বদলি হয়ে আসেন। তখন হেস্টিংস ভিলাতেই ছিল তাঁর দপ্তর। ১৮৭৪ সালের চৌঠা মে বঙ্কিমচন্দ্র বারাসতে আসেন। সেই বছরই ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি মালদহে বদলি হয়ে যান। ১৮৮২ সালে আবার বারাসতে আসেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু দ্রুতই আলিপুর ফিরে যান বঙ্কিমচন্দ্র। প্রথমে পাঁচ মাসের কম ছিলেন তিনি। আর দ্বিতীয়বার তো হাতে গোনা মাত্র কয়েকটা দিন। অল্পদিনের জন্য হলেও এই হেস্টিংস ভিলা সাহিত্য সম্রাটের পদধূলিধন্য। য বাড়িকে ঘিরে এত ইতিহাস, সেই বাড়ি আজ অবহেলায়, অনাদরে পড়ে আছে। ১৯৬৮ সালে সরকারি ভাবে হেস্টিংস ভিলাকে জীর্ণ ঘোষণা করা হয়। ইতিহাস প্রসিদ্ধ হেস্টিংস ভিলাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

নর্দমার নোংরা জলে গঙ্গা দূষণে অতিষ্ঠ কাটোয়া পুরবাসী

দুরন্ত বার্তা, কাটোয়া, ২ মার্চ ঃ পুরশহরের নর্দমার নোংরা জলে গঙ্গা নদী দূষিত হচ্ছে। নদীর জল ব্যবহার করতে শহরের মানুষ ভয় পাচ্ছে বলে মারাত্মক অভিযোগ তুলেছেন নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। পুণ্যতোয়া নদীতে স্নান করলে এখন পাপ স্খলনের চেয়ে শরীরে চর্মরোগ বেশি হচ্ছে। নর্দমার জল যেখানে নদীতে মিশছে সেখানে নদীর জলের রং কালো দেখা যাচ্ছে। পুর শহরের বাসিন্দাদের নদী দূষণ নিয়ে তোলা অভিযোগ স্বীকার করে পুরপ্রধানের দাবি নদীর দূষণ রোধে পুরসভা সব সময় সচেষ্ট। শহরের নর্দমার নোংরা জল সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করে নদীতে ফেলার জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। গঙ্গা মিশন কর্মসূচির আওতায় নদীর দূষণরোধের জন্য ১৫৫ কোটি টাকার প্রকল্প জমা করেও আট মাস ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন অপেক্ষায় ফাইল পড়ে আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের গাফিলতিতে দূষণ রোধের কোন কাজ করা যাচ্ছে না। গঙ্গা এখানে ভাগীরথী নামে পরিচিতা। সেই পবিত্র গঙ্গার জল দূষণের জেরে কাটোয়ায় অপবিত্র হয়ে পড়েছে। প্রায় ৮ বর্গ কিমি আয়তনের কাটোয়া পুরশহরের প্রায় সাড়ে ৩ কিমি এলাকার পাশ দিয়ে ভাগীরথী নদী প্রবাহিত হয়। শহরের দুটো ওয়ার্ড ছাড়া বাকি ১৮ টি ওয়ার্ডের বড় নর্দমার নোংরা জল ৯ টি জায়গায় ভাগীরথীতে পড়ছে। বামফ্রন্ট সরকার ২০০৮- ০৯ আর্থিক বছরে সালে ৯ একর জমির উপর ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাটোয়ার

মণ্ডলপাড়াও খালপাড়া এলাকায় সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের গঙ্গা দূষণ প্রকল্পের আওতায় এই প্রকল্পের কাজের জন্য তৎকালীন রাজ্য সরকার প্রায় এক কোটি টাকা দিয়ে জমি কিনে দিয়েছিল। ২০১৫- ১৬ আর্থিক বছরে অর্থসমৃদ্ধ সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট কাটোয়া পুরসভাকে এজেন্সি হস্তান্তর করার চেষ্টা করেছিল। ভাগীরথী দূষণ রুখতে কাটোয়া পুরসভার তরফ থেকে বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে চিঠি দিলে ২০২১- ২২ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মাধ্যমে সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের জন্য প্রকল্প পাঠাতে বলে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মতো কাটোয়া পুরসভা ২০২৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কেএমডিএ-র মাধ্যমে ১৫৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প পাঠায়। পুরপ্রধান সমীর সাহার অভিযোগ গঙ্গা মিশন প্রকল্পের নামে আরতি হবে, অন্য নানান অনুষ্ঠান হবে কিন্তু আসল কাজ কিছু হবে না। গঙ্গার দূষণ রোধ করতে পুরসভার পাঠানো প্রকল্প অনুমোদন পাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের গাফিলতিতে কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। এদিকে কাটোয়া শহরে ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী ১৫, ১৬, ১, ০৮,০৯, ১০, ১১, ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা নর্দমার বর্জ্য জলের দুর্গন্ধে টিকতে পারে না। ভাগীরথী নদীতে শহরের নোংরা জল পড়ে নদীর দূষণ মাত্রা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বাসিন্দাদের দাবি।

মৃত পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের পাশে তৃণমূল বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২ মার্চ ঃ নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের ভদ্রপুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটাগড়িয়া গ্রামের মহাকাল পাড়ার মৃত পরিযায়ী শ্রমিক ওয়াসিম আক্রম ওরফে উজ্জ্বলের পরিবারের সাথে দেখা করলেন তৃণমূল বিধায়ক ও আইএনটিটিইউসির সভাপতি। জানা গেছে, হায়দ্রাবাদে লরি চালকের কাজ করতো। সেখানে ২৭ ফেব্রুয়ারি ভোর বেলা লরির উপরে উঠতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ওই পরিযায়ী শ্রমিকের। ২৯ ফেব্রুয়ারি তার মৃতদেহ বাড়িতে এনে কবরস্থ করা হয়। শোকার্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন এলাকার বিধায়ক ডাক্তার অশোক চট্টোপাধ্যায়, জেলার আইএনটিটিইউসি- র সভাপতি ত্রিদিব ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বরুন ভট্টাচার্য, ব্লকের আহ্বায়ক রেজাউল হক, ফাইভ ম্যান কমিটির সদস্য কুদরতে খোদা, ব্লকের আইএনটিটিইউসির সহ সভাপতি আব্দুস সালাম সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

শুরু হচ্ছে জেলা হস্তশিল্প তাঁত বস্ত্র ও স্বরোজগার মেলা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ মার্চ ঃ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামী বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে জেলা হস্তশিল্প তাঁত বস্ত্র ও স্বরোজগার মেলা। মালদা কলেজ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে জেলা হস্তশিল্প তাঁত বস্ত্র ও স্বরোজগার মেলা। তার আগে শনিবার দুপুরে সুসজ্জিত তিনটি ট্যাবলো উদ্বোধন করা হল। উদ্বোধন করলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী

তাজমুল হোসেন এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সহকারী সভাধিপতি রফিকুল হোসেন সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন জানান আমাদের জেলায় এই মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমরা খুব গর্বিত। আগামী ৬ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে মেলা। প্রায় পঞ্চাশটির বেশি স্টল থাকছে। মেলা শুরু হওয়ার আগে এই ট্যাবলো গুলি গ্রামগঞ্জে ঘুরবে। তিন দিনব্যাপী এই মেলায় মালদা সহ বিভিন্ন জেলার শিল্পীরা অংশ নিবেন।

অনলাইন প্রতারণার ক্ষেত্রে বেড়েছে মানুষের সচেতনতা, দাবি পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ মার্চ ঃ অনলাইন প্রতারণার ক্ষেত্রে বেড়েছে মানুষের সচেতনতা, দাবি পুলিশের। শুধু তাই নয়, পুলিশের সচেতনতামূলক প্রচারের জন্যই প্রতারিত সাধারণ মানুষ বসে না থেকে সাইবার ক্রাইম থানার সাহায্য নিচ্ছে। যার ফলে চলতি বছর মাত্র দুই মাসের ব্যবধানেই অনলাইন প্রতারণা চক্রের হাত থেকে ৭ লক্ষ টাকারও বেশি উদ্ধার করেছে মালদা সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। গত বছর ১৩ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিল পুলিশ। কিন্তু এবছর দুই মাসের ব্যবধানেই ৭ লক্ষ টাকার ওপরে উদ্ধার করে প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে ফেরাতে পেরেছে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। পুলিশের এই ভূমিকাই সাধারণ মানুষ অথবা শাসক দলই নয়, বিরোধীদল বিজেপিও ভূয়সী প্রশংসা করেছে। উল্লেখ্য, মালদা জেলার এক পাশেই রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত। অপরদিকেই রয়েছে দেশের দুই রাজ্য বিহার এবং ঝাড়খন্ড। উত্তরবঙ্গের করিডর বলা হয় মালদাকে। সুতরাং সীমান্তে ঘেরা মালদা জেলায় অপরাধচক্র জাল বিছানোর মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। সেক্ষেত্রে পুলিশি তৎপরতার সাথে অপরাধ দমন অনেকটাই ঠেকাতে সক্ষম হয়েছে। বিগত দিনে অনলাইন প্রতারণার মাধ্যমে অনেকেই প্রতারিত হয়েছেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ প্রতারিতদের টাকা উদ্ধারের পর ফেরত দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। মালদার ইংরেজবাজারের সুভাষপল্লীর বাসিন্দা তথা বিজেপি নেত্রী মৌসুমী মিত্র বলেন, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে দফায় দফায় মোট ৩৮ হাজার টাকা আমার অনলাইন প্রতারণা চক্রের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে খোয়া যায়। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগে ছিলাম। সাইবার ক্রাইম থানার সাহায্য নি। পুলিশ যেভাবে তৎপরতার সাথে কাজ করেছে, তার প্রশংসা করছি। খোয়া যাওয়া টাকা পুলিশ উদ্ধার করে ফেরানোর ব্যবস্থা করেছে। জেলা পুলিশের প্রচারের জন্যই আমরা সচেতন হয়েছি। ফলে অনলাইন প্রতারণা চক্রের খপ্পরে পড়লেও সঙ্গে সঙ্গে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। তাই সাধারণ মানুষকে বলি এরকম ভাবে প্রতারিত হলে পুলিশের সাহায্য নিন। চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুরের মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা গোলাম মর্তুজা জানিয়েছেন, আমার বৃদ্ধ বাবাকে ফোন করে এই জালিয়াতি চক্র অ্যাকাউন্ট নম্বর নিয়ে ৪২ হাজার টাকা হাপিস করেছিল। গত, ১৫ দিন আগে এই ঘটনা ঘটলেও সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানাই। তারপরে পুলিশ সেই টাকা উদ্ধার করে দিয়েছে। পুলিশের এই কাজকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। তাই বসে না থেকে প্রতারিত হলেই পুলিশের সাহায্য নিন। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, সাইবার অপরাধ দমনে একটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি থানাতেও একজন করে টেকনিক্যাল কর্মী রাখা হচ্ছে। বিভিন্নভাবে অনলাইন প্রতারণা চক্রের ধরার জন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বয়স্ক মানুষেরাই হয়তো এটিএম কার্ড নম্বর বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে ফেলছেন। এই ধরনের ভুল করবেন না। সেই জন্য বিভিন্ন থানা থেকে সাইবার অপরাধ দমনে বিশেষভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে। স্কুল পড়ুয়াদের সাহায্য নিয়েও এই প্রচার চালানো হচ্ছে। অনলাইন প্রতারণা চক্রের দমনে বিশেষভাবে কাজ করছে জেলা পুলিশ। মানুষ আগের থেকে অনেকটাই সচেতন হয়েছে। তাই কোনো ক্ষেত্রে যদি কেউ প্রতারিত হয় থাকেন, এবং পুলিশের সহযোগিতা নিন এবং নির্দিষ্ট নম্বর ও ইমেল আইডিতে অভিযোগ জানান। জেলা পুলিশ এই ধরনের প্রতারক চক্রকে ধরতে সবরকম প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে।

কৃষ্ণনগর স্টেশনে মৃৎশিল্পীদের কারুকার্য দেখে অভিভূত হলেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ আজ কৃষ্ণনগরে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন / জাতির প্রতি উৎসর্গ/ শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ফিরতি পথে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ড. সি ভি আনন্দ বোস, কৃষ্ণনগর স্টেশনে 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' স্টলে মৃৎশিল্পীদের তৈরী করা বিপনন সামগ্রীর সুদৃশ্য কারুকলা দেখে অভিভূত হলেন। কৃষ্ণনগর স্টেশনে 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রকল্পের আওতাধীন ওএসওপি স্টল

'লোকনাথ টেরাকোটা' -এর দোকানদারের সঙ্গে তিনি আলাপচারিতা চলাকালীন জিজ্ঞেস করেন যে তাঁরা এত সুলভ মূল্যে কিভাবে এইসব সামগ্রী বিক্রয় করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই সামগ্রী কি তৈরি করা ও তার রূপকার কে এই ব্যাপারেও তিনি খোঁজ খবর নেন এবং তিনি এই স্টলগুলির জিনিসপত্র বিক্রয়ের সফলতা কামনা করেন। রাজ্যপাল, কৃষ্ণনগরের নান্দনিকময় মৃৎশিল্পের ব্যাপারে আগেই সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন কিন্তু এখন তার চাক্ষুষ প্রমান পেলেন। পরিশেষে তিনি কৃষ্ণনগরবাসীদের তৈরী মৃৎশিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কৃষ্ণনগর স্টেশনে, ওএসওপি স্টলে এই সুন্দর মৃৎকার্যের নান্দনিকতায় অভিভূত হয়ে, নিদর্শন হিসাবে রাজ্যপাল কিছু মৃৎ সামগ্রীও ক্রয় করেন। তিনি এখানকার মৃৎশিল্পীদের তৈরী করা সামগ্রীর ব্যাপকতর বাজার ও জনপ্রিয়তা বাড়ানোর ওপর বিশেষ জোর দেন। পূর্ব রেলের মুখ্য গণসংযোগ আধিকারিক, শ্রী কৌশিক মিত্র জানান আচমকাই রাজ্যপাল কৃষ্ণনগর স্টেশনে এসে 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' স্টলের ব্যাপারে খোঁজ নেন এবং নিজেই স্টলে এসে বিক্রেতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে অত্যন্ত খুশি হন।

দেশি পিস্তল ও এক রাউন্ড কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ মার্চ ঃ একের পর এক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার শিলিগুড়িতে। আবারো মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশের অভিযানে একটি দেশি পিস্তল ও এক রাউন্ড কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার ২। শুক্রবার গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ি গেটের সামনে থেকে দেশি পিস্তল ও কার্তুজ সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ব্যক্তিরা হলো রাকেশ আলী ও মোফাজ্জল হোসেন দুজনেই দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডির বাসিন্দা। ধৃত দুজনকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

ময়নাগুড়িতে জনসভা করবেন অভিষেক, মাঠ পরিদর্শন জেলা নেতৃত্বের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ মার্চ ঃ নির্বাচনী প্রচারে প্রথম জনসভা করতে জলপাইগুড়িতে আসবেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১৪ মার্চ ময়নাগুড়িতে জনসভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপলক্ষ্যে শনিবার ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন বাইপাসের পাশে টাউন ক্লাবের মাঠ পরিদর্শন করলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপ, জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী নূরজাহান বেগম, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদ রঞ্জন রায়, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ, ময়নাগুড়ি ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মনোজ রায়, ময়নাগুড়ি ২ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিবশঙ্কর দত্ত সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। আসন্ন লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে এই জনসভা হবে।এই জনসভায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হবে বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। তৈরি করা হবে হ্যালিপ্যাড। কোনদিকে মঞ্চ হবে, কোথায় তৈরি হবে হ্যালিপ্যাড সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখতেই এই পরিদর্শন বলে জানান জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ।

E-Tender Notice

Application are invited from bonafied contractors/agencies vide NIT bearing memo nos are- 202/RGP/24 , dated-02/03/2024 of the undermentioned for "INSTALLATION OF SOLAR LIGHT" works under Rasapunja Gram Panchayat, TM Block., South 24 Parganas. Last Date of Bid Submission: 09/03/2024, 11:00 am. Date of Opening 11/03/2024, 11:00 am. For details, please see www.etender.com. And office Notice Board

Sd/-
Prodhan
Rasapunja Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

Tender has invited by the Block Development Officer, Pursurah Development Block for Cons. Of Toilet & school Repairing under Pursurah Development Block. Last date for submission of Tender: 09/03/24 up to 3.00 P.M. NIT NO 29/PUR/23-24, Tender ID No2024_ZPHD_678535_1-6. Wbtenders.gov.in

Sd/- Block Development Officer
Pursurah Development Block, Hooghly

দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা বেলাকোবায়, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ মার্চ ঃ ধূপগুড়ির পর এবার বেলাকোবা। তন্দ্রাচ্ছন্ন করে অভিনব কায়দায় চুরির ঘটনা। জলপাইগুড়ির বেলাকোবার শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নর্থ বেঙ্গল ফার্ম এলাকায়। তদন্তে বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নর্থ বেঙ্গল ফার্ম এলাকায় ভাস্কর দাসের বাড়িতে এই চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। শুক্রবার গভীর রাতে এই চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে পরিবারের দাবি। পরিবারের সদস্যদের অনুমান, দুপুরে খাওয়ারের সাথে কিছু মেশানো হয়েছিলো। ফলে পরিবারের প্রত্যেকেই অসুস্থ ও নিদ্রাচ্ছন্ন বোধ করে। এমনকি পরিবারের কয়েকজন হাসপাতালে যান চিকিৎসা করাতে। অবশ্য প্রাথমিক চিকিৎসার পর বেলাকোবা হাসপাতাল থেকে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপরই শুক্রবার গভীর রাতে ওই পরিবারের বাড়িতে চুরি হয় বলে অভিযোগ। সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা সমেত বেশ কিছু সোনার গয়না লোপাট করে নিয়ে পালিয়েছে বলে পরিবারের সদস্যরা জানান। শনিবার সকালে ঘুম ভাঙার পর চুরির ঘটনাটি পরিবারের সদস্যদের চোখে পরে। জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে পৌঁছায় পুলিশ। বর্তমানে গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ।

নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ আটক ২ মহিলা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ মার্চ ঃ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত খড়িবাড়ির শিবুজোতে অভিযান চালায় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। এরপর সেখানে দুই মহিলাকে আটক করে। এবং তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। এরপরেই দুজনকেই গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম নুরুন বেগম (৬০) ও খওসারি বেগম (৪৩)। দুজনেই খড়িবাড়ির গঙ্গাগোলজোতে এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই ধৃত দুই মহিলার কাছ থেকে ১১৫ বোতল নিষিদ্ধ নেশার কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে। তবে এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না তার তদন্ত শুরু করছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

NAITY GRAM PANCHAYAT
Chanditala Block-II, Dist-Hooghly

Notice inviting Tender no: NIT NO: 293/NGP/2024, dated: 01/03/2024 for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of application: FROM 01/03/2024. Last date of submission of Tender: 08.03.2024 up to 04:00 PM. Date of Opening of Tender: 11.03.2024 at 11:30 AM. Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.

Sd/- Pradhan
Naity Gram Panchayat

নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই রাজ্যের জেলায় জেলায় পৌঁছাল কেন্দ্রীয় বাহিনী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, ২ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটের দিন ঘোষণা না হলেও ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়িতে এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছেছে। শনিবার সকালেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা জলপাইগুড়ি পুলিশের যৌথ উদ্যোগে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন বুথে বুথে রুট মার্চের প্রস্তুতি শুরু করেন। এদিন সকালে জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক কলেজের নিউ হোস্টেল থেকে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ৭৩ মোড় থেকে বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরবেন তারা বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। মানুষ যেন শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দান করতে পারেন সেই কারণেই পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই যৌথ প্রয়াস। অন্যদিকে, শিলিগুড়িতেও এসে পৌঁছালো এক কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী। লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। তার আগেই প্রত্যাশামতো শিলিগুড়িতে পৌঁছে গেল এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। শনিবার সকালে হলদিবাড়ি থেকে এক কোম্পানি বিএসএফ জওয়ান শিলিগুড়িতে পৌঁছায়। শিলিগুড়ি সংলগ্ন জাবরাভিটায় পলিটেকনিক কলেজের হোস্টেলে পৌঁছায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। আজ থেকেই এরিয়া ডমিনেশনে এলাকায় টহল দেবে জওয়ানরা। জানা গেছে, দার্জিলিং জেলায় ৫ কোম্পানি ও কালিম্পং জেলায় ৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। একই ছবি কোচবিহার জেলায়, এসে পৌঁছাল দুই কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। দিনহাটা এবং মাথাভাঙ্গায় মোতায়ন করা হয়েছে এই দুই কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। নির্বাচনের আগে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নির্বাচনের আগে থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আরও বেশ

কয়েক কোম্পানি কোচবিহারে এসে পৌঁছাবে বলে খবর। লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ এখনো ঘোষণা হয়নি। তার আগেই ভোটের দামামা প্রায় বেজে গেল। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবং ভোটের আগে কোথাও যেন কোনোরকম কোনো সন্ত্রাস না ছড়ায় মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী। মালদা জেলাতেও ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছেছে। শুক্রবার গভীর রাতে মালদার কালিয়াচকে এসে পৌঁছায় কয়েক কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী। শনিবার সকাল থেকেই কালিয়াচক ও মোথাবাড়ি থানা এলাকার বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে তাদের রুটমার্চ। নির্বাচনের আগেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কেন্দ্র বাহিনীর এমন টহলদারিতে অনেকটাই আস্থা প্রকাশ করছেন সাধারণ মানুষ। নির্বাচনের আগে এই ধরনের টহলদারি রুটমার্চ এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অনেকটাই সাহায্য করবে বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা।

৩ বছরেও চালু হয়নি জলের ট্যাঙ্ক, সমস্যায় পড়েছেন ঘাটালের কয়েকটি গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২ মার্চ ঃ প্রতি ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছিল জলের ট্যাঙ্ক। কিন্তু ৩ বছর পার হওয়ার পরও সেই জলের ট্যাঙ্ক চালু না হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন ঘাটালের বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষজন। পানীয় জলের সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতিও। ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ব্লকের মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মুলগ্রাম এলাকায়। জানা গেছে, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় তিন বছর আগে ৬ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঘাটালের মুলগ্রামে তৈরি হয়েছিল জলের ট্যাঙ্ক। কিন্তু তিন বছর পার হয়ে গেলেও চালু হয়নি সেই জলের ট্যাঙ্ক থেকে জল সরবরাহ। জলের ট্যাঙ্ক চালু না হওয়ায় পাম্প থেকে এখনও সরাসরি দেওয়া হচ্ছে পানীয় জল। ফলে পাম্প থেকে কাছাকাছি কয়েকটি ঘরে জল পৌঁছালেও, গ্রামের বেশিরভাগ বাড়িতেই ঠিকমতো পৌঁছায় না পানীয় জল। যার কারণে সমস্যায় পড়েছেন মুলগ্রামের মানুষজন। মুলগ্রাম ছাড়াও বীরমোহনপুর, হেমনগর, আলুই সহ বেশ কিছু এলাকায় এই জলের ট্যাঙ্ক থেকে জল দেওয়ার কথা। জলের ট্যাঙ্ক থেকে জল সরবরাহ চালু না হওয়ায় সমস্যায় বেশ কিছু এলাকা। পানীয় জলের সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি বিকাশ কর। তিনি বলেন, মুলগ্রামে ৬ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে PHE -র কাজটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এজেন্সির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছি। PHE -র নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকেও জানিয়েছি। তিনি আরও জানান, ঘাটাল মহকুমা শাসককেও জানাব দ্রুত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য। এখন দেখার কবে এই জলের ট্যাঙ্ক থেকে জল পরিষেবা চালু হয় ও পানীয় জল সরবরাহের সমস্যার সমাধান করবে হয়, সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে এলাকাবাসী।

E-TENDER INVITING NOTICE

Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-29(2nd call)/2023-24
(Memo No: 508 /Panch , Dated: 01/03/2024)

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of two (02) nos. work in different above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in) and Office Notice Board.

Sd/-
Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

নদীতে ভেসে থাকা বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার

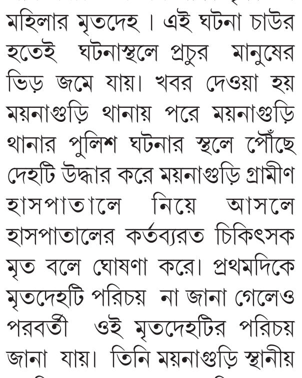

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ মার্চ ঃ শনিবার ময়নাগুড়ি ফার্ম শহীদগড় পাড়ায় জর্দা নদীতে ভেসে থাকতে দেখে এক বৃদ্ধাকে এলাকার মানুষজন। এদিন সকালে শহীদ গড়ের এক বাসিন্দা প্রথমে দেখতে পান নদীতে ভেসে থাকা বৃদ্ধা ঐ মহিলার মৃতদেহ। এই ঘটনা চাউর হতেই ঘটনাস্থলে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায়। খবর দেওয়া হয় ময়নাগুড়ি থানায় পরে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনার স্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে মৃতদেহটি পরিচয় না জানা গেলেও পরবর্তী ওই মৃতদেহটির পরিচয় জানা যায়। তিনি ময়নাগুড়ি স্থানীয় গোবিন্দনগর এলাকার বাসিন্দা। মৃত মহিলার নাম রোমিও বালা রায় বয়স আনুমানিক ৯০ বছর, স্বামীর নাম মৃত প্রিয়নাথ বর্মন। কিভাবে এই বৃদ্ধা, নদীর পাড়ে আসলো এবং জলে ডুবে গেল সেই প্রশ্ন এলাকাবাসীদের মধ্যে।যদিও এ ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites Abridge Short Notice Inviting Quotation off line for the works of

1. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election, 2024 at MSA Indoor Stadium, under Purulia (T) PS** in the District of Purulia."
2. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election, 2024 at ITI Government College Duarsini under Manbazar** PS in the District of Purulia."
3. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election, 2024 at Lalpur Community Hall under Hura PS** in the District of Purulia."
4. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election, 2024 at Maldih ITI College under Balarampur PS** in the District of Purulia."
5. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election, 2024 at Barabazar Community Hall under Barabazar PS** in the District of Purulia."
6. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election, 2024 at Velaitanr Model School under Jhalda PS** in the District of Purulia."
7. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election, 2024 at Raghunathpur Block-II Community Hall, Cheliyama under Raghunathpur PS** in the District of Purulia."
8. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election, 2024 at Gagnabad Community Hall under Adra PS** in the District of Purulia."
9. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election, 2024 at Sampriti Sadan under Neturia PS** in the District of Purulia."
10. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election, 2024 at Karmatirtha under Arsha PS** in the District of Purulia."

NIQ No. 37_2nd Call [Retender] of 2023- 2024 The quotations will be received upto 02:00pm on 04-03-2024 and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only.
Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- **http://wbpwd.gov.in**

Sd/ A. Maji
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division, P.W.D.

শিশু চোর সন্দেহে মহিলাকে গণপিটুনি উত্তেজিত জনতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ মার্চ ঃ শিশু চোর সন্দেহে এক মহিলাকে ধরে গণপিটুনি দিলো উত্তেজিত জনতা। এমনকি বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে ওই মহিলাকে রীতিমতো জেরা করে এলাকার প্রমিলা বাহিনী। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পুড়াটুলিতে। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই মানুষ ভিড় করে ওই এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। মধ্যবয়স্ক ওই মহিলাকে জনতার রোষ থেকে উদ্ধারের পর আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অচেনা এক মহিলা এদিন পুড়াটুলি এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে সন্দেহজনক ভাবে উঁকি ঝুঁকি মারছিল। এরপরই ওই এলাকার এক গৃহস্থ মন্টু বাগচীর বাড়িতে ঢুকে যায়। তার অল্পবয়সী সন্তান রয়েছে। তখনই ওই মহিলাকে হাতেনাতে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকে। আর তারপরেই হৈচৈ পড়ে যায় গোটা এলাকায়। উল্লেখ্য, মালদায় ছেলেধরার ঘটনা নিয়েই যেমন গুজব ছড়াচ্ছে, তেমনি আতঙ্কে রয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। আর এই ঘটনায় পুড়াটুলিতে আবারও নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে সাধারণ মানুষ। যদিও ওই মহিলাকে স্থানীয় বাসিন্দারা জেরা করলেও সে তার নিজের নাম এবং ঠিকানা একেক সময় ভিন্ন ভাবে জানিয়েছে। তাতেই এলাকার মানুষদের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। এরপরই ওই এলাকার একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে চলে চড়-থাপ্পর। স্থানীয় বাসিন্দা ফাল্গুনী বাগচী জানিয়েছেন, এদিন তার বাড়িতে হঠাৎ করে ওই মহিলা ঢুকে পড়ে। সেই সময় তার সন্তান খেলাধুলা করছিল। কিছু নেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু উদ্দেশ্যেই ওই মহিলা বাড়িতে ঢুকেছিল। তবে যেভাবে ছেলে ধরার আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তাতে আমরা মনে করছি শিশু চুরি করতে হয়তো ওই মহিলা এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। এরপরই পাড়ার লোকজন জড়ো হয়। পরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলাকে আপাতত আটক করা হয়েছে। সে তার নাম পরিচয় সঠিকভাবে জানায়নি। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

হিমঘরে আলু রাখার বন্ড নিয়ে চরম অব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ মার্চ ঃ সম্প্রতি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাহাদুর কোল্ড স্টোরেজে আলু চাষিদের বন্ড দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছর হিমঘরে আলু রাখতে গিয়ে বন্ড কে ঘিরে একাধিকবার জলপাইগুড়ির বিভিন্ন কোল্ড স্টোরেজে ছড়িয়ে ছিলো অশান্তি। এবারও কি একই পথে এগোচ্ছে, আশঙ্কা আলু রাখার বন্ড নিতে আসা চাষিদের মধ্যে। যদিও এই প্রসঙ্গে বাহাদুর কোল্ড স্টোরেজের ম্যানেজার শংকর পাল ও প্রায় এক মত। বন্ড প্রদান প্রসঙ্গে তিনি জানান, ৫ লক্ষ ৭১ হাজার প্যাকেট রাখার ক্ষমতা রয়েছে এই হিমঘরে। যার মধ্যে ৩০ শতাংশ ভর্তি রয়েছে, যদিও মার্চ মাসের ১ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত বন্ড বিলি করার কথা। তবে প্রতিদিন যে ভাবে আলু চাষিদের ভিড় বাড়ছে তাতে এটা বলা সম্ভব নয় ঠিক কত দিন এই প্রক্রিয়া চালু রাখা যাবে। ভোর থেকেই কোল্ড স্টোরেজের সামনে ভিড় ঠেলে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাদের মধ্যে অনেকেই অভিযোগ করে বলেন, এক বার লাইন এগিয়ে যাচ্ছে, আবার পেছনে চলে আসছি আমরা। এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল এক ভিডিও তে দেখা যাচ্ছে, লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা আলু চাষিদের মধ্যে এতটাই চাপ যে আচমকাই বেশ কিছুজন হুড়মুড়িয়ে নর্দমায় পরে যাচ্ছেন। এদিকে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাহাদুর কোল্ড স্টোরেজে আলু রাখার বন্ড বিলি নিয়ে সৃষ্টি অরাজকতা থামাতে ছুটে যান কোতোয়ালি থানার আইসি। আইসি সঞ্জয় দত্তের নেতৃত্বে বিশাল পুলিস বাহিনী, এরপরই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

খাওয়া দাওয়া

ঝটপট জেনে নিন দুধ মুগ পটলের রেসিপি

পটলের মরশুম সবে শুরু হয়েছে। অনেকেই কিন্তু পাতে পটল দেখলে মুখ বেঁকান! কিন্তু মুগ ডালে ফেলে পটল দুধ দিয়ে রাঁধলে, সেই রেসিপি চেটেপুটে যে সাফ হবে, তা বাজি রেখে বলা যায়। তাহলে ঝটপট জেনে নিন দুধ মুগ পটলের রেসিপি।

উপকরণঃ
পটল- ৩-৪টি
সোনা মুগ ডাল- ১ কাপ
দুধ- ১ কাপ
ঘি- ২ চামচ
গোটা জিরে- ১২ চামচ
শুকনো লঙ্কা- ২টি
আদাবাটা- ১ চা-চামচ
জিরেবাটা- ১ চা-চামচ
কাঁচালঙ্কা- ২টি
নুন, চিনি- আন্দাজমতো

প্রণালীঃ
প্রথমে পটলের খোসা ছাড়িয়ে লম্বা দু'ভাগ করে কেটে হালকা সাঁতলে রাখুন। সোনা মুগ ডাল শুকনো খোলায় ভেজে নিন। এবার প্রেশার কুকারে ডাল, সামান্য নুন এবং পরিমাণমতো জল দিয়ে অর্ধেক সেদ্ধ করে নিন। এবার ঢাকনা খুলে তারমধ্যে পটল দিয়ে ডাল পুরো সেদ্ধ করুন।

এবার আসল কেরামতি! কড়াতে ঘি গরম করে গোটা জিরে এবং শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। এতে আদা ও জিরে বাটা দিয়ে ভালো করে কষান।

এবার সেদ্ধ করা মুগ ডাল ও পটল, স্বাদমতো নুন, চিনি এবং দুধ কড়ায় দিয়ে মিনিট পাঁচেক ঢাকনা বন্ধ করে ফোটান। ডাল ঘন হয়ে গেলে ওপর থেকে ঘি ছড়িয়ে কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে রেখে আঁচ থেকে নামিয়ে নিন। গরম ভাতে পরিবেশন করুন। এর সঙ্গে একটু গন্ধরাজ লেবু। আহা!

ঝণে জর্জরিত ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম, তদন্তের দাবিতে ডেপুটেশন কংগ্রেসের

আগরতলা, ২ মার্চ ঃ সাধারণ মানুষকে মানসম্পন্ন পরিষেবা না দিয়ে বিপুল পরিমাণ ঋণের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম-এর বিরুদ্ধে একটি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সদর জেলা কংগ্রেস কমিটি শনিবার ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম (টিএসইসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী, সদর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তন্ময় রায়, প্রদেশ কংগ্রেসের সেক্রেটারি জয়দীপ রায় বর্মন, ত্রিপুরা যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীল কমল সাহা, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এসসি সেলের চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস প্রমুখ প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন যারা টিএসইসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবাশিস সরকারের সাথে দেখা করে ডেপুটেশন দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, ৩ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম রাজ্যের একটি লাভজনক সংস্থা ছিল, যার মোট মূলধন ছিল ৩৩২.৫২ কোটি টাকা।

কিন্তু ত্রিপুরায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের সূচনার সাথে লাভের পরিবর্তে টিএসইসিএলএর প্রায় ৫১৮.৪৯ কোটি টাকা ঋণ রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এই পরিস্থিতি রহস্যজনক। কারণ একদিকে দপ্তর নাগরিকদের মানসম্পন্ন সেবা প্রদানে মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়েছে, অন্যদিকে দপ্তর তীব্র কর্মী সংকটে ভুগছে। কংগ্রেস নেতা যথাযথভাবে বিভাগ পরিচালনা করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য বর্তমান বিদ্যুৎমন্ত্রীর ভূমিকার সমালোচনা করেছেন এবং বিদ্যুতের শুল্ক বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

প্রদেশ কংগ্রেস অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেছে। কীভাবে টিএসইসিএল মানসম্পন্ন পরিষেবা সরবরাহ না করে এবং দীর্ঘদিন ধরে কর্মী নিয়োগ না করে এত বড় ঋণের মধ্যে রয়েছে। কংগ্রেস নেতারা হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন যদি দাবি মানতে ব্যর্থ হয় তাহলে আগামীদিনে রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ শুরু করবে দল।

অসমে লোকসভা প্রার্থীদের প্রথম ও চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে অসমের ১১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের প্রথম ও চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি। আজ নয়াদিল্লিতে দলের সদর দফতরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় মহাসচিব অরুণ সিং। প্রকাশিত তালিকা অনুয়ায়ী গোটা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি অসমের মোট ১৪-এর মধ্যে ১১টি আসনের প্রার্থী চূড়ান্ত হয়েছে। বাকি তিন আসনের মধ্যে বিজেপির জোটশরিক দুই আঞ্চলিক দল যথাক্রমে অসম গণ পরিষদ (অগপ) দুটি এবং বড়োল্যান্ডের ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল) একটি আসনে প্রার্থী দেবে। প্রকাশিত তালিকায় বেশ কয়েকজন প্রথমসারির নেতা রয়েছেন যাঁরা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন। তাঁদের মধ্যে মর্যাদাসম্পন্ন গুয়াহাটি আসনে বিজুলি কলিতা মেধি, ডিব্রুগড়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, কাজিরাঙায় বিদ্যমান সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা, যোরহাটে বিদ্যমান সাংসদ তপন গগৈ, তেজপুরে রঞ্জিত দত্ত (নতুন মুখ তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী), দরং-ওদালগুড়িতে বিদ্যমান সাংসদ দিলীপ শইকিয়া, করিমগঞ্জে বিদ্যমান সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, শিলচরে নতুন মুখ তথা রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, নগাঁওয়ে নতুন মুখ সুরেশ বরা, লখিমপুরে বিদ্যমান সাংসদ প্রদান বরুয়া, ডিফুতে নতুন মুখ অমর সিং তিসো।

কবর না দাহটানাপড়েনে ঢাকায় মর্গে পড়ে অভিশ্রুতির দেহ

ঢাকা, ২ মার্চঃ ঢাকার অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে সাংবাদিক অভিশ্রুতি শাস্ত্রীর। কিন্তু তাঁর শেষকৃত্য নিয়ে শুরু হয়েছে টানাপড়েন। মেয়ের দেহ কবর দিতে চান অভিশ্রুতির বাবা। কিন্তু সনাতন ধর্মাবলম্বীরা চান দেহ দাহ করতে। এই জটিলতার কারণে এখনও ঢাকায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটের মর্গে পড়ে আছে অভিশ্রুতির দেহ। জটিলতা তৈরি হয়েছে দেহ হস্তান্তর নিয়েও। বৃহস্পতিবার ঢাকার বেইলী রোডের রেস্তরাঁর অগ্নিকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত মারা গিয়েছেন ৪৬ জন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন তরুণ সাংবাদিক অভিশ্রুতি। তাঁকে সন্তান দাবি করেছেন বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা কুষ্টিয়ার সবুজ শেখ। তিনি ইসলামি বিধান মেনে অভিশ্রুতির মরদেহ কবর দিতে চান। তবে এই দাবি নাকচ করেছেন পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা।

সনাতনিরা বলছেন, মরদেহ কবর নয়, আগুনে পুড়িয়ে দাহ করা হবে সনাতন রীতিতে। ভারতের বেনারস থেকে অভিশ্রুতির 'ঘটনাচক্রে' বাংলাদেশে আসার কথা জানিয়েছেন ঢাকার রমনা কালীমন্দির কমিটির সভাপতি উৎপল সাহা। তিনি শনিবার প্রচারমাধ্যমে বলেন, ''আমাদের মন্দিরে এসে অভিশ্রুতি পূজা করতেন। সেখান থেকেই তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। সেই সূত্রেই আমরা জানতে পেরেছি, তাঁর পরিবার বারাণসীতে ছিল। সেখানকার একটি মন্দিরে তাঁর বাবা ও মা সেবায়ত ছিল। কোনও একটা ঘটনাচক্রে তিনি বাংলাদেশের কুষ্টিয়াতে এসেছিলেন এবং এখানে একটি মুসলিম পরিবারে থেকে পড়াশোনা করছিলেন। উৎপলবাবুর মতে, অধিকতর তদন্ত করে অভিশ্রুতি শাস্ত্রীর আসল পরিচয় সামনে আনা জরুরি। তিনি আরও বলেন, পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর অভিশ্রুতি শাস্ত্রী যদি মুসলমান হন, তাহলে সেই ধর্মীয় রীতিতে, আর যদি হিন্দু হন, তাহলে সেই ধর্মীয় রীতিতে সৎকার করতে হবে। অভিশ্রুতির আত্মীয় হারুন অর রশীদ শনিবার বলেন, শুক্রবার রাত পর্যন্ত কথা ছিল বৃষ্টি খাতুনের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তবে পরে পরিবারকে জানানো হয়, ডিএনএ পরীক্ষা ছাড়া লাশ হস্তান্তর করা হবে না। বৃষ্টির বাবা লাশ নেওয়ার জন্য শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে বসে আছেন। এই ইনস্টিটিউটের মর্গেই রাখা হয়েছে বৃষ্টির লাশ। অভিশ্রুতি ইডেন কলেজের দর্শন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী, থাকতেন ঢাকার মৌচাকের সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির এলাকায়। অভিশ্রুতি গত জানুয়ারি মাসে যোগ দেন ওই পোর্টালে। চলতি মাসেই নতুন একটি কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। তুষারের নতুন জায়গায় চাকরি উপলক্ষে দুজনে বৃহস্পতিবার ঢাকার বেইলি রোডের রেস্তরাঁটিতে খেতে গিয়েছিলেন। অভিশ্রুতির এক বন্ধু মাহফুজুর রহমান একটি পোস্টে লিখেছেন, 'ধর্মপরিচয় নিয়ে প্রশ্নের সমাধানে প্রয়োজনীয় তথ্য রয়েছে আমার কাছে। ও যাঁদেরকে বাবা-মা হিসাবে পরিচয় দিত, তাঁরা মুসলিম হলেও ও নিজে সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। কারণ অভিশ্রুতির মতে কুষ্টিয়ার সবুজ শেখ ও তার স্ত্রী মূলত তাঁর পালক পিতামাতা। ওকে ভারতের কোনও একটা হিন্দু পরিবার থেকে দত্তক নেওয়া হয়েছিল।' কুষ্টিয়ার বৃষ্টি খাতুন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এবং তাঁর চাকরিক্ষেত্রে অভিশ্রুতি শাস্ত্রী নামে পরিচিত ছিলেন। তবে তাঁর জন্মনিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং চাকরির জন্মবৃত্তান্তে নামের ক্ষেত্রে কোনোটিতে বৃষ্টি খাতুন আবার কোনোটিতে অভিশ্রুতি শাস্ত্রী নামটা দেওয়া আছে। এসব নথিতে বাবার নামের জায়গায় শাবলুল আলম এবং মায়ের নাম বিউটি বেগম লেখা। তবে চাকরির জন্মবৃত্তান্তে মায়ের নাম অপর্ণা শাস্ত্রী লেখা। এদিকে, অভিশ্রুতির মতোই ঢাকার অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছেন তুষার হালদার নামে আরেক সাংবাদিক।

শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন

আগরতলা, ২ মার্চঃ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পারিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষা শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। দিনের শেষে রাজ্যের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়েছে, প্রথম দিন ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। পূর্ব ঘোষিত সূচি অনুযায়ী শনিবার রাজ্যের ১৪৪টি ভ্যানু সহ ৬৯টি কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ হয়েছে। প্রায় ৪০ হাজার পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য পর্ষদে নাম নথিভূক্ত করেছিল। দুপুর ১২টা থেকে শুরু হয় পরীক্ষা। পরীক্ষা হয় তিন ঘণ্টার। বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রে অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় কোনও ধরনের ঘাটতি রাখেনি পর্ষদ। মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ভাষাপত্রটি ৭ মার্চ নির্ধারিত হয়। ১২ মার্চ ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং ভূগোল পরীক্ষা, ১৬ মার্চ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং জীববিদ্যা। গণিতের বেসিক এবং স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষা ২১ মার্চ এবং ২৩ মার্চ ঐচ্ছিক বিষয়গুলির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

অসমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আবেগিক নয়, হৃদয় থেকে ভালোবাসতে হবে, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী

১১২ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে নবনির্মিত কর ভবন উদ্বোধন হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ২ মার্চ ঃ অসমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কেবল আবেগিক নয়, হৃদয় থেকে ভালোবাসতে হবে। ছোট ছোট বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। কেবল একজন ব্যক্তির স্বপ্ন-বলে কোনও একটি রাজ্যের পরিবর্তন করা যায় না। এটা করতে হলে প্রয়োজন সামূহিক প্রয়াস, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ গুয়াহাটির গণেশগুড়িতে ১১২ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে নবনির্মিত কর ভবন উদ্বোধন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে এ কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রিন বিল্ডিং নির্মাণে ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। কোনও একটি অট্টালিকা নির্মাণের সময় লোকনির্মাণ (পূর্ত) বিভাগকে কীভাবে বিদ্যুৎ রেহাই করতে হবে, তার প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে জীবিত রাখতে হবে। অট্টালিকা নির্মাণের সময় যাতে সৌরশক্তি ব্যবহার করা যায়, সে ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংকল্প নিয়েছেন, আগামী তিন বছরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যেকটি কার্যালয় সৌরশক্তির ওপর নির্ভরশীল হবে। তা হবে পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখতে সফল পদক্ষেপ। বিদ্যুতের হিসাব পরীক্ষা ফার্ম গঠন করে জরুরিকালীন পরিষেবার কার্যালয়গুলি ছাড়া বাকি কার্যালয়গুলিতে স্বয়ংক্রিয় বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হবে বলে জানান তিনি। হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, ইতিমধ্যে রাজ্যে ২৩২টি কার্যালয়ে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ উদ্বোধিত নবনির্মিত ভবন উন্নত কর ব্যবস্থাপনা, ৫০০-এর বেশি আদিকারিক-কর্মচারীর জন্য সুবিধা, রাজ্যের অর্থব্যবস্থার উন্নয়ন তথা সুষ্ঠু কর সংগ্রহ প্রক্রিয়া গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক গতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

রাজ্যের প্রত্যেক কার্যালয় নির্মাণ করতে যাতে সৌরশক্তি এবং জীবাশ্ম ইন্ধনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যায়, সে ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে লোকনির্মাণ বিভাগের প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

ড. হিমন্তবিশ্ব বলেন, জিএসটি বলবৎ হওয়ার পর কর বৃদ্ধি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ লাভ করেছেন। আধিকারিক-কর্মচারীরা কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করতে পারলে কর বৃদ্ধি হয়। জিডিপি-র হার কতদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে দিকেও লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানান তিনি। দেশের অন্যান্য রাজ্য কীভাবে কর আহরণ বৃদ্ধি করেছে, সে সব বিষয়াবলি জানতে পাঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি রাজ্যে গিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে তরুণ আধিকারিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীয়ে।

তিনি বলেন, অসম আজ তড়িৎগতিতে বিকাশের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এর আগে বিকাশ এভাবে গতি লাভ করেনি। অসমের মানুষের মধ্যে অভ্যন্তরীণ শক্তি আছে। অথচ আমাদের এই শক্তি অপ্রয়োজনীয় কাজে লাগানো হচ্ছে। শক্তি যখন ইতিবাচক কাজে প্রয়োগ করা হয়, তখন সবকিছুই সম্ভব হয়। যুব প্রজন্মের আদিকারিকদের এ বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ইতিবাচক মানদণ্ড ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বজায় রাখার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। আজকের কর ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্য বহুজনের মধ্যে ছিলেন, অর্থ দফতরের মন্ত্রী অজন্তা নেওগ, বিধায়ক অতুল বরা, বিশেষ মুখ্যসচিব ড. রবি কোটা, অর্থ দফতরের কমিশনার-সচিব জয়ন্ত নার্লিকার, কর আয়ুক্ত পল্লব গোপাল ঝা প্রমুখ।

সালিসি সভায় অভিযোগকারীকে মারধরের অভিযোগ উপ প্রধান ও স্থানীয় তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

রাজারহাট, ২ মার্চঃ পঞ্চায়েত অফিসেই সালিসি সভায় অভিযোগকারীকে মারধরের অভিযোগ উপ প্রধান ও স্থানীয় তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। রাজারহাট কালিকাপুরের বাসিন্দা হাজী মোস্তফার অভিযোগ, তার ভাইয়ের সাথে একটি জমি সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসার জন্য শুক্রবার পাথরঘাটা পঞ্চায়েত অফিসে আসতে বলা হয় তাকে ২৭ ফেব্রুয়ারি চিঠি পাঠানো হয়েছিল তাদের দুই ভাইকে। তাতে সাড়া দিয়ে শুক্রবার উভয় পক্ষ হাজিরও হয়েছিলেন পাথরঘাটা পঞ্চায়েত অফিসে। অভিযোগ শুক্রবার বিকেলে পাথরঘাটা পঞ্চায়েতের দুতলায় উপ প্রধানের বন্ধ ঘরে শুরু হয় সালিসি সভা। উপ প্রধান টুটুন গাজী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পিংকি মণ্ডলের স্বামী তথা পাথরঘাটা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শশাঙ্ক মণ্ডল সহ আরও কয়েকজন স্থানীয় তৃণমূল নেতা। হাজী মোস্তফার দাবি, মীমাংসা চলাকালীন কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছিল জমিটি নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে কোর্টে মামলা চলছে। এই কথা শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন সেখানে উপস্থিত পঞ্চায়েত উপ-প্রধান ও অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বরা। এরমধ্যে মেজাজ হারায় পাথরঘাটা পঞ্চায়েতের উপ প্রধান টুটুন গাজী। অভিযোগ তিনি হাজি মোস্তফাকে বন্ধ ঘরের ভেতরেই মারধর করেন। এরপর হাজী মোস্তফা অভিযোগ জানাতে পৌঁছয় টেকনোসিটি থানায়। মোস্তফার অভিযোগ সেখানে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখার পর তাকে জানানো হয় তার বাড়ি রাজারহাট থানার অন্তর্গত সেই কারণে তাকে রাজারহাট থানায় যেতে হবে। এরপর রাজারহাট থানায় পৌঁছলে তাকে জানানো হয় থানার বড়বাবু থানাতে নেই তাই সেই মুহূর্তে তার অভিযোগ নেওয়া সম্ভব নয়। রাজারহাট থানাতেও দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখার পর জানানো হয় তাকে টেকনোসিটি থানায় যেতে হবে। তারপর সন্ধ্যা বেলায় যখন তিনি আবার টেকনোসিটি থানায় পৌঁছন, তখন থানার সামনে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যদের থেকে শুরু করে তৃণমূল কর্মীরা প্রায় তিন থেকে চারশো জন জড়ো হয়ে যায় বলি দাবি করেন মোস্তফা। তার তার অভিযোগ তাকে ভয় দেখানো হয়।

Name Change
I, Tarun Dey (old name) S/O Amulya Kr. Dey, residing at 14/14, B.P. Mitra Road, Baranagar, Alambazar, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700035, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Tarun Kanti Dey (new name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Barrackpore, North 24 Pgs on 05/07/2021. Tarun Kanti Dey (new name) and Tarun Dey (old name) both are same identical person.

Name Change
I MD SALAHUDDIN ANSARI,SON OF MD ALAUDDIN, RESIDING AT 31 PILKHANA 3RD BYE LANE,HOWRAH-711101,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SALAHUDDIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT KOLKATA ON 01/03/2024.THAT MD SALAHUDDIN ANSARI AND MD SALAHUDDIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SUSEN BALA,SON OF FATIK BALA, RESIDING AT BETAI DANGA-PARA,PO-BETAI,NADIA-741163,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSHEN BALA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/03/2024.THAT SUSEN BALA AND SUSHEN BALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, ASHMITA DAS, D/O SUDIP DAS, R/O 17A, GANGADHAR BABU LANE, PO BOWBAZAR, PS BOWBAZAR, KOLKATA -700012, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASMITA DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/03/2024, THAT ASMITA DAS AND ASHMITA DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SARWARY BEGUM, W/O ABDUL SATTAR, R/O 41/H/3, BRIGHT STREET, PO CIRCUS AVENUE, PS KARAYA, KOLKATA -700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SARWARI BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/03/2024, THAT SARWARY BEGUM AND SARWARI BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SAKUNTALA DEVI(OLD NAME) W/O SUBHAS PRASAD GUPTA, R/O 165/1, BAITHAK KHANA ROAD, AMHERST STREET, PS MUCHIPARA, KOLKATA -700009, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAKUNTALA DEVI GUPTA(NEW NAME)VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/03/2024, THAT SAKUNTALA DEVI AND SAKUNTALA DEVI GUPTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I AFRUZ HAYAT, S/O SAFDAR NAWAB KHAN, R/O 2D, TILJALA LANE, PO BALLYGUNGE, KOLKATA -700019, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AFROZ HAYAT KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/03/2024, THAT AFRUZ HAYAT AND AFROZ HAYAT KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I YASHU, S/O RAJ KUMAR TIBREWALLA, R/O G-8, SPACE TOWER, RABINDRA PALLY, RAJARHAT GOPALPUR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700059, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YASHU TIBREWALLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/02/2024, THAT YASHU AND YASHU TIBREWALLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ANIL KUMAR JAISWAL, S/O JAMUNA PRASAD JAISWAL, R/O 183/B, VIVEKANANDA ROAD, PS BURTALLA, KOLKATA -700006, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANIL JAISWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/03/2024, THAT ANIL KUMAR JAISWAL AND ANIL JAISWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RAJIV KUMAR GHOSH, S/O DURGA PADA GHOSH, R/O 221/1, R.N. TAGORE ROAD, PS DUMDUM, BARRACKPORE -700077, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJIB KUMAR GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/03/2024, THAT RAJIV KUMAR GHOSH AND RAJIB KUMAR GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ARINDAM KUMAR DEY, S/O RANAJIT KUMAR DEY, R/O 31, RAMKRISHNA NAGAR, K.K. ROAD EXTENSION, P.S. HARIDEVPUR, KOLKATA -700082, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARINDAM DEY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/03/2024, THAT ARINDAM KUMAR DEY AND ARINDAM DEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PRABIR KUMAR CHATTOPADHYAY, S/O NIRMAL KUMAR CHATTERJEE, R/O NETAJI PARK, PO CHAKDAH, PS CHAKDAH, NADIA-741222, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRABIR KUMAR CHATTERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KALYANI NADI ON 12/02/2024, THAT PRABIR KUMAR CHATTOPADHYAY AND PRABIR KUMAR CHATTERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ASHOK SARDAR, S/O SANJAY SARDAR, R/O UTTAR REDOKHALI, JOYRAMKHALI, CANNING-1, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743329, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHOK KUMAR SARDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/03/2024, THAT ASHOK KUMAR SARDAR AND ASHOK SARDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি, SUNITA HANSDAH (পুরাতন নাম) স্বামী KARTICK MURMU ঠিকানা-DIGHIR SENPARA, PO DASGHARA-II, PS DHANIAKHALI, DIST HOOGHLY, PIN-712402, WEST BENGAL, INDIA, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 02.03.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SUNITA MURMU (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। SUNITA MURMU (নতুন নাম) এবং SUNITA HANSDAH (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I AAYUSH JHA, S/O SANTOSH KUMAR JHA, R/O 117/4, MIRAPARA ROAD, 1ST FLOOR, PO BHATTNAGAR, HOWRAH -711203, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AAYUSH KUMAR JHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/03/2024, THAT AAYUSH KUMAR JHA AND AAYUSH JHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RANIT GHOSH, S/O RAJIB KUMAR GHOSH, R/O 221/1, R.N. TAGORE ROAD, PS DUMDUM, BARRACKPORE -700077, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANIT KUMAR GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/03/2024, THAT RANIT KUMAR GHOSH AND RANIT GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOHAMMED AQEEL, SON OF MOHAMMAD SAYEED ANSARI @ MOHAMMED SAYEED ANSARI, RESIDING AT Q-549, PAKARIA TALAB, PS RAJABAGAN, KOLKATA -700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD AQIL ANSARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/03/2024, THAT MOHAMMED AQEEL AND MOHAMMAD AQIL ANSARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SUTAPA BISWAS, W/O TAPAN KUMAR BALA, R/O VILL CHOWBERIA, PO PANCHAR, PS JAMALPUR, PURBA BURBA BURDWAN, PIN-713401, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUTAPA BALA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/03/2024, THAT SUTAPA BALA AND SUTAPA BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ARPITA CHAKRABORTY, W/O SUDIP CHAKRABORTY, R/O 132/A, P.G.H. SHAH ROAD, JADAVPUR, KOLKATA -700032, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARPITA CHAKRAVORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/03/2024, THAT ARPITA CHAKRAVORTY AND ARPITA CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Joynal Sarkar (old name) S/O Late Mafijuddin Sarkar, residing at Vill & PO.- Narayanpur, P.S.- Kumarganj, District- South Dinajpur, Pin- 733141, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Jaynal Sarkar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/02/2024. Jaynal Sarkar (new name) and Joynal Sarkar (old name) both are same identical person.

Name Change
I SOVA RANI ROY, W/O LATE KALI DAS ROY, R/O BISWAKABIPARA, PO SIMLA, PS SERAMPORE, HOOGHLY, PIN-712203, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHOBHA RANI ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/03/2024, THAT SOVA RANI ROY AND SHOBHA RANI ROY, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I BHAGABAN SHOW, S/O SHOUKHI SHAW, R/O 89/A/1, S.P. BANERJEE ROAD, PS BARANAGAR, BARRACKPORE -700035, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHAGWAN SHAW, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/03/2024, THAT BHAGWAN SHAW AND BHAGABAN SHOW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Mohammad Rafiqul Islam (old name) S/O Late Aftabuddin Ahamed, residing at Vill- Paschim Bibipur, PO.- Begumpur, P.S.- Matia, District- North 24 Pgs, Pin- 743437, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rafiqul Islam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/02/2024. Rafiqul Islam (new name) and Mohammad Rafiqul Islam (old name) both are same identical person.

Name Change
I SHAIKH ISRAFIL,SON OF LATE SHAIKH ISMAIL,RESIDING AT 100/4/2,M P SCHOOLROAD,PS-RAHARA,KOLKATA-700119,WEST BENGAL ,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ISRAFIL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/03/2024.THAT SHAIKH ISRAFIL AND SK ISRAFIL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, SMT. SARASWATI SHARMA W/O CHINMAY SHARMA Resident of Mathapur Road, Ganga Nagar, PO & PS-Nabadwip, Dist-Nadia WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name SARASWATI SHARMA instead of SARASWATI CHAKRABORTY, my husband's actual name CHINMAY SHARMA instead of CHINMOY CHAKRABORTY and my son's actual name ATRI SHARMA instead of ATRI CHAKRABORTY, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Nabadwip, Nadia on 28/02/24. Saraswati Sharma and Saraswati Chakraborty, Chinmay Sharma and Chinmoy Chakraborty, Atri Sharma and Atri Chakraborty same and one identical person.

Name Change
I, Md Golam Nabi Gazi (old name) S/O Arab Ali Gazi, residing at Vill- Chowra, PO.- Biramnagar, P.S.- Basirhat, District- North 24 Pgs, Pin- 743422, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Golam Nabi Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/02/2024. Golam Nabi Gazi (new name) and Md Golam Nabi Gazi (old name) both are same identical person.

Name Change
I SHARAN SINGH ARORA,SON OF RANBIR SINGH, RESIDING AT MANI TOWERS 31/41,FLAT-7UC BINOVA BHAVE ROAD, NEW ALIPORE, KOLKATA-700038,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHARAN SINGH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/03/2024.THAT SHARAN SINGH ARORA AND SHARAN SINGH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, NANDINI MUKHERJEE স্বামী-Susanta Kumar Mukhopadhyay নিবাস-'সুগম সবুজ', ফ্ল্যাট-ই-১বি, ১২৫, এন.এস. রোড, রাজপুর-সোনারপুর (এম), থানা-নরেন্দ্রপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১০৩ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, গত ০১.০৩.২০২৪ তারিখ আলিপুরে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম শ্রেণীর কোর্টের হলফনামায় আমার নাম NANDINI MUKHOPADHYAY এর পরিবর্তে আমার আসল নাম NANDINI MUKHERJEE ঘোষণা করছি। NANDINI MUKHERJEE এবং NANDINI MUKHOPADHYAY উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change
I, Md Arab Ali Gazi (old name) S/O Didar Gazi, residing at Vill- Chowra, PO.- Biramnagar, P.S.- Basirhat, District- North 24 Pgs, Pin- 743422, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Arab Ali Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/02/2024. Arab Ali Gazi (new name) and Md Arab Ali Gazi (old name) both are same identical person.

Name Change
I PRADEEP JAYSAWAL,SON OF MUNNI LAL JAISWAL , RESIDING AT MANIKPUR GHOLAPARA,DUMDUM, NORTH24PARGANAS - 700079,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRADEEP JAISWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 01/03/2024.THAT PRADEEP JAYSAWAL AND PRADEEP JAISWAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MOHAMMED AQEEL, SON OF MOHAMMAD SAYEED ANSARI @ MOHAMMED SAYEED ANSARI, RESIDING AT Q-549, PAKARIA TALAB, PS RAJABAGAN, KOLKATA -700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD AQIL ANSARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/03/2024, THAT MOHAMMED AQEEL AND MOHAMMAD AQIL ANSARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

জলপাইগুড়িতে শুরু হয়ে গেল কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর, ২ মার্চ ঃ শনিবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়িতে শুরু হয়ে গেল কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ।

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের অরবিন্দ ও বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন জায়গায় রুট মার্চ করেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। এলাকার সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন তারা। এলাকার মানুষদের নির্ভয়ে ভোট দানের আবেদন করেন জওয়ানরা। লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। তার আগেই জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় চলছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি। শুক্রবার বিকেলেই জলপাইগুড়িতে চলে এসেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। শনিবার সকাল থেকে গ্রামের রাস্তায় রুটমার্চ করছেন তারা। মূলতঃ প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকাতেই বেশি ঘুরতে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। অন্যদিকে, লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার আগেই উত্তর দিনাজপুর জেলায় ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছে গেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। জানা গেছে, শুক্রবার রায়গঞ্জ পুলিশ জেলায় দুই কোম্পানি ও ইসলামপুর পুলিশ জেলায় দুই কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছেছে। তার মধ্যে এক কোম্পানি রায়গঞ্জে এবং এক কোম্পানি ইটাহারে রয়েছে। শনিবার শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ। রায়গঞ্জের বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চাঁপদুয়ার, মহারাজপুর, শংকরপুর, লহুজ গ্রাম, হাঁটমণি এলাকায় এদিন রুট মার্চ করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। বিগত নির্বাচন গুলিতে সন্ত্রাস, ভোটলুঠ, সংঘর্ষের ঘটনার সাক্ষী রয়েছে জেলাবাসী। একাধিক প্রাণহানিরও ঘটনা ঘটেছে বিগত নির্বাচন গুলিতে। সেই ঘটনাগুলিকে সামনে রেখে যেকোনো রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে লোক নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার অনেক আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল শুরু হয়েছে বলে মনে করছে রাজনীতিবিদ সহ সাধারণ মানুষ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে পল্লীকবির জন্মদিন পালন

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২ মার্চ ঃ শনিবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এর বর্ধমান শাখা বর্ধমান সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে প্রথম মাসিক সাহিত্য সভা ও পল্লিকবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক এর জন্মদিন পালন করা হয় মর্যাদার সাথে। কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, স্মৃতি চারণা, কবিতা পাঠ ও গানের মধ্যে দিয়ে কবিকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

সাহিত্য পরিষদ এর সম্পাদক কাশী নাথ গাঙ্গুলী কবির স্মৃতি চারণ করে বলেন, পল্লী কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক আমাদের জেলার গর্ব। রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে নিজের প্রচেষ্টায় তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নিজের অসামান্য প্রতিভা দ্বারা। গ্রাম কে তিনি খুব ভালো বাসতেন। তাঁর কবিতায় বারবার গ্রামের কথা উঠে আসে। অনেক কাব্য গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। কবি কে শ্রদ্ধা জানাতে আজও কুমুদ মেলা হয়ে আসছে প্রতি বছর তাঁর গ্রামের সমাধির পাশে। কবি, সাহিত্যিকরা মিলিত হন শ্রদ্ধা জানাতে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে সাহিত্য গবেষক বিদ্যা ভূষণ ভট্টাচার্য্য, নিতাই মুখার্জি, প্রদীপ ব্যানার্জি, দেবনাথ মুখার্জি, সাংবাদিক অপূর্ব দাস কবির স্মৃতি চারণা করেন। কবিতা পাঠ করেন লক্ষণ দাস ঠাকুরা, তাপস ভূষণ সেনগুপ্ত, অশোক বর্মন, সুধীর হাজরা, মিতা মন্ডল, অভিজিত ভট্টাচার্য্য, নমিতা রাউত, সবিতা চট্ট পাধ্যায়, রথীন পার্থ মন্ডল, সংগীতে অংশ নেন, স্বাতী ব্যানার্জী, করবি ঘোষ, চন্দনা সরকার, গার্গী মল্লিক, পূর্বাশা ভান্ডারী, মিলি সান্যাল সহ অন্যান্যরা। সম্পাদক কাশীনাথ গাঙ্গুলির সুচারু সঞ্চালনায় বিকাল সাড়ে ৪ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে। সকলের উপস্থিতি তে অনুষ্ঠান প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন দাবি নিয়ে মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ আশা কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ মার্চ ঃ বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে পুরাতন মালদা ব্লকের মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন আশা কর্মীরা। শনিবার শতাধিক মহিলারা এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এদিন মঙ্গলবাড়ী চৌরঙ্গী মোড় থেকে আশা কর্মীরা তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে একটি মিছিল করে এসে মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আশা কর্মীদের দাবি, তারা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে এবং বর্তমান বাজেটে তাদের কোন পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করা হয়নি। পাশাপাশি প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এককালীন ভাতা না দেওয়া, পুলিস পোলিও ও অন্যান্য কাজের ভাতা বৃদ্ধি না করার প্রতিবাদে এই আন্দোলন। আশা কর্মীরা জানিয়েছেন, তাদের দাবি যদি না মানা হয় তবে আগামী রবিবার থেকে তারা পালস্ পোলিও কর্মসূচি বয়কট করবে। আশা কর্মীদের অভিযোগ, করোনার সময় যে বাড়তি পরিশ্রম তাঁরা করেছিলেন সেগুলোর পাওনা এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন সময় খেলা, মেলায় ও অনুষ্ঠানে তাদের ডিউটি করানো হয়। সেইসব পারিশ্রমিক তারা সঠিকভাবে পাচ্ছেন না। বর্তমান যে ভাতা দেওয়া হয় সেই টাকায় সংসার চলে না তাই তাদের ন্যূনতম বেতন যেন ২৬ হাজার টাকা করা হয়, এসব দাবি নিয়েই এই আন্দোলন করেন পুরাতন মালদার আশা কর্মীরা।

সেতু না পেলে ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রামের বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ মার্চ ঃ এবার সেতু না পেলে ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের চর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দারা। তাঁদের আন্দোলনে শামিল হয়েছে পড়ুয়ারাও। শনিবার এই খবর প্রকাশ্যে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরেই পাকা সেতুর দাবি গ্রামবাসীদের। কারণ, বাঁশের সাঁকো দিয়ে গ্রামের সঙ্গে সারা বছর যোগাযোগ রাখতে ভীষণই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় মানুষকে। সেতুর দাবিতে গ্রামবাসীরা চিঠিও দিয়েছেন প্রশাসনের সমস্ত মহলে। জানিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ককে। বিধায়ক এসেছেন, দেখেছেন, সেতুর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। কিন্তু সেতু আর হয়নি। তাই যদিও এলাকার জনপ্রতিনিধি তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জানিয়েছেন, সেতু তিনি করবেনই। তবে ভোটের আগে এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূল শিবিরকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি নেতৃত্ব। গোবিন্দপুর গ্রামের এক ব্যক্তি আব্দুল রহমান শনিবার জানান, 'আমরা রতুয়া ১ ব্লকের ভোটার। ৪০-৪৫ বছর ধরে এই এলাকায় আছি। বাম আমল থেকেই আমরা উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুর দাবি জানিয়ে আসছি। তৃণমূল আমলে এলাকার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী তজমুল হোসেনকেও সব জানিয়েছি। কিন্তু পাকা সেতু আর হয়নি। ফুলহর নদীর ক্যানালের উপর এই বাঁশের সাঁকো দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ২৫ হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। বিহারের লোকজনকেও এই রাস্তা দিয়েই মালদা যেতে হয়। বিধানসভা ভোট আসলেই বিধায়করা বলেন, এবারই সেতু হবে। ভোট মিটে যাওয়ার পর তাঁরা সব ভুলে যান, সব মিথ্যে। তাই পাকা সেতু না পেলে এবার আমরা লোকসভা ভোট দেব না।' হাতিচাপা গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ আকবর হোসেন বলেন, 'পাকা সেতুর দাবিতে আমরা বিডিও, সেচ দফতরের এগজিকিউটিভ ম্যানেজার, জেলা শাসক সহ সবাইকে জানিয়েছি। বিধায়ককে বারবার বলা হয়েছে। তিনি এসে সব দেখেও গিয়েছেন। সেতুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু কাজ হয়নি। তাই এবার সেতু ছাড়া ভোট নেই।'

কমিশন দাও পারমিশন নাও, কৃষ্ণনগরে তৃণমূলকে কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ২ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রীর আরামবাগের জনসভায় সন্দেশখালিকাণ্ড নিয়ে যতটা সরব হয়েছিলেন মোদী, তার ছিটে ফোঁটাও লক্ষ্য করা গেল না কৃষ্ণনগরের জনসভায়। কৃষ্ণনগরের জনসভা থেকে একটিবার সন্দেশখালি নিয়ে সোচ্চার হতে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। ২৭ মিনিটের বক্তব্যে কেন্দ্রের উন্নয়ন ছাড়া, সিংহভাগটাই ছিল তৃণমূলের বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আক্রমণ। শনিবার সকালে কলকাতার রেসকোর্স থেকে তার হেলিকপ্টার এসে পৌঁছায় কৃষ্ণনগর। হেলিপ্যাড থেকে একটি হুড খোলা গাড়িতে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কে দুপাশে নিয়ে সাধারণ মানুষ এবং কর্মী সমর্থকদের অভিবাদন গ্রহণ করতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। মঞ্চে প্রথমেই পরিষ্কার বাংলায় হরে কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জয় এবং উপস্থিত জনতাকে নমস্কার জানিয়ে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ ময়দানে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের সামনে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, এ মাটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির পরম প্রচারক চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভূমি। আমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে প্রণাম জানাই। তিনি বলেন, এই স্থানে আসতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। প্রধানমন্ত্রী জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, জনসভায় এত মানুষের উপস্থিতি পরিষ্কার একটি বার্তা দিচ্ছে যে, এবার এনডিএ সরকার, চারশো পার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ আমার রাজ্যে দ্বিতীয় দিন। এই দু দিনে আপনাদের জন্য ২২ হাজার কোটি টাকারও বেশি প্রজেক্ট ঘোষণার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। সমস্ত প্রজেক্ট পশ্চিমবঙ্গের কানেক্টিভিটি, বিদ্যুৎ ও পেট্রোলিয়াম সহ অন্যান্য প্রজেক্টকে শক্তিশালী করবে। তৃণমূল রাজ্যের মানুষকে নিরাশ করেছে। এ রাজ্যের মানুষ অনেক আশা নিয়ে বার বার বিশাল সমর্থন দিয়েছে। কিন্তু অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকের অপর নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল মানে, দুর্নীতি, তৃণমূল মানে পরিবারবাদ। মোদীর অভিযোগ তৃণমূল এই রাজ্যের মানুষকে গরিব বানিয়ে রাখতে চায়। তিনি বলেন, রাজ্যে একমাত্র নদীয়ার কল্যাণীতে এইমস হাসপাতাল গড়ে উঠেছে, তাতে সবারই লাভ, রোজগারের একটা নতুন দিশা তৈরি হয়েছে। কিন্তু তৃণমূলের রাগ এখানে ভাগ পায়নি, তাই পরিবেশ দপ্তরের গড়িমসিতে কাজের কিছুটা ব্যাঘাত ঘটেছে। মোদীর আভিযোগ তৃণমূল সরকার কমিশন না পেলে সমস্ত কিছুর অনুমতি আটকে দেয়। মোদীর কটাক্ষ প্রথমে কমিশন তারপর পারমিশন। পাশাপাশি যেভাবে গরিব মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা নিতে দেয়নি এই সরকার। তৃণমূল মা- মাটি - মানুষের কথা বলে ভোট নিয়ে ধোঁকা দিয়েছে, কিন্তু আজ মা-মাটি- মানুষ তৃণমূলের কুশাসনের বিরুদ্ধে মুখ খুলছে। সন্দেশখালির মানুষ নিরাপত্তা চেয়ে কাতর আবেদন করেছে সরকারের কাছে, কিন্তু সরকার কোনও কথাই শোনেনি। সন্দেশখালি কাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহান প্রসঙ্গে মোদী বলেন বাংলার পরিস্থিতি এমন যে এখানে পুলিশ নয়, অপরাধী ঠিক করে কবে আত্মসমর্পণ বা কবে গ্রেপ্তার হবে। এছাড়াও মোদী বলেন, তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গে অপরাধ এবং দুর্নীতিতে এক নতুন উদাহরণ তৈরি করেছে। তৃণমূল এখানে শিক্ষায় দুর্নীতি করেছে। তৃণমূল পুরসভায় দুর্নীতি করেছে। সরকারি জিনিস কেনায় দুর্নীতি করেছে, রেশনে দুর্নীতি করেছে। জমিদখল, চিট ফান্ড, বর্ডারে পশু স্মাগলিং করেছে। কোনও ক্ষেত্র ছাড়েনি। সেই সঙ্গেই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের প্রসঙ্গ টেনে মোদী বলেন, এখানে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে রোখার জন্য নানা চেষ্টা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী অপরাধীকে বাঁচাতে ধর্ণা দিচ্ছেন। তৃণমূল কেন্দ্রীয় প্রকল্পেও দুর্নীতি করতে চায়। মোদী এটা হতে দেয়নি। তাই মোদীকে এক নম্বর শত্রু মনে করে তৃণমূল। কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ ময়দানে জমায়েত হাজার হাজার জনতার সামনে প্রশ্ন ছোড়েন মোদী আপনারাই বলুন, আমি কি এটা হতে দিতে পারি? যদি আমি এদের বিরুদ্ধে লড়াই করি, সেটা ঠিক কি না? পাল্টা প্রশ্ন তুলে মোদী ঠারেটরে বোঝাতে চেয়েছেন দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, এমন ক্ষেত্রে অর্থ দেওয়াটা কি ঠিক। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে তাঁর সরকার বিরোধিতা করবেই। এর পরেই আক্রমণাত্মক সুরে মোদী বলেন, মোদীর গ্যারান্টি, এখন যারা লুট করছে, তাদের সব একদিন ফেরত দিতে হবে।

হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক বনকর্মীর

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২ মার্চ ঃ কালচিনি ব্লকের জয়ন্তীর জঙ্গলে হাতির আক্রমনে মৃত্যু হল এক বনকর্মীর। এই ঘটনায় শনিবার চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। মৃত বনকর্মীর নাম আব্দুল কায়াম মিয়া। তিনি কার্তিকা চা বাগানের বাসিন্দা ছিলেন ও বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জয়ন্তীতে কর্মরত ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এদিন সকালে বনকর্মী আব্দুল কয়াম মিয়া জয়ন্তীর জঙ্গলে ডিউটিতে গিয়েছিলেন সেই সময় একটি হাতি তার উপরে আক্রমণ চালায় ও ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে কালচিনি থানার পুলিশ। বনকর্মীর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে আনা হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

'মহাপ্রভুর জেলাতে এসেও চৈতন্য হল না প্রধানমন্ত্রীর' ঃ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ কৃষ্ণনগরের সভায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখে নেই সিএএ-র কথা। নেই মহুয়া মৈত্রের কথা। বরং রাজ্যের বিভিন্ন স্কিমকে স্ক্যাম বলে উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সেই বক্তব্যকে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। পাশাপাশি তিনি বলেন, এইমস নিয়ে যা উনি বললেন তা সত্যি নয়। চৈতন্যদেবের জেলাতে এসেও তাঁর চৈতন্য হয়নি। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য বলেন, বাংলা স্কিমে বদল করেছে বলে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন। কিন্তু বদলটা কিসের? উনিও তো ইন্দিরা আবাস যোজনাকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা করে দিয়েছেন। আমরা তো মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনা বলিনি! আমরা বাংলা আবাস যোজনা বলেছি। বাংলার প্রতি এত যদি শ্রদ্ধা, তাহলে নামটার সঙ্গে এতটা ঘৃণা বোধ কেন? গত বিধানসভা ভোটে রাজ্যে বিজেপির স্লোগানই ছিল, ইস বার দো শো পার। এই নিয়ে চন্দ্রিমা বলেন, গতবার প্রচারে এসে উনি বলেছিলেন ২৯৪ আসনের মধ্যে ২০০-র বেশি আসন পাবেন। ইস বার দোশো পার। আর মানুষ ওদের উৎস পার করে দিল। এবার বলছেন ৪২ টি পদ্ম ফোটাবেন। যে কটি পদ্ম আছে সে কটিও তো চলে যাবে! তাহলে কিসের পদ্ম আর ফুটবে। ওসব বলে আর কোনও লাভ হবে না এই বাংলার মাটিতে। শুনেছি, উনি বলেছেন রাজ্যে যতগুলি স্কিম হয়েছে ততগুলি স্ক্যাম হয়েছে। এবার বলুন বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও যে চালু হয়েছিল তা কী স্কিম? বিজ্ঞাপন দাতাদের পয়সা পাইয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি স্কিম। গোটা দেশের বেটিদের পড়াতে আর বাঁচাতে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ! তাহলে বোঝাই যাচ্ছে কী হয়! আয়ুসমানটা কী স্কিম? একশো টাকা দেবেন? আমাদের এখানে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে আড়াই কোটি মানুষ সুবিধে পাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী তা করেছিলেন ২০১৬ সালে। তা দেখে প্রধানমন্ত্রী যা করতে চেয়েছিলেন তা কিছুই হয়নি। এইমস নিয়ে করা মন্তব্য নিয়েও প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন চন্দ্রিমা। বলেন, উনি এইমস নিয়ে অনেক কথাই বললেন। অনুমতি নাকি দেওয়া হয়নি। পরিবেশ নিয়ে অনুমতির কী দরকার হবে না? উনি যা বললেন তাতে বোঝা গেল চৈতন্যদেবের জেলায় এসেও ওঁর চেতনা হল না। তাঁর চৈতন্য হল না। সিএএ নিয়ে কিছু বললেন না। একটা বিশৃঙ্খল সভা হয়েছে। জোর করে লোক আনা হয়েছে। বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের ফুলতলায় মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে একটি প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, শওকত মোল্লা, স্থানীয় বিধায়ক বিভাস সর্দার। লোকসভা ভোটে নিয়ে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সন্দেশখালি থেকে তৃণমূল লিড নেবে। বিরোধী দলনেতার উস্কানিতে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো হয়েছে। সন্দেশখালির ১১টি পঞ্চায়েতের মধ্যে মাত্র ২টিতে গোলমাল হয়েছে।

সৌমিত্র খাঁ-র নামে পোস্টার পড়ল বিষ্ণুপুরে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২ মার্চ ঃ এবার পোস্টার পাল বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-র নামে। বিষ্ণুপুর শহরের রসিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় শনিবার সকালে পোস্টারগুলি দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পোস্টারে সৌমিত্র খাঁ-কে, 'দালাল, দুস্কৃতী, তোলাবাজ ও বিজেপি-র' শত্রু বলে দাবি করা হয়েছে। পোস্টার দেওয়া নিয়ে পারস্পরিক অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপি। এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন বাসস্ট্যান্ডের বিভিন্ন দেওয়াল ও ব্যানারে সাদা কাগজে কালো কালিতে ছাপা পোস্টার সাঁটানো হয়েছে। পোস্টারে দলবদল করে বিজেপি থেকে তৃণমূলে যাওয়া বিষ্ণুপুর ও কোতুলপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষ ও হরকালী প্রতিহারের দাদা হিসাবে বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-কে কটাক্ষ করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে দুস্কৃতী, তোলাবাজ ও বিধানসভায় বিজেপির টিকিট বিক্রির মূল কান্ডারি হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছে। এই পোস্টারগুলিকে বা কারা দিয়েছে তা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। যদিও, সৌমিত্র খাঁ এই বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি। যদিও, বিজেপির দাবি, বিষ্ণুপুর সহ সারা রাজ্যে পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরে তৃণমূল এই নোংরা রাজনীতি করছে।

রাস্তার উদ্বোধনকে ঘিরে তৃণমূলের সঙ্গে সংঘর্ষ বাম-কংগ্রেসের, আহত বিডিও

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ মার্চ ঃ এলাকায় নতুন রাস্তা হবে। তাতে মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে। কিন্তু ফিতে কাটবেন কে, সেই প্রশ্নেই ধুন্ধুমার বাধল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে। তৃণমূলের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথশ্রী' প্রকল্পে তৈরি হবে রাস্তা। তাই ফিতে কাটার অধিকারী তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরাই। অন্য দিকে, বাম-কংগ্রেসের দাবি, এলাকার প্রকৃত জনপ্রতিনিধি তারাই। তাই এলাকার রাস্তার ফিতে তাঁদের হাতেই কাটা হবে। বিবাদ গড়ায় মারামারিতে। থামাতে গিয়ে হাত কাটল বিডিওর। ভন্ডুলই হয়ে যায় ফিতে কাটার অনুষ্ঠান। হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের বরুই পঞ্চায়েতের বিদ্যানন্দপুরে পথশ্রী প্রকল্পে ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে ২৬০ মিটার রাস্তা ঢালাইয়ের অনুষ্ঠান ছিল শনিবার। তৃণমূলের তরফে রাস্তা উদ্বোধনের জন্য যান জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম, জেলা পরিষদের সদস্য মর্জিনা খাতুন-সহ অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি এবং নেতা-কর্মীরা। অন্যদিকে, হরিশ্চন্দ্রপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি এবং বরুই পঞ্চায়েত কংগ্রেস-সিপিএম জোটের দখলে। ফিতে কাটতে সেখানকার পদাধিকারীরা হাজির হন। সরকারি আধিকারিক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল। কিন্তু কে ফিতে কাটবেন, তা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। সেই বচসা গড়ায় হাতাহাতিতে। ক্রমেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। তৃণমূল বনাম বাম-কংগ্রেস কর্মীদের হাতাহাতি ঠেকাতে উদ্যোগী হন বিডিওকে। কিন্তু ধস্তাধস্তিতে তাঁর হাত কেটে যায়। এর পরেই হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেবদূত গজমেরের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কেন্দ্রের নতুন ফরমান! বিয়ের আগের পদবি ব্যবহার বা ডিভোর্স, লাগবে স্বামীর এনওসি

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃ অনেক সময় বিয়ের পর স্বামীর পদবি ব্যবহার করেন স্ত্রী। কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের পর সেই পদবি ছেঁটে ফেলতে গেলেই সমস্যার সম্মুখীন হবেন মহিলারা। কারণ পদবি সরাতে গেলেই লাগবে স্বামীর এনওসি। অন্তত দিব্যা মোদীর ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছে। স্বামীর এনওসি বাধ্যতামূলক বলেই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এতেই আপত্তি তুলে দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই মহিলা। দিব্যা জানিয়েছেন বিয়ের পর তিনি নিজের নামের সঙ্গে স্বামীর পদবি জুড়ে ছিলেন। তাঁর নাম হয়েছিল দিব্যা মোদী টোঙ্গা। কিন্তু বর্তমানে তিনি বিবাহবিচ্ছেদের পথে। আদালতে সেই মামলাও চলছে। এই পরিস্থিতিতে স্বামীর পদবি আর রাখতে চান না তিনি। এই আবেদন করতে গিয়েই বিপাকে পড়েছেন তিনি। কিন্তু পদবি পরিবর্তনের জন্য আবেদন জানানোর পর তাঁর কাছে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি গিয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, পদবি পরিবর্তনের জন্য নথি দেখাতে হবে মহিলাকে। হয় স্বামীর অনুমতিপত্র বা এনওসি লাগবে। করঞ্জওয়ালা অ্যান্ড কোং-এর মাধ্যমে দায়ের করা ওই মহিলার পিটিশনে বলা হয়েছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি 'বর্ণবৈষম্যমূলক, একপাক্ষিক এবং অযৌক্তিক' এবং ভারতের সংবিধানের ১৪, ১৯ ও ২১ ধারার আওতায় তাঁর মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। পিটিশনে আরও দাবি করা হয়েছে যে, পিটিশনারের পদবি পরিবর্তন করার অধিকার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি 'একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে'। এতে নারীদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ, তাঁদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপের অভিযোগও রয়েছে।

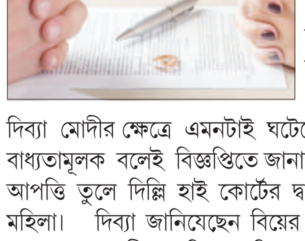

রাইস মিল থেকে নরকঙ্কাল উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান , ২ মার্চ ঃ একটি পরিত্যক্ত রাইস মিলের ভিতর থেকে মানুষের মাথার খুলি ও কঙ্কাল উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমানের দেওয়ানদিঘি এলাকায়। ওই পরিত্যক্ত রাইস মিলের ভিতরে শনিবার দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে স্থানীয়রা নর কঙ্কালটি দেখার পর দেওয়ানদিঘি থানার পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মাথার খুলি ও কঙ্কালটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। জানা গেছে দেওয়ানদিঘির ভাগড়া পাড়ায় এক ব্যক্তি প্রায় ১০ মাস ধরে নিখোঁজ । নিখোঁজ ব্যক্তির নাম অজয় রজক। খবর পেয়ে অজয় রজকের বাড়ির লোকজন রাইসমিলে গিয়ে দেখেন, অজয় রজক যে প্যান্ট জামাটি পড়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন সেই প্যান্ট- জামা কঙ্কালের পাশে পড়ে রয়েছে। তারা এই কঙ্কালটি অজয় রজক বলে অনুমান করছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নাবালক ছাত্রকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে গ্রেফতার নৃত্যশিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ মার্চ ঃ নাবালক ছাত্রকে যৌন হেনস্থার অভিযোগের সহর শিলিগুড়ি থেকে গ্রেফতার করা হলো এক নৃত্য শিক্ষককে। অভিযুক্তর নাম শুভম ঘোষ। অভিযুক্ত শুভম ঘোষ সহ শিলিগুড়ির পরিচিত এক নৃত্যশিল্পী বলে জানা গিয়েছে। জানা যায়, শুক্রবার নাবালক ছাত্র শুভমের বাড়িতে নাচের প্র্যাকটিসের জন্য আসে তখনই ছাত্রের সুযোগ নেয় নৃত্যগুরু শুভম ঘোষ ছাত্রের সঙ্গে অশ্রদ্ধ আচরণ করে। নাবালক ছাত্র সেখান থেকে বাড়ি পৌঁছে, গোটা বিষযটি তার পরিবারের লোককে জানায়। এরপরেই পরিবারের তরফে খালপাড়া শাড়িতে অভিযুক্ত নৃত্যশিলক শুভম ঘোষের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে এর পরেই তদন্তে নেমে শুভম কে গ্রেফতার করে পুলিশ ধৃত নিত্য শিল্পীকে শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। পরিবারের সূত্রে জানা গেছে মুহূর্ত শিল্পীর নামে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করা হয়েছে গোটা ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু করেছে পুলিশ।

পাহাড়ের রাজনৈতিক সমাধানের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীকে রক্ত দিয়ে চিঠি নিরজ জিম্বার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ মার্চ ঃ পাহাড় থেকে তিনবার সংসদ নির্বাচন করেও পূরণ হয়নি দাবি। তাই এবার পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবি তুলে নরেন্দ্র মোদীকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখলেন দার্জিলিং এর বিজেপি বিধায়ক নিরজ জিম্বা। শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে ওই বিষয়ে খোলাসা করেন তিনি। তিনি জানান চতুর্থ বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী। আর যদি পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান কেউ করতে পারেন তাহলে সেটা প্রধানমন্ত্রীই পারবেন। এর আগে পাহাড় থেকে তিনবার বিজেপি সাংসদ জয়ী হয়েছেন। অনেকটা সময় পেরিয়ে গিয়েছে কিন্তু পাহাড়বাসীর এখনো দাবি পূরণ হয়নি। তাই জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের কারণে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখে পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবি জানালাম।

চিকিৎসক নেই, রোগীদের কাছে ফার্মাসিস্ট ভরসা তারাপীঠে

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২ মার্চ ঃ সরকারি হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা করছেন ফার্মাসিস্ট। নেই কোন চিকিৎসক। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশা তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বায়িত্বে থাকা বীরভূমে। এমন দশা তারাপীঠ মন্দির সংলগ্ন তারাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা ও চিকিৎসকের দাবিতে শনিবার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামের বাসিন্দারা। জানা গেছে, এলাকার প্রায় ৬০ হাজার মানুষের একমাত্র ভরসা তারাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। তারপরে রয়েছে প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ। ১৯৯৩ সালের ১৮ মার্চ এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জনপ্রিয় চিকিৎসক অভিজিত রায়চৌধুরীর বদলি রুখতে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন ৩ জন গ্রামবাসী। তারপর হাসপাতালের অবস্থা কিছুটা উন্নতি হলেও বর্তমানে করুন দশা হাসপাতালের। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোন চিকিৎসক নেই। ফলে রোগীদের চিকিৎসা করছেন ফার্মাসিস্ট ও কম্পাউন্ডার। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি অবিলম্বে চিকিৎসক বহাল করতে হবে। যদিও গ্রামবাসীদের দাবি স্বীকার করে নিয়েছেন হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট তন্ময় চট্টোপাধ্যায়। চিকিৎসকের বদলে তিনিই রোগীর চিকিৎসা করছেন। তন্ময়বাবু বলেন, চিকিৎসক নেই তাই আমিই সব কিছু করছি। গ্রামবাসীদের দাবি আমি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে পাঠিয়ে দেব। গ্রামের বাসিন্দা বাসুদেব মণ্ডল, ঝর্নারাণী মণ্ডল বলেন, দীর্ঘদিন থেকে হাসপাতালে কোন চিকিৎসক নেই। ফলে আমাদের চিকিৎসা করাতে ছুটতে হচ্ছে রামপুরহাট হাসপাতালে। অথচ এই হাসপাতালের এক সময় সুনাম ছিল। হাসপাতালের চিকিৎসকের বদলি রুখতে গ্রামের তিনজন পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান। বহু মানুষ গুলির ক্ষত ব্যয়ে বেড়াচ্ছেন। সে সময় তৃণমূল অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু এখনও একই অবস্থা। অবিলম্বে হাসপাতালে স্থায়ী চিকিৎসক দেওয়া হোক।

দৌড় প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক নন্দিতার

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান , ২ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক স্তরে তিন হাজার কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হয়ে স্বর্ণপদক জিতে ১ মার্চ রাতে বাড়ি ফিরলেন কেতুগ্রামের মেয়ে নন্দিতা ঘোষ। তিনি সংবাদ মাধ্যমকে জানালেন গত ২৪ ফেব্রুয়ারি তিনি রওনা দেন গন্তব্যস্থল নেপালের উদ্দেশ্যে । ভারতীয় কোচের নির্দেশানুযায়ী তিনি উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর স্টেশনে পৌঁছান। সেখান থেকে ভারতীয় কোচের সঙ্গে নেপালে পৌঁছান পশ্চিমবঙ্গ (রাজ্য) থেকে নির্বাচিত একমাত্র প্রতিনিধি অ্যাথলেটিক নন্দিতা ঘোষ। নেপালের রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় ৫৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে চ্যাম্পিয়ন হয় নন্দিতা ঘোষ। দরিদ্র কৃষক পরিবারের মেয়ে নন্দিতা স্বর্ণপদক পেয়ে অত্যন্ত খুশি । তার আদি বাড়ি কেতুগ্রাম থানার অনন্তপুর গ্রামে । ১ মার্চ অনন্তপুর গ্রামে কিছুক্ষণ কাটিয়ে সোজা চলে যান কাটোয়ার ফরিদপুর কলোনির ভাড়া বাড়িতে। এখানে তিনি ছেলে মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি নিজেও প্র্যাকটিস করেন বলে জানালেন সংবাদমাধ্যমকে । অনন্তপুর গ্রাম পঞ্চাযেত় সদস্য যাদব দাস বলেন তিনি এবং সকল গ্রামবাসী নঃিদতার এই সাফল্যে অত্যন্ত গর্বিত।

Office of the Block Dev. Officer
Sankrail Dev. Block, Howrah
ARGORI, ANDUL, HOWRAH
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Block Development Officer, Sankrail Development Block invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No.	Tender Reference No.	Tender ID	Tender Serial No.	Last Date of Submission	Date of Opening
1.	eN.I.T 11/BDO (3 rd CALL) of 2023-24	2024_ZPHD_ 678701_	01	09/03/2024	11/03/2024
2.	eN.I.T 15/BDO(2 nd CALL) of 2023-24	2024_ZPHD_ 678727_	01	09/03/2024	11/03/2024
3.	eN.I.T 16/BDO(2 ND CALL) of 2023-24	2024_ZPHD_ 678669_	01 To 04	09/03/2024	11/03/2024
4.	eN.I.T 44/BDO of 2023-24	2024_ZPHD_ 678636_	01 to 03	09/03/2024	11/03/2024

Intending bidders are requested to visit the website **http://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SANKRAIL DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH

শ্রেয়সের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ যাওয়ার নেপথ্যে কেকেআর?

২ মার্চ ঃ কেন বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে ছাঁটাই হয়েছিলেন শ্রেয়স আইয়ার? শুধু কি চোটের অজুহাত দেখিয়ে মুম্বইয়ের হয়ে রনজি ট্রফি না খেলার জন্য? নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও ব। কারণ। কেন টিম ইন্ডিয়ার তারকা ব্যাটারের উপর বেজায় চটেছিলেন নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর? উঠে এল এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। সূত্রের দাবি, কলকাতা নাইট রাইডার্সের শিবিরে যোগ দেওয়ার জন্যই নাকি চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন শ্রেয়স। সূত্রের দাবি, শ্রেয়স মুম্বইয়ের মুখ্য নির্বাচক রাজু কুলকার্নিকে তাঁর পিঠের সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। এবং তাঁর দাবি ছিল পিঠে ব্যথার জন্য রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা সম্ভব নয়। এদিকে আবার বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির স্পোর্টস সায়েন্স অ্যান্ড মেডিসিনের প্রধান নীতীন প্যাটেল মেইল করে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, শ্রেয়সের পিঠে কোনও চোট নেই। সেটা জানাজানি হওয়ার পর তাঁর প্রতি এমনিতেই ক্ষুব্ধ ছিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। এদিকে পিঠের চোটের দাবি করলেও, এনসিএ-তে যাননি শ্রেয়স। বরং তিনি পৌঁছে যান মুম্বইতে কেকেআরের অ্যাকাডেমিতে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট কে না জানিয়ে এভাবে শ্রেয়সের কেকেআরের অ্যাকাডেমিতে যাওয়া ভালোভাবে নেননি অজিত আগরকর। শোনা গিয়েছে, কেকেআর শিবিরে যোগ দেওয়ার ফলেই বোর্ডের চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন। শ্রেয়সকে কাছ থেকে দেখা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তির কথায়, ব্যথার জন্য এক সময় একটা সেশনে ৬০ বল খেলে বিরতি নিতে হচ্ছিল ওকে। এখন ও ফিটনেস লেভেল এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছে যে এখন প্রতি সেশনে ২০০ বল খেলছে। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এবং মুম্বইয়ের হেড কোচ ওমকার সালভি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। কেকেআরের অ্যাকাডেমিতেও মুম্বইয়ের কোচ গিয়েছিলেন শ্রেয়স কতটা উন্নতি করেছেন তা দেখার জন্য। এখন তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির সেমিফাইনালে খেলবে ও। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেই ব্যক্তি শ্রেয়সের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। এমনকি নাইট শিবির পর্যন্ত তাদের অধিনায়কের পাশে রয়েছে। তবে তাই বলে কেকেআর অধিনায়ককে নিয়ে বিতর্ক কিছুতেই থামছে না।

বিরাটের টেস্ট সিরিজ না খেলা লজ্জাজনক! প্রশ্ন তুললেন অ্যান্ডারসন!

২ মার্চ ঃ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হাই ভোল্টেজ সিরিজ খেলছেন না বিরাট কোহলি। ব্যক্তিগত কারণে সরে দাঁড়িয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার মহাতারকা। সেটাই মেনে নিতে পারছেন না জেমস অ্যান্ডারসন। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অভিজ্ঞ পেসারের দাবি, কিং কোহলির টেস্ট সিরিজ না খেলা লজ্জাজনক।

অ্যান্ডারসন বলেন, সবাই সেরা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই খেলতে চায়। তাহলেই সেরা পারফরম্যান্স বেরিয়ে আসবে। কিন্তু এবার সেটা হল কোথায়! এত বড় সিরিজ। অথচ বিরাট সরে দাঁড়াল। ব্যাপারটা একেবারে লজ্জাজনক। এখানেই থেমে না থেকে তিনি আরও যোগ করেছেন, 'গত কয়েক বছর ধরে আমাদের ডুয়েল দেখার জন্য ক্রিকেট দুনিয়া অপেক্ষা করেছে। আমরাও একে অন্যের বিরুদ্ধে ল।াই উপভোগ করেছি। তবে এবার বঞ্চিত হলাম।

এখনও পর্যন্ত সব ফরম্যাটে অ্যান্ডারসনের বলে ১০বার আউট হয়েছেন বিরাট। রান করেছেন মাত্র ৩৩১। প্রতিবার বিরাটকে টেক্কা দিয়েছেন জিমি। তবে এবার সেই ডুয়েল দেখা গেল না। আসলে ব্যক্তিগত কারণে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট সিরিজ খেলছেন না। স্ত্রী অনুস্কা শর্মা দ্বিতীয়বার সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। পরিবার নিয়ে এই মুহূর্তে লন্ডনে রয়েছেন বিরাট। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি বিরাট-অনুস্কার দ্বিতীয় সন্তান হয়। যদিও পাঁচ দিন পর তা প্রকাশ্যে আনেন বিরাট। লন্ডনে পুত্রসন্তান হয়েছে। যদিও অ্যান্ডারসন কিন্তু বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসলেন। তবে বিরাট এবার নিজেকে সরিয়ে নিলেও, চলতি সিরিজে জিমির পারফরম্যান্স মোটেও আহামরি নয়। গত তিন টেস্টের ছয় ইনিংসে মাত্র ৮ উইকেট নিয়েছেন অ্যান্ডারসন।

বাইশ গজে ফেরার অপেক্ষায় ঋষভ পন্থ

মুম্বই, ২ মার্চ ঃ গত বছর ঋষভ পন্থ গুরুতর গাড়ি দুর্ঘটনায় অসুস্থ হওয়ার কারণে ক্রিকেট থেকে দূরে ছিলেন। সুস্থ হওয়ার পর থেকে বাইশ গজে ফেরার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এ বার দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ৫ মার্চ এক সুখবর পেতে চলেছেন পন্থ।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ৫ মার্চ জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে ফিটনেস সার্টিফিকেট পেতে চলেছেন ঋষভ পন্থ। এরপরই তিনি যোগ দেবেন দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরে। ও ফিট হওয়ার জন্য সবকিছু করেছে। ফলে এ বার এনসিএ ওকে ফিট ঘোষণা করতে চলেছে। ফিটনেস সার্টিফিকেট পাওয়ার পর ওর সঙ্গে ক্যাপ্টেন্সি ব্যাকআপ নিয়ে আলোচনা করব।'

সাংসদ পদে ইস্তফা! বিজেপি ছাড়ছেন গম্ভীর? প্রাক্তন ক্রিকেটারের পোস্টে জল্পনা

২ মার্চ ঃ রাজনৈতিক ইনিংসের সমাপ্তি ঘটাতে তৈরী হলেন গৌতম গম্ভীর! সাংসদ পদ থেকেও তিনি অব্যহতি চাচ্ছেন। এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর পোস্ট ঘিরে শুরু হল তুমুল জল্পনা। প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা পূর্ব দিল্লির বিজেপি সাংসদ জানিয়েছেন, রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চান। আগামী দিনে ক্রিকেটেই মন দেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে লড়বেন না গম্ভীর, সেরকম সম্ভাবনা আগেই শোনা গিয়েছিল। তার মধ্যেই গত নভেম্বরে কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে মেন্টর হিসাবে যোগ দেন প্রাক্তন ক্রিকেটার। ২০১১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত নাইট জার্সিতে খেলেছেন গম্ভীর। দলকে দুবার আইপিএল ট্রফিও জিতিয়েছেন। আগামী মরশুমে তাঁকে নয়া ভূমিকায় দেখা যাবে কেকেআর ডাগআউটে। আইপিএলে নতুন দায়িত্ব নেওয়ার পরে গম্ভীর লোকসভা নির্বাচনে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে থাকতে পারবেন না সেটা কার্যত নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিজের এক্স হ্যান্ডেল সরাসরিভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে অব্যাহতি চাওয়ার কথা জানিয়ে দেন তিনি। বিজেপির সর্বভারতীয়

সভাপতি জে পি নাড্ডাকে ট্যাগ করে তিনি লেখেন, সমস্ত রাজনৈতিক কাজ থেকে আমাকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করছি। আগামী দিনে ক্রিকেটেই মন দিতে চাই। মানুষের সেবা করতে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে অনেক ধন্যবাদ। গম্ভীরের এই বয়ান থেকেই একাধিক প্রশ্ন উঠছে বিশ্লেষক মহলে। সোজাসুজিভাবে বিজেপি বা সাংসদ পদ ছাড়ার কথা বলেননি প্রাক্তন ক্রিকেটার। কিন্তু রাজনৈতিক কাজ থেকে অব্যাহতি মানে কি দল বা সাংসদ পদ থেকেও সরে দাঁড়ানো? সেই প্রশ্ন উঠছে। তাছাড়াও আগামী দিনে ক্রিকেটে মন দিতে চান বলে জানিয়েছেন গম্ভীর। তাহলে কি রাজনীতি একেবারে ছেড়ে দিতে চলেছেন বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার? প্রশ্ন উঠছেই।

ইউরোপে প্রীতি ম্যাচ খেলার জন্য নেইমারকে ছাড়াই ব্রাজিলের দল ঘোষণা

রিও ডি জেনিরো, ২ মার্চ ঃ ব্রাজিলের নতুন ভারপ্রাপ্ত কোচ

ডোরিভ্যাল জুনিয়র ইউরোপে প্রীতি ম্যাচ খেলার জন্য দল ঘোষণা করলেন। এই দলে জায়গা হয়নি নেইমার জুনিয়রের। আগামী ২৪ মার্চ রাত ১টায় ইংল্যান্ড ও ২৭ মার্চ রাত ২.৩০ মিনিটে স্পেনের বিপক্ষে মাঠে নামবে ব্রাজিল। এই দুই ম্যাচের জন্য ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে সেলেসাওরা। ঘোষিত দলে ইয়ান কৌতো, স্যাভিনহো, আন্দ্রেয়াস পেরেইরা, মুরিলোর মতো খেলোয়াড় প্রথমবারের মতো ব্রাজিল দলে ডাক পেয়েছেন। এরা প্রত্যেকেই ব্রাজিল লিগে খেলেন। আর চোটের কারণে নেইমারকে দলে রাখা হয়নি।

ব্রাজিলের স্কোয়াডঃ

গোলরক্ষকঃ বেন্টো, এডারসন, রাফায়েল। রক্ষণঃ দানিলো, ইয়ান কৌতো, আয়ারতোন লুকাস, ওয়েনডেল, বেরালদো, ম্যাগালহায়েস, মার্কুইনহোস, মুরিলো। মধ্যমাঠঃ আন্দ্রে, অ্যান্দ্রেস পেরেইরা, গুইমারেস, ক্যাসেমিরো, ডগলাস লুইস, জোয়াও গোমেজ, প্যাকুয়েতা, পাবলো মাইয়া

আক্রমণ ঃ এন্দ্রিক, মার্টিনেল্লি, র‍্যাপিনহা, রিচার্লিসন, রদ্রিগো, স্যাভিনহো ও ভিনিসিউস জুনিয়র।

৪৮ বছর বয়সে বাবা হলেন শোয়েব

২ মার্চ ঃ আবার একবার খবরের শিরোনামে শোয়েব আখতার। তবে ক্রিকেট বা খেলা সংক্রান্ত বিষয়ে নয়। আসলে তৃতীয়বার বাবা হয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন জোরে বোলার। তাও আবার ৪৮ বছর বয়সে। তাঁর স্ত্রী রুবাব খান এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। ১ মার্চ শোয়েবের ঘরে কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। এই দম্পতির আগেই দুই ছেলে রয়েছে। মহম্মদ মিকাইল আলি ও মহম্মদ মুজাদ্দাদ আলি ২০১৬ ও ২০১৯ সালে জন্মগ্রহণ করে। নিজের ইনস্টাগ্রামে অনুরাগীদের সঙ্গে সুখবর ভাগ করে নিয়েছেন শোয়েব। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং তাঁর নবজাতক কন্যার জন্য সবার কাছে প্রার্থনা কামনা করেছেন। ক্রিকেট ইতিহাসের দ্রুততম বলের রেকর্ডধারী শোযেব ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ' থেকে মিকাইল ও মুজাদ্দা ওদের ছোট বোনের সঙ্গে খেলবে। ওদের এক বোন এসেছে। ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের সংসারে কন্যা সন্তান এসেছে। আমরা কন্যা নূর আলি আখতারকে স্বাগত জানাই। আপনাদের সকলের প্রার্থনার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।' ২০১৪ সালে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের হরিপুরে একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে বিয়ে করেন শোয়েব ও রুবাব। তখন শোয়েবের বয়স ছিল ৩৮ বছর এবং রুবাবের বয়স ২০ বছর। প্রাক্তন পাক জোরে বোলারের বাবা-মা এই বিয়ের আয়োজন করেছিলেন। ২০১৬ সালের নভেম্বরে তাদের প্রথম সন্তান মিকাইলের জন্ম হয়। তিন বছর পর ২০১৯ সালের জুলাই মাসে মুজাদ্দাদ তাঁদের সংসারে আসে। এবার কন্যা নূরকে কোলে তুলে নিলেন 'রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস।'১৯৯৭ সালে পাকিস্তানের হয়ে অভিষেক হয় শোয়েবের। ২০১১ বিশ্বকাপে শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। পাক দলের জার্সি গায়ে চাপিয়ে তিন ফরম্যাটেই খেলেছিলেন প্রাক্তন পেসার। ৪৬টি টেস্ট ম্যাচে নিয়েছিলেন ১৭৮টি উইকেট। ১৬৩টি ওয়ানডে ম্যাচে তাঁর ঝুলিতে এসেছিল ২৪৭টি উইকেট। এবং দেশের হয়ে ১৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ১৯টি উইকেট নিয়েছিলেন শোয়েব।

কোপা আমেরিকা প্রস্তুতি ম্যাচ ঃ উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়দের সুযোগ দিলেন স্কালোনি

বুয়েনোস আইরেস, ২ মার্চঃ দুয়ারে কড়া নাড়ছে কোপা আমেরিকা। চলতি মাসে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে কোপা আমেরিকার প্রস্তুতি শুরু করবে আর্জেন্টিনা। তারা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে এল সালভাদর ও কোস্টারিকার বিপক্ষে। এ দুই ম্যাচের জন্য ২৬ সদস্যদের দল ঘোষণা করেছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। আগামী ২২ মার্চ ফিলাডেলফিয়াতে এল সালভাদর

এবং ২৬ মার্চ লস অ্যাঞ্জেলেসে কোস্টা রিকার বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসি-আনহেল দি মারিয়ার মতো তারকা খেলোয়াড়দের পাশাপাশি উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়দেরও দলে সুযোগ করে দিয়েছেন আর্জেঃটিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। অনূর্ধ্ব-২০ বছর বয়সী চারজন খেলোয়ার এই দলে সুযোগ পেয়েছেন। এরা হলেন ভ্যালেন্টিন বারকো, ফাকুন্দো বুয়োনানোত্তে, ভ্যালেন্টিন কার্বনি এবং আলেহান্দ্রো গারনাচো।

বিশ্বজয়ী তারকার ফুটবল কেরিয়ার কার্যত শেষের মুখে, নির্বাসিত রোনাল্ডোর প্রাক্তন সতীর্থ

২ মার্চ ঃ বিশ্ব ফুটবলে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। ডোপিংয়ের অভিযোগ। চার বছরের জন্য নির্বাসিত জুভেন্টাস এবং ফ্রান্সের ফুটবলার পল পোগবা। আগামী চার বছর আর কোনও ধরনের পেশাদার ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর প্রাক্তন সতীর্থ। ইটালির ক্লাব জুভেন্তাসে খেলেন পোগবা। বছর দুই আগে এই ক্লাবেই খেলে গিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পোগবার বিরুদ্ধে ডোপিংয়ের অভিযোগ ওঠে গত বছরের শেষের দিকে। গত ২০ আগস্ট জুভেন্টাস বনাম উদিনেসে ম্যাচের পর তাঁর ডোপ পরীক্ষা করা হয়। তিনি সেই ম্যাচে না খেললেও রিজার্ভ বেঞ্চে ছিলেন। তবু ডোপ পরীক্ষায় তাঁর নমুনায় অতিরিক্ত মাত্রায় টেস্টোস্টেরন পাওয়া গিয়েছিল। তখনই তাঁকে প্রাথমিক নির্বাসনে পাঠানো হয়। অক্টোবরে তাঁর দ্বিতীয় একটি নমুনার ফলও 'পজেটিভ

আসে। এর পরেই পোগবার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। যদিও পোগবা ডোপিংয়ের অভিযোগ অস্বীকার করেন। অভিযোগের বিরুদ্ধে আবেদন করেন। ফলে আবার নমুনা পরীক্ষা করা হয়। সেখানেও তাঁর ফলাফল 'পজেটিভ আসে। পোগবার শরীরে একটি বিশেষ নিষিদ্ধ পদার্থ হয়ে গিয়েছে। সাধারণত শরীরে বিভিন্ন ধরনের পারফরম্যান্স-বর্ধক হরমোন তৈরিতে সেটি কাজে লাগে।এমনিতে সেই অক্টোবরেই পোগবাকে প্রাথমিকভাবে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় চার বছরের জন্য নির্বাসিত হলেন তিনি। ইটালির অ্যান্টি ডোপিং আদালত এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। একটা সময় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে কাঁপিয়ে খেলেছেন। জুভেন্তাসেও দীর্ঘদিন ধরে খেলছেন। ফ্রান্সের হয়ে জিতেছেন বিশ্বকাপ। এ হেন তারকা কেরিয়ারের মধ্যগগনে চার বছরের জন্য নির্বাসিত হওয়ায় তাঁর ফুটবল কেরিয়ার কার্যত শেষের মুখে বলে মনে করা হচ্ছে।

ফিলিপসের ক্যারিয়ার-সেরা বোলিংয়ের পর চ্যালেঞ্জের মুখে নিউজিল্যান্ড

২ মার্চ ঃ গ্লেন ফিলিপস কী পারেন না! ছিলেন মূলত উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। কিন্তু দলে উইকেটকিপারের আধিক্যের কারণে ভূমিকা বদলে ফেলেছেন। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি চতুর ফিল্ডিংয়ে রান বাঁচানোর কাজ তো করেনই প্রয়োজনে 'পার্টটাইমার তকমা তুলে রেখে টানা বোলিংও করতে পারেন। হঠাৎ 'আচারণ বদলানো ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভের পিচে নিউজিল্যান্ডের প্রয়োজনেই আজ তৃতীয় দিনে টানা ১৬ ওভার বল করেছেন ফিলিপস। তাঁর অফ স্পিনেই ব্যাটিংয়ে ধস নেমেছে অস্ট্রেলিয়ার। সফরকারীরা দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয়েছে ১৬৪ রানে। ফিলিপস নিয়েছেন ৫ উইকেট। এটি তাঁর ক্যারিয়ার-সেরা তো বটেই, গত দেড় যুগে ঘরের মাঠে কোনো কিউই স্পিনারের সেরা বোলিং। এরপরও খুব একটা স্বস্তিতে নেই নিউজিল্যান্ড। স্বাগতিকদের ৩৬৯ রানের লক্ষ্য দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। টিম সাউদির দল আজ ৩ উইকেটে ১১১ রান তুলে দিনের খেলা শেষ করেছে। জিততে দরকার আরও ২৫৮ রান। লক্ষ্যটা ছুঁতে হলে ঘরের মাঠে টেস্টে সর্বোচ্চ রান তা।ার পাশাপাশি নিজেদের ইতিহাসেও রেকর্ড লক্ষ্য তাড়া করতে হবে নিউজিল্যান্ডকে। নিউজিল্যান্ডে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে টেস্ট জয়ের রেকর্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ১৯৬৯ সালে অকল্যান্ড টেস্টে গ্যারি সোবার্স-ক্লাইভ লয়েডদের পরাক্রমশালী দলটি ৩৪৫ রানের লক্ষ্য টপকে গিয়েছিল। নিউজিল্যান্ড সর্বোচ্চ ৩২৪ রান তাড়া করে টেস্ট জিতেছে ১৯৯৪ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ক্রাইস্টচার্চে। তবে বেসিন রিজার্ভে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ডটা নিউজিল্যান্ডেরই। ২০১৭ সালের সেখানে টেস্টের শেষ দিনে বাংলাদেশের দেওয়া ২১৭ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলেন কেইন উইলিয়ামসন-রস টেলররা। প্রথম ইনিংসে যথেষ্ট রান (৫৯৫৮) হয়েছে ভেবে ডিক্লেয়ার দিয়েছিলেন বাংলাদেশের সে সময়ের অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম। বেসিন রিজার্ভের উইকেট সবুজাভ হলেও কাল দ্বিতীয় দিন থেকেই স্পিন ধরতে শুরু করে। অস্ট্রেলিয়ান অফ স্পিনার নাথান লায়ন ইনিংসের সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নিয়ে সেটাই দেখিয়েছেন। লায়নের ঘূর্ণিতে প্রথম ইনিংসে ১৭৯ রানে গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। সেটা বুঝতে পেরে আজ নিউজিল্যান্ডও ' দিয়ে কাঁটা তোলা'র কাজটা করেছে। বল একটু পুরোনো হতেই অধিনায়ক সাউদি বোলিংয়ে এনেছেন ফিলিপসকে। তবে দিনের প্রথম উইকেটটা এনে দিয়েছেন পেসার ম্যাট হেনরি। আগের দিন পর্যন্ত বিকেলে নামা টেলএন্ডার লায়ন আজ শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতে থাকেন। ইনিংসের ১৬তম ওভারে হেনরি লায়নকে যখন ইয়াংয়ের ক্যাচ বানিয়ে ফেরান, ততক্ষণে তিনি ৪১ রান করে ফেলেছেন। ফিলিপস তখনো বোলিংয়ে আসেননি। ইনিংসের ২১তম ওভারে প্রথমবার হাত ঘোরাতে আসা ফিলিপস প্রথম শিকার করেছেন উসমান খাজাকে দিয়ে। মধ্যাহ্ন বিরতির আগে তাঁর ওপর চড়াও হতে গিয়ে স্টাম্পড হন খাজা। এরপর একে একে ফিরিয়েছেন প্রথম ইনিংসে বীরোচিত সেঞ্চুরি করা ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ ও অ্যালেক্স ক্যারিকে। পরে বোলিংয়ে ফিরে প্যাট কামিন্স ও মিচেল স্টার্ককে তুলে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ' ছেঁটে দেন' হেনরি। ৩৬৯ রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই বিপর্যয়ে পড়ে নিউজিল্যান্ড। ৫৯ রানের মধ্যে টপ অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যান টম ল্যাথাম, উইল ইয়াং ও কেইন উইলিয়ামসনকে হারায় স্বাগতিকেরা। ৩ উইকেটই নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার স্পিনাররা লায়ন দুটি আর হেড একটি। তবে চতুর্থ উইকেটে জুটি বাঁধা রাচিন রবীন্দ্র ও ড্যারিল মিচেল দলের আর কোনো ক্ষতি হতে দেননি। দুজন মিলে ৫২ রান যোগ করে অবিচ্ছিন্ন আছেন। রবীন্দ্র টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটি পেয়েছেন।

২০৩৪ বিশ্বকাপে আয়োজনে আনুষ্ঠানিকভাবে বিড করেছে সৌদি আরব

২ মার্চ ঃ ২০৩৪ বিশ্বকাপের আয়োজক হতে সৌদি আরবের পথটা যে পরিস্কার সেটা জানা গিয়েছিল গত বছর অক্টোবরে। বিশ্বকাপ আয়োজনে সৌদি আরবের প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়া প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর সৌদিই ছিল এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের একমাত্র প্রার্থী। সে ধারাবাহিকতায় এবার বিশ্বকাপ আয়োজনের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বিডের কার্যক্রম শুরু করেছে সৌদি আরব। তবে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় ব্যাপারটি এখন শুধুই আনুষ্ঠানিকতা। বিডের প্রচারণায় সৌদি আরব ফুটবল ফেডারেশন 'গ্রোয়িং টুগেদার' নামে একটি স্লোগানও প্রকাশ করেছে। সে সঙ্গে প্রচারণার জন্য একটি লোগোও বের করা হয়েছে। এই লোগোয় বিভিন্ন রঙে রাঙানো ফিতা দিয়ে লেখা '৩৪ সংখ্যাটি। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণার অংশ হিসেবে বেশ কিছু পোস্ট করেছে সৌদি ফুটবল ফেডারেশন। বিডের প্রচারণায় প্রকাশ করা ৫০ সেকেন্ডের একটি ভিডিওও পোস্ট করেছে সৌদি আরব ফুটবল ফেডারেশন (এসএএফএফ)। যেখানে শুরুতেই দেখা যায়, আর্জেন্টিনার বিপক্ষে কাতার বিশ্বকাপে সৌদি আরবের জয়ের মুহূর্তটি। এরপর দেখা মেলে আল নাসরের হয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো 'দিউ উদ্যাপনের এবং সতীর্থের সঙ্গে আল হিলালের জার্সিতে নেইমারের গোল উদ্যাপনও। ভিডিওতে দেখা যায় করিম বেনজেমাকেও। এ ছাড়া বিশ্বকাপে নিজেদের ঐতিহাসিক মুহূর্তকেও এই ভিডিওতে তুলে এনেছে তারা। নিজেদের এই প্রচারণায় তারা মূলত 'আবেগ স্পিরিট এবং সৌদি আরবের ফুটবল-বৈচিত্র্য'কে

উদ্যাপন করেছে। এক বিবৃতিতে এসএএফএফ বিড ইউনিটের প্রধান হামাদ আলবালাউই বলেছেন, 'এই প্রচারণা সৌদি আরবের ৩ কোটি ২০ লাখ মানুষের আশা এবং স্বপ্ন দ্বারা চালিত হয়েছে। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ফিফার কাছে সম্ভাব্য সেরা বিড জমা দেওয়া এবং আমাদের দেশকে গর্বিত করা। পাশাপাশি অ্যাসোসিয়েশনের ১৩০ সদস্য, যারা আমাদের ওপর আস্থা রেখেছে, তাদের প্রত্যাশাও পূরণ করার বিষয়টিও রয়েছে।' এর আগে গত বছরের অক্টোবরে এক খবরে জানা গিয়েছিলো, বিশ্বকাপ আয়োজনে প্রার্থিতা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার ব্যাপারে ফিফা-ঘোষিত সময়সীমা ফুরোনোর কয়েক ঘণ্টা আগে অস্ট্রেলিয়া নিজেদের সরিয়ে নেয়। সে সময় ফুটবল অস্ট্রেলিয়া জানায়, ' ২০৩৪ বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' শুরুতে অবশ্য সৌদি আরব আগ্রহী ছিল মিসর এবং মরক্কোকে নিয়ে ২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজনে। কিন্তু গত বছর জুনে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে তারা। ফলে শতবর্ষীয় বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পায় স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কো, যেখানে তিনটি ম্যাচ আয়োজন করবে দক্ষিণ আমেরিকা। এরপর সৌদি আরবের ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজনে জন্য বিড করার খবর সামনে আসে। কিন্তু মহাদেশীয় রোটেশনের কারণে এই বিশ্বকাপের জন্য কেবল এশিয়া এবং ওশেনিয়া অঞ্চলের দেশগুলো বিশ্বকাপের আয়োজক হতে পারবে বলে জানায় ফিফা। এ পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে ইন্দোনেশিয়ার বিড করার খবরও শোনা গিয়েছিল। কিন্তু গত ১৯ অক্টোবর সবাই সৌদি আরবের বিডকে সমর্থন দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166

Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com